দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৭ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা।। ১ ডিসেম্বর - ২০১৪।।
১৪ অগ্রহায়ণ - ১৪২১।।
website : www.eswastika.com

মিশন কাশ্মীর ৪৪+

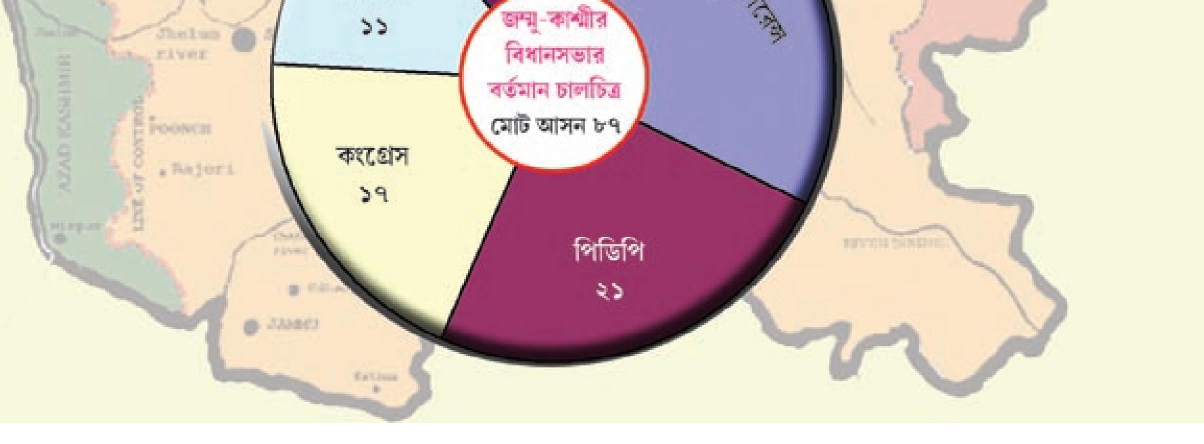

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত।।

৬৭ বর্ষ ১৪ সংখ্যা, ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
১ ডিসেম্বর - ২০১৪, যুগাব্দ - ৫১১৬,
Website : www.eswastika.com

দাম : দশ টাকা
স্বস্তিকা
৬৭ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা।। ১ ডিসেম্বর - ২০১৪।।
১৪ অগ্রহায়ণ - ১৪২১।।
website : www.eswastika.com
মিশন কাশ্মীর
৪৪+
চীন অধিকৃত কাশ্মীর
পাক অধিকৃত কাশ্মীর
অন্যান্য ১০
ন্যাশনাল কনফারেন্স ২৮
বিজেপি ১১
কংগ্রেস ১৭
পিডিপি ২১
জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার বর্তমান চালচিত্র
মোট আসন ৮৭

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯
ভাইয়েরা পুলিশকে চমকাচ্ছে আর দিদি সর্বত্র চক্রান্ত দেখছেন □ গূঢ়পুরুষ □ ১০
খোলা চিঠি : ওবামা হবেন অতিথি, একেই বলে ‘আচ্ছে দিন’ □ সুন্দর মৌলিক □ ১১
পশ্চিমবাংলার পাট চাষ ও পাটশিল্পের নাভিশ্বাস □ এন সি দে □ ১২
ভূ-স্বর্গ বিজয়ে বিজেপি’র রণকৌশল □ ১৪
সাক্ষাৎকার : ‘বিজেপি ক্ষমতায় এলে জম্মুর মানুষের উদ্বাস্তু তকমা মুছে দেবে’ □ ১৬
জাতীয় প্রয়োজনেই ‘মিশন কাশ্মীর’ □ হরি ওম □ ১৭
মিউনিসিপ্যালিটিগুলি কর্পোরেশনে আনতে তৃণমূলের নয়া ফন্দি □ দেবব্রত চৌধুরী □ ২০
মনের প্রসন্নতার জন্য— গীতা □ ডা: সুবোধ চৌধুরী □ ২১
ব্যাসদেবের অষ্টাদশ প্রীতি □ ধরণীধর মণ্ডল □ ২৩
যৌথ জঙ্গি উদ্যোগ অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে □ সুবীর ভৌমিক □ ২৭
কাশ্মীর : সমস্যা ও সমাধান □ ও পি গুপ্তা □ ২৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮** □ **রঙ্গম : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

প্রকাশিত হবে
৮ ডিসেম্বর
২০১৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৮ ডিসেম্বর
২০১৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

কংগ্রেসমুক্ত ভারত

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কংগ্রেসমুক্ত ভারত গড়ার ডাক দিয়েছেন। লোকসভা ও পরবর্তী বিধানসভাগুলির নির্বাচনের ফলাফল দেখে এই ডাকের সাফল্যে অনেকে উৎসাহিত হচ্ছেন। কিন্তু ঘটনা হলো, কোনো দলকে উৎখাত করা সুষ্ঠু গণতন্ত্রের লক্ষ্য নয়। আসলে মোদী যে কংগ্রেসমুক্ত ভারত গড়ার ডাক দিয়েছেন, তা কংগ্রেসী চিন্তনশৈলী থেকে ভারতকে মুক্ত করার ডাক। এই নিয়েই লিখেছেন **সাধন পাল, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়** প্রমুখ।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS
HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
শাহী
গরম
মশলা
AUTHENTIC INDIAN SPICES
SUNRISE
Shahi ®
Garam Masala
SUNRISE ® PURE
রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আর এস এস : দিশাহারা তৃণমূল সরকার

সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভায় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী একটি প্রস্তাব লইয়া বিতর্কের সময় তৃণমূল সরকারের শিক্ষা ও সংসদীয় দপ্তরের মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন, সরকারের কাছে নির্দিষ্ট খবর আছে যে খাঁকি হাফ প্যান্ট পরিহিত কিছু লোক কুচকাওয়াজের নামে অস্ত্র শিক্ষা দিয়া চলিতেছে। তিনি আরও জানাইয়াছেন, দুর্গাবাহিনী অর্থাৎ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মহিলা শাখাও এই ধরনের কাজ করিয়া থাকে। মন্ত্রীমহোদয় দুর্গাবাহিনীর নাম করিলেও সরাসরি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নামোল্লেখ করেন নাই। কিন্তু রাজ্যের প্রশাসনকে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের উপর যে নজরদারি করিতে ব্যবহার করা হইতেছে তাহা স্পষ্ট। কয়েকদিন আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার আই সি স্থানীয় স্বয়ংসেবকদের জানাইয়া দিয়াছেন, বারুইপুর থানা এলাকায় সঙ্ঘের কোনো শাখা প্রকাশ্যে করা যাইবে না। একই ঘটনা ওই জেলার গোসাবা থানাতেও ঘটিয়াছে। সেখানকার আই সি ওই এলাকায় প্রকাশ্যে আর এস এসের কাজ করা যাইবে না বলিয়া নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন।

সঙ্ঘের পক্ষ হইতে এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া বলা হইয়াছে, মন্ত্রীর বক্তব্য সর্বৈব ভিত্তিহীন। তৃণমূল-শাসিত পশ্চিমবঙ্গ যখন ইসলামি জেহাদি ও জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্য হইয়া উঠিয়াছে, জঙ্গিবাহিনীরা যখন রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করিতে গোপনে ষড়যন্ত্র করিতেছে, তখন স্থানীয় স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগের তিরটি কৌশলে সঙ্ঘের দিকে ঘুরাইয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে। সঙ্ঘের বক্তব্য, সারাদেশে এখন প্রায় ৪৫ হাজার শাখা চলিতেছে। কিন্তু শাখায় অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হইতেছে— এই অভিযোগ উঠে নাই।

প্রকাশ্যে শাখা চালাইবার ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন যে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ শাখার সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাসের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল মাননীয় রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠির সঙ্গে দেখা করিয়া দাবি জানাইয়াছেন, তিনি যেন সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করিয়া এই বিষয়ে ব্যবস্থা লইতে বলেন। একই সঙ্গে এই রাজ্যে আর এস এসের উপর যে হামলা শুরু হইয়াছে, সেই বিষয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাইবার আর্জিও জানাইয়াছে সঙ্ঘ।

বস্তুত, শুধু তৃণমূল শাসিত আমলে নয়, ইতিপূর্বে কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট আমলেও সঙ্ঘ ও তাহার সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনগুলির কাজকর্মকে দাবাইয়া রাখিবার বিস্তর চেষ্টা হইয়াছে। একখানি শিলাও (জ্যোতিবাবুদের ভাষায় ইট) যাহাতে অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে পৌঁছাইতে না পারে তাহার জন্য রাজ্যকে প্রায় দুর্গে পরিণত করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিরোধকারীদের মুখে ঝামা ঘষিয়া দিয়া লক্ষাধিক শিলা পূজার জন্য পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। ইহা কোনো গল্পকথা নয়, পঁচিশ বছর আগের (১৯৮৯) সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইলেই তাহা প্রত্যক্ষ করা যাইবে। তবুও শাসকদলগুলি যেমন কংগ্রেস তিন তিনবার (১৯৪৮, ১৯৭৫, ১৯৯২) সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত হালে পানি পায় নাই, এখন ৪৪টি মাত্র আসন পাইয়া বিরোধী দলের মর্যাদাটুকুও খোয়াইয়াছে। আর তৃণমূল? যে দলের নেত্রী একদা দিল্লীতে স্বয়ংসেবকদের পরিচালিত একটি পত্রিকার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের দেশপ্রেমিক বলিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন সঙ্কীর্ণ ভোট রাজনীতির স্বার্থে ইসলামি জেহাদিদের পর্যন্ত তোষণ করিতেছেন, তাঁহার দলেরই এক মন্ত্রী শাখায় শাখায় অস্ত্র প্রশিক্ষণের ঝঙ্কার শুনিতে পাইতেছেন। দেওয়ালে কতখানি পিঠ ঠেকাইয়া যাইলে— দিশাহারা হইলে এমন অভিযোগ সম্ভব, তাহা আর নূতন করিয়া বলিবার আছে কি?

সুভাষিত

অধমাঃ ধনমিচ্ছন্তি ধনমানঞ্চ মধ্যমাঃ।
উত্তমাঃ মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাং ধনম্।। (চাণক্যনীতি)

অধম কেবলমাত্র ধনের ইচ্ছা করে, মধ্যমশ্রেণীর লোকেরা ধন ও মান দু'ই চায় এবং উত্তম শ্রেণীর লোকেরা কেবলমাত্র মান চায়। কেননা মান-ই মহৎ ব্যক্তির ধনস্বরূপ।

নেহরুকে ভাঙিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার মতলবি জোট ভাবনা সূতিকাগারেই ভেস্তে গেল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সম্প্রতি খুব ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালনের ছলে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া কংগ্রেস দিল্লীতে দেশী নয় একবারে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডেকে বসেছিল। অনুষ্ঠানে দেশের নানান প্রান্তের আঞ্চলিক দলগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। যে আঞ্চলিক দলের বাড়বাড়ন্তকেই এক সময় কংগ্রেস তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করত, এখন সেই কংগ্রেসের চরম রাজনৈতিক দৈন্যদশা দেখে তাদের অনেকেই কংগ্রেসকে পরিত্যাগ করেছে। তবুও সেই বহু ব্যবহারে জীর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতার জিগির তুলে কংগ্রেস পুরনো জনতা দলের মায় সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি লালুপ্রসাদ সমেত সকলকেই আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছে। নীতিশ, লালু, মুলায়ম অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে কেউই যাননি, প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। সোনিয়া গান্ধীর কংগ্রেসের একার শক্তি দেশ জুড়েই নিঃশোষিত হওয়ায় বিজেপি'র উত্থানকে ঠেকাতে শেষ চেষ্টা হিসেবে তিনি এই জনতাবাহিনীর সঙ্গে আর এক হতমান শক্তি বামপন্থীদের ডাকতেও কসুর করেননি। উদ্দেশ্য জোড়াতালি দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই পেড়ে যদি কোনো জোট খাড়া করা যায়। এর মধ্যে আবার তৃণমূলের মতো দলের মহান নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন যাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনই সিপিএম বিরোধিতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

দিল্লীতে নেহরু জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কংগ্রেসের সভায় সোনিয়ার 'সেক্যুলার' সিপাহীরা।

মিডিয়ায় প্রকাশিত সিপিএমের সীতারাম ইয়েচুরির সঙ্গে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল ছবির আড়ালে রয়েছে দীর্ঘ কয়েক দশকে তুমুল রাজনৈতিক খুনোখুনির ইতিহাস। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামেগঞ্জের বহু বাড়িতেই খোঁজ নিলে উভয় দলের হাতে নিহত বা আহত হাজার হাজার সমর্থকের অভাব হবে না। এর মধ্যে কঙ্কালও আছে। সোনিয়া গান্ধীর উদাত্ত ছলনায় এদের একজোট হওয়া রাজনীতির ইতিহাসে সুযোগসন্ধানী বিষম মিলনের সব রেকর্ড চূর্ণ করতে পারে। যা ডিএমকে-এডিএমকে, সমাজবাদী-বি এস পি বা কংগ্রেস-বিজেপি-র একীকরণের মতো অবিশ্বাস্যতায় ভরা। হয়ত বিজেপি-র হাত থেকে বাঁচতে বিহারে এক সময়ের আক্ষরিক অর্থেই জাত-শত্রু লালু-নীতিশের আসন্ন বিধানসভা ভোটে একত্রে লড়ার কৌশল থেকেই এটি অনুপ্রাণিত বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। সেখানেও ধুঁয়ো সেই এক তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' মোর্চা গঠন।

তৃণমূল থেকে লালু হয়ে বামপন্থী পর্যন্ত ধর্মীয় বহুত্ববাদ অর্থে মোল্লা, মুয়াজ্জিম ও তাদের অনুগামীদের মধ্যে তোষণ ছাড়া যে আর কিছু হতে পারে তা কৌশলে ভোট জোটাবার দায়ে তারা কোনোদিন বোঝার চেষ্টা করে না। এই কট্টরবাদী অংশকে তেলিয়ে চলার নীতির ফলেই বিজেপি এদের কপট ধর্মনিরপেক্ষী তকমা সঠিক অর্থেই দিয়েছে।

কিন্তু মোদীর প্রতি দেশবাসীর অটুট আস্থা দেখে দিশেহারা কংগ্রেস যারা সব সময়ই জোট গড়ার ক্ষেত্রে দাদাগিরির পন্থাতেই বিশ্বাসী হঠাৎ এই নানান কিসিমের তেলে জলে মিশ না খাওয়া হাঁসজারু বাহিনীকে ডেকে পাঠিয়েছে। রাহুলবাবুর 'একলা চলোরে' বাতাসে মিলিয়ে গেছে। শুধু কংগ্রেস নয় তৃণমূলনেত্রীর আসন্ন পৌরসভা ও ১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি'র দাপটের আতঙ্কে ধর্মনিরপেক্ষ মোর্চা খোলার ডাক সম্পূর্ণ ছলনা ও রাজনৈতিক মূর্খামির পরিচয়। সাম্প্রদায়িক শক্তি অর্থে বিজেপি-কে আটকানোর যে বস্তাপচা থিয়োরি নিয়ে তিনি জোট গড়তে চান সেই ভাবনাকে ভারতের নবীন প্রজন্ম ২০১৪'র নির্বাচনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। মোদীর সুশাসন, সমৃদ্ধি ও নতুন

ভারত নির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় সাড়া দিয়েই তারা তাঁকে ভারত বিজয়ী করেছে। সেখানে সেই বিজেপি'র জন্মলগ্ন থেকে 'সাম্প্রদায়িক' অভিধা বা হিন্দুত্বের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল না।

সারা দেশের অন্দরেই যেখানে শোনা যাচ্ছে এক উন্নত জীবন ও কর্মঠ গতিশীল সরকারের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সেখানে সব উন্নয়নের কর্মকাণ্ড ছেড়ে মমতার এই ধর্মবাদের কৌশল বাস্তবে পরিত্যক্ত শুধু নয়, অচল। বুক বাজিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ বলে চিৎকার করলেই উন্নয়নের দিশাহীন পরিকল্পনাহীন একটি সরকার চলতে পারে না। নজর করলে দেখা যাবে আজকের তথাকথিত এই সব 'ধর্মনিরপেক্ষ' দলের মাথায় বসে আছেন চরম তুঘলকী' রাজত্বে বিশ্বাসী এক একজন নেতা বা নেত্রী। যারা একটা সময়ের ঘেরাটোপে আবদ্ধ আবিলতার মধ্যে থেকে বুঝতেই পারেন না ভারতের ভোটদাতারা আজ কী নাটকীয় ভাবে বদলে গেছেন। দিল্লীর এই হযবরল সম্মেলনের আগেই একটা জিনিস পরিষ্কার ছিল যে সঙ্গী নিয়ে চলতে হয়। কিন্তু একটি সদর্থক কর্মসূচি ও ন্যূনতম কোনো আদর্শ না থাকায় দিল্লীর এই ধর্মনিরপেক্ষ মোর্চার ডাক ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ শুধু নয়, যাঁর স্মরণে আহূত সেই নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষতার মডেলটিরও অসম্মান করল। সম্মেলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা করা দূরস্থান, তাঁকে মঞ্চেও উঠতে দেওয়া হয়নি।

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি মূল্য ১০.০০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০্ টাকা

সন্ত্রাসবাদী হামলায় বিপর্যস্ত দেশগুলির তালিকায় ভারত ষষ্ঠ স্থানে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সন্ত্রাসবাদের করাল গ্রাসে আচ্ছন্ন ভারত-সহ বিশ্বের আরও পাঁচটি দেশ। সম্প্রতি গ্লোবাল টেরারিজম ইনডেক্স ২০১৪-এর রিপোর্টে উঠে এসেছে এমনই এক তথ্য। যেখানে দেখা গেছে, সন্ত্রাসবাদী হামলায় আক্রান্ত বিশ্বের ছ'য়টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ষষ্ঠ স্থানে। ভারত ছাড়াও অন্য পাঁচটি দেশ— ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া এবং সিরিয়া। মূলত এই সমস্ত দেশগুলিকে একের পর এক সন্ত্রাসবাদী হামলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে দেখা গেছে। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ২০১২ এবং ২০১৩ সালের মধ্যে হামলায় নিহতের সংখ্যা ৬১ শতাংশ বেড়ে গেছে। আবার ২০১২-২০১৩ সালের মধ্যে হামলার সংখ্যা বেড়েছে ৭০ শতাংশ। অর্থাৎ ভারত-সহ এই পাঁচটি দেশ সন্ত্রাসবাদীদের কাছে হামলার এক নতুন ঠিকানা। রিপোর্টে উঠে এসেছে, ২০১৩-তে ১০ হাজার সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা ঘটেছে, ২০১২-এর তুলনায় যা ৪৪ শতাংশ বেশি। উত্তরোত্তর সংখ্যাটা বেড়ে চলেছে। পাঁচটি দেশের পাশাপাশি ভারতেও ২০১২-র তুলনায় ২০১৩-তে হামলা ৭০ শতাংশ বেড়ে গেছে।

ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি এই সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মের প্রধান ডেরা হিসাবে গড়ে উঠেছে বলে গ্লোবাল টেরারিজম ইনডেক্স রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এও বলা হয়েছে ভারত-পাক সীমান্তে এর রমরমা বেশি। রিপোর্টে উল্লেখ না থাকলেও ওয়াগা-র পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে ঘটে যাওয়া একের পর এক কাণ্ডে বলা যায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকাও কোনো অংশে কম যায় না। বিভিন্ন হামলা ৪৩টি পৃথক জঙ্গি সংগঠন দ্বারাই ভারত-সহ অন্যত্র হয়েছে বলে জানা যায়। এদের নেপথ্যে রয়েছে ইসলামিক সংগঠন, বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন এবং মার্কসীয় সংগঠন। ২০১৩-তে অন্য পাঁচটি দেশে যে হামলা চলেছে তাতে ওইসব দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ নিহত হয়েছে এই তিন সংগঠনের সন্ত্রাসবাদী হামলায়। বিশ্বের সব থেকে বেশি হামলা যে দেশে হয়েছে তা হলো ইরাক। ২০১২ এবং ২০১৩-এর মধ্যে ইরাকে মৃতের সংখ্যা ১১,১৩৩ থেকে বেড়ে ১৭,৯৫৮-তে গিয়ে পৌঁছেছে। অন্যদিকে ভারতে ২০১২-এর তুলনায় ২০১৩-তে হামলার সংখ্যা ৫৫ গুণ বেড়েছে। কিন্তু এই সমস্ত হামলা ঘটানোর জন্য তেমন কোনো মারণ অস্ত্রের ব্যবহার হয়নি। তা সত্ত্বেও ২০১৩-তে হামলার ঘটনা ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। মার্কসীয় মাওবাদী সংগঠনের হামলায় ২০১৩-তেই মৃত্যু হয়েছে ১৯২ জনের যা সারাদেশে সন্ত্রাসবাদী হামলায় মোট নিহতের সংখ্যার অর্ধেক। প্রধানত সন্ত্রাসবাদী হামলার নেপথ্যে রয়েছে ইসলামিক সংগঠনগুলি। যার মধ্যে ৪টি প্রধান— আলকায়দা, বোকো হারাম, আই এস আই এস এবং তালিবানী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। ২০১৩ সালে যে ৬৬ শতাংশ মানুষ নিহত হয়েছিল তার জন্য এই নরখাদক সংগঠনগুলিই প্রধানত দায়ী।

সংবাদ প্রতিবেদন

কাশ্মীরি পণ্ডিত ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধিতে উপত্যকা জয়ের ছক বিজেপি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত দু' বছরে অভিবাসী কাশ্মীরি ভোটদাতার সংখ্যা বেড়েছে ২৭ শতাংশের বেশি। আরো তাৎপর্যপূর্ণ এবছর লোকসভা নির্বাচনের পর এই সংখ্যা বেড়েছে ৪.৬৫ শতাংশ হারে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে উদ্ধৃত করে একটি দৈনিক সংবাদপত্র সূত্র জানিয়েছে, ২০০৮-এ অভিবাসী কাশ্মীরি ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ৭২ হাজার ৭৯৩ জন। এবছরের লোকসভা নির্বাচনের আগে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৮৮ হাজার ৮০২-এ। আর গত ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত তা এসে ঠেকেছে ৯২ হাজার ৯৩৪-এ। মূলত সচেতনতা কর্মসূচি ও ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তকরণের প্রক্রিয়া সহজ করার সুফলই মিলেছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন। সূত্রের খবর, ৩০ অক্টোবরের পর এই সংখ্যাটা আরো হাজার-দেড় হাজার বাড়তে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে যে কেন্দ্রগুলিতে ভোট হতে চলেছে সেখানে নতুন ভোটার নথিভুক্তিকরণের কাজ আপাতত বন্ধ হয়ে গেলেও পরবর্তী পর্যায়ের নির্বাচন কেন্দ্রগুলিতে এই কাজ এখনও অব্যাহত রয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন ইতিপূর্বে নতুন ভোটার রেজিস্ট্রেশনের শেষ দিন হিসেবে ১৫ অক্টোবর ধার্য করেছিল। পরবর্তীকালে অভিবাসী কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার হিড়িক দেখে কেন্দ্র হিসেবে ভোটের দশদিন আগে অবধিও এই নাম তোলা যেতে পারে বলে কমিশন নিদান দিয়েছে। যার অর্থ হাব্বা কাদাল, আমিরা কাদাল, খানিয়ারের মতো কাশ্মীরি পণ্ডিত অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে এ ধরনের ভোটদাতার সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল। কারণ আগামী ১৪ ডিসেম্বর এখানে ভোট হবে। কমিশন সূত্রের খবর, কাশ্মীর উপত্যকা থেকে বিতাড়িত হবার পর বহু পণ্ডিত-ভোটার ভারতের নির্বাচন সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। নির্বাচন আধিকারিকের শুধু এঁদেরকেই নয়, এঁদের উত্তরাধিকারী হিসেবে আধুনিক প্রজন্মকেও ভারতের নির্বাচনে প্রক্রিয়ায় যোগদানের গুরুত্ব বোঝান। চণ্ডীগড় এবং পাঞ্জাব ও হরিয়ানার সংযুক্ত এলাকায় এঁদের একটা বিশাল সংখ্যা থাকতো, যাঁরা সেখানে জম্মু ও কাশ্মীর গৃহ নির্মাণ করে সেখানেই থাকতেন। এঁরা সকলেই কমিশনের সচেতনতা প্রচারে সাড়া দেওয়া দেশের নাগরিক। কেবলমাত্র অভিবাসী কাশ্মীরি পণ্ডিতদের জন্যই বিশেষ ভাবে ২৬টি বুথের ব্যবস্থা করেছে কমিশন। যা গত লোকসভা নির্বাচনের থেকেও আটটি বেশি। এর মধ্যে চারটি দিল্লীতে, জম্মুতে ২১টি ও বাকি একটি উধমপুরে। এছাড়াও প্রতিটি কেন্দ্রেই এঁদের নিজস্ব এলাকায় ভোটদানের সুবিধে-সুযোগ থাকছে। সেইসঙ্গে পথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে ডাক-ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন।

ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য সারবন্দী কাশ্মীরি পণ্ডিত।

কাশ্মীরি পণ্ডিত ভোটারের সংখ্যাবৃদ্ধি

সময়	ভোটার-সংখ্যা
৩০ অক্টোবর, ২০১৪	৯২,৯৩৪
২০১৪ (লোকসভা ভোট)	৮৮,৮০২
২০১৩	৮৩,২১৪
২০১২	৮০,৩২৯
২০০৯	৭৬,১১৬
২০০৮	৭২,৭৯৩

যদি উপত্যকায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ভোট বয়কটের ডাক সফল হয়, তাহলে এই অভিবাসী পণ্ডিতরাই সেখানে বিশেষ করে হাব্বা কাদাল, আমিরা কাদাল কিংবা খানায়ার-এর মতো কেন্দ্রগুলিতে মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হবেন। এগুলি সবই শ্রীনগর জেলার মধ্যে পড়ছে। ২০০৮-এ ন্যাশানাল কনফারেন্স ও কংগ্রেস প্রার্থীরা ওই আসনগুলিতে জিতেছিলেন। এঁদের সর্বোচ্চ ব্যবধান ছিল মাত্র ৬৩১৪ ভোট। তাই কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ভোট এবার বিজেপি-র বাক্সে গেলে কংগ্রেস-ন্যাশানাল কনফারেন্স খালি হাতেই ফিরবে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। এমনও মনে করা হচ্ছে, সুদীর্ঘকাল মুসলমান ভোট-ব্যাঙ্কের স্বার্থে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ওপর অন্যায়-অবিচার করে এসেছে রাজ্যের শাসকদল, এবার তার মধুর প্রতিশোধ নেবেন পণ্ডিতরা। তাই কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ভোটার তালিকায় সংখ্যা বৃদ্ধি ন্যাশানাল কনফারেন্স, কংগ্রেস, পিডিপি-র মতো দলগুলির কপালে ভাঁজ ফেলেছে।

দিল্লীতে ওয়ার্ল্ড হিন্দু কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ “সারা পৃথিবীকে মানবতার বাণী শোনানোর দায়িত্ব সবসময় ভারতের ওপরই রয়েছে এবং এর প্রয়োজন সবসময় থাকবে।” —গত ২১ নভেম্বর দিল্লীতে ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফাউন্ডেশন আয়োজিত ওয়ার্ল্ড হিন্দু কংগ্রেসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সুর এভাবেই বেঁধে দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। পৃথিবীর ৫৪টি দেশ থেকে আসা হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিদের সামনে শ্রীভাগবত বলেন, বিশ্বকে পথনির্দেশ করার জন্য এক সমাজ, এক দেশ ও এক রাষ্ট্ররূপে সামর্থ্যশালী ভারতের প্রয়োজন আছে। হিন্দুদের পুনরুত্থান কারো বিরোধিতা করার জন্য নয়। ব্যক্তিবাদী, জড়বাদী ও সমাজবাদী চিন্তাধারা বিশ্বকে কিছুই দিতে পারেনি। তাই আজ পৃথিবীর মানুষ ক্লান্ত হয়ে হিন্দুজ্ঞান ও পরম্পরার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। যোগ্যরূপে হিন্দু সমাজকে তৈরি হওয়ার চিন্তাভাবনা করার জন্য এই বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন।

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সামনে বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাইলামা নিজেকে ভালো হিন্দু হিসেবে ঘোষণা করে বলেন, হিন্দু এবং বৌদ্ধ দুই ভাই-য়ের মতো। ভারতের প্রাচীন জ্ঞান এবং পূর্ণাঙ্গ দর্শন (Philosaphy) সারা বিশ্বকে মানবতার শিক্ষা দিতে সমর্থ। তিনি জোর দিয়ে বলেন, দুনিয়ায় এখন অহিংসা ও ধর্মীয় সহাবস্থানের শিক্ষা খুবই জরুরি।

CONGRESS 2014

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করছেন দলাই লামা। বাঁ দিকে মোহন ভাগবত ও অশোক সিংঘল।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মার্গদর্শক অশোক সিংহল অজেয় হিন্দু সমাজ নির্মাণে পরিষদের সংকল্পের উল্লেখ করে বলেন, ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে। সে দিনটি ঋষি অরবিন্দের জন্মদিন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যে, ভারত শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেল, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার জন্য আরও বড় সংঘর্ষ করতে হবে। পরিষদ সেই লক্ষেই গো-রক্ষা, গঙ্গা, একল বিদ্যালয় এবং শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে অজেয় হিন্দুশক্তি নির্মাণে সংকল্পবদ্ধ।

তিনি গর্বের সঙ্গে বলেন, পৃথ্বীরাজ চৌহ্বানের ৮০০ বছর পর হিন্দু স্বাভিমানসম্পন্ন ব্যক্তিরা ক্ষমতায় এসেছে। হিন্দুশক্তি হিংসকরূপে পৃথিবীতে কোনোদিন প্রমাণিত হয়নি ও হবেও না। তাঁর এই বক্তব্যে সভাগৃহ করতালি ধ্বনিতে ফেটে পড়ে।

ওয়ার্ল্ড হিন্দু কংগ্রেসে শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধি তথা নর্দার্ন প্রভিন্সের মুখ্যমন্ত্রী সিবি বিগ্নেশরণ জোর দিয়ে বলেন, ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞান এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়েছে।

সূত্রে খবর, দিল্লীতে বিশ্ব হিন্দু কংগ্রেসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা প্রতিনিধিরা ধর্মের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, কেনিয়া-সহ পৃথিবীর ৫৪ দেশের ১৭১ মতপথের প্রতিনিধি উপস্থিত হন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুগ্ম মহাসচিব স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলেন, ওয়ার্ল্ড হিন্দু কংগ্রেস বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষের একটা পূর্ব নির্ধারিত কার্যক্রম।

মাঝখানে দলাই লামা। তাঁর হাত ধরে মোহন ভাগবত ও অশোক সিংঘল।

ভাইয়েরা পুলিশকে চমকাচ্ছে আর দিদি সর্বত্র চক্রান্ত দেখছেন

মধ্য কলকাতায় দলীয় সমর্থকদের সশব্দ মিছিল করে বিজেপি-র চক্রান্তের বিরুদ্ধে দিদির চমকানোর অভিযান শুরু হয়েছে। চলবে পুরসভা এবং রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন পর্যন্ত। দিদি অনেক কিছু বলছেন। ভবিষ্যতেও অনেক কিছুই বলবেন। তাঁর বচনামৃতের অধিকাংশই অসংলগ্ন প্রলাপ। তাঁর বচন শুনে বোঝা যায়, পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায় কথাটা একেবারে খাঁটি সত্য। দিদি নিজ দলীয় সভায় পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতাকে 'শালা' সম্বোধন করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনো বাঙালি মহিলাকে গালি দেওয়ার জন্য 'শালা' শব্দটি ব্যবহার করতে শুনিনি। দিদি বিজেপি-র নেতাদের সঙ্গে শ্যালক সম্পর্ক পাতিয়েছেন, কারণ তিনি ভয় পেয়েছেন। তাঁর ভক্তশিষ্য মদন মিত্র ডাক্তারবাবুদের বলেছেন, 'আমাকে সব সময় আতঙ্ক তাড়া করছে। কেবলি মনে হয় কেউ যেন গলা টিপে ধরতে আসছে।' দিদিও বিজেপি আতঙ্কে ভুগছেন। আর ভুগছেন বলেই অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছেন। যেমন, খাগড়াগড়- কাণ্ডের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দায়ী। প্রধানমন্ত্রীর অফিসের নির্দেশে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' সেখানে বোমা রেখে এসেছিল রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে।

অর্থাৎ দিদি সর্বত্র চক্রান্ত দেখছেন। চক্রান্তের আতঙ্কে দিদির আহার নিদ্রা সবই গেছে। তাই দিদির পালস্ রেট ৪০-৪৪-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করে। এই অবস্থায় মঞ্চে, রাজপথে, নবান্নে দাপিয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়। অথচ দিদি দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করছেন। বলছেন, বিজেপি-কে তিনি একাই চমকাবেন। নাড়ির স্পন্দন যদি এতটাই কম হয় তবে তিনি একাই চমকাবেন কীভাবে।

গূঢ়পুরুষের

কলম

আসলে দিদি নাটক করতে ভালবাসেন। নাটকের প্রয়োজনে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা অবিরাম বলে চলেছেন। মিটিং মিছিল করে চলেছেন। দলীয় সমর্থকদের চাঙ্গা করতে ভোকাল টনিক সেবন করাচ্ছেন। কিন্তু সমস্যা হয়েছে অন্যত্র। গত বছর দলীয় মিছিলে সমর্থক আনতে মাথা পিছু ৮০ থেকে ১০০ টাকা লাগছিল। তখনও সারদার টাকা হাতে ছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পালটেছে। এখন আর 'লাগে টাকা দেবে সুদীপ্ত সেন' এমন অবস্থা নয়। সি বি আইয়ের গোয়েন্দারা যে ভাবে নজরদারি করছেন তাতে লুকানো টাকা বার করে মিটিং মিছিলের খরচ করাটা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ মিছিলে হাঁটলে মাথা পিছু টিফিন নিয়ে খরচ ২০০ টাকা। তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় আদর্শ বা নীতি বলে কিছুই নেই। তাই দলের আদর্শ রক্ষার জন্য জান লড়িয়ে দেওয়ার লোক নেই। দলের সমর্থকরা সকলেই দিদির মন্ত্রে দীক্ষিত। তারা একটা কথাই জানে, সব এলোমেলো করে দে দিদি লুটেপুটে খাই। তারা দিদিকে ভালবাসে, কারণ লুটেপুটে খেলে বাহবা পাওয়া যায়। দিদি চমকাবার নীতিতে বিশ্বাসী। তাঁর ভায়েরাও থানায় ঢুকে পুলিশকে চমকাচ্ছে। পুলিশ টেবিলের তলায় লুকিয়ে আত্মরক্ষা করছে। দলের মনিরুল, অনুব্রত, তাপস পালেরা বুক বাজিয়ে বলছে আমাদের বিরোধিতা করলে পায়ের তল দিয়ে প্রাণে মেরে দেব। ইচ্ছা হলে পুলিশকে বোমা মারবো। দলের সাঙাৎদের দিয়ে রেপ করিয়ে দেব। দিদির অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত না হলে এতসব মূল্যবান কথা বা কাজ করা যায়? কিন্তু সবাইতো আর দলের নেতা নয়। দলের ৯৯ শতাংশ কর্মী দিদির গ্যাসে বিশ্বাসী নয়। তারা ক্যাশ চায়। ফেলো কড়ি তবে মিছিলে যাবো। এদিকে কড়িতে টান ধরেছে। তাই জেলায় জেলায় তৃণমূলের মিছিলের ভিড় পাতলা হয়ে যাচ্ছে। দিদি মেজাজ হারাচ্ছেন। সর্বভারতীয় বামপন্থী ইংরেজি টিভি চ্যানেল সি এন এন — আই বি এনের মুখ্য-সঞ্চালক রাজদীপ সরদেশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার চলাকালে মেজাজ হারিয়ে দিদি তাঁর মাইক্রোফোন খুলে ফেলে মাঝপথে উঠে যাওয়াটা যে অসভ্যতা সে কথা বলবে কে? রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় দিল্লীতে তিনি এইভাবেই মুখ পুড়িয়ে ছিলেন। দিদি এখন দিল্লীতে বিজেপি বিরোধী ফেডারেল ফ্রন্ট গড়ার স্বপ্ন দেখছেন। তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি যে পরবর্তী লোকসভার নির্বাচনের আগে বিজেপি বিরোধী জোট হবে। কিন্তু সেই জোটে মমতাকে কেউ চাইবে না। কারণ তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। তিনি জোটের নেত্রী হলে সব এলোমেলো করে দেবেন। এই সার সত্যটা দেশের ছোট বড় সব দলের নেতারাই বুঝে গেছেন। প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডে বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনে সেখানের কোনো একটি দলও তৃণমূল নেত্রীর সংস্পর্শ সযত্নে এড়িয়ে গেছে। এরপরেও তিনি যখন বিজেপি বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ ফ্রন্টের কথা বলেন তখন তাঁর মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। ■

ওবামা হবেন অতিথি, একেই বলে ‘আচ্ছে দিন’

নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী
প্রধানমন্ত্রী,
৭, রেস কোর্স রোড, নয়াদিল্লী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনি দেখিয়ে দিলেন বটে। আপনার পূর্বসূরি অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে যেদিন পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন, সেদিন গোটা দেশ গর্বের সঙ্গে বলেছিল, ‘আমাদের হাতেও পরমাণু শক্তি’। এবার বারাক ওবামাকে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি করতে পেরে আপনি আরও একবার ভারতীয় স্বাভিমানকে শ্রদ্ধা জানালেন। অসংখ্য ভারতবাসীর পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন।

যদি কেউ ভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আমার দেশের প্রজাতন্ত্র দিবসের অতিথি হওয়ায় আমি আপ্লুত, তবে অত্যন্ত ভুল হবে। বরং অসংখ্য ভারতপ্রেমীর মতো আমার স্বাভিমানী হৃদয় আজ উৎফুল্ল। কয়েক মাস আগেও যে দেশ আপনাকে ভিসা দিতে রাজি ছিল না তারা আপনাকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে চূড়ান্ত আতিথেয়তা দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, আপনার আমন্ত্রণেও আন্তরিক সাড়া দিয়েছে। এখানেই গর্বের কারণ। এমন অহঙ্কার নিঃসন্দেহে আমার অলঙ্কার।

মনে আছে সেই সময়টা। ভারতের এক মুখ্যমন্ত্রীকে যখন সেদেশে যাওয়ার ভিসা দিতে অস্বীকার করেছিল আমেরিকা। কী অপরাধ তাঁর, না কিছু অভিযোগ? আর যে অভিযোগের জন্য আমার দেশের সর্বোচ্চ আদালত, পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ভারতের শীর্ষ আদালত ক্লিন চিট দিয়েছে। সেই খবর নিয়ে কত মুখোরোচক টিপ্পনী শুনেছি তখন। কিন্তু আপনি তো ভারতীয় গণতন্ত্রের এক প্রতিনিধি। তাঁকে ভিসা দিতে অস্বীকার করার জন্য গোটা দেশের যখন আমেরিকার নিন্দা করার দরকার ছিল তখন ‘দেখ কেমন লাগে’ মার্কা রোয়াকি আচরণ করে গেছে দেশের তাবৎ অবিজেপি রাজনৈতিক দলের নেতারা।

গোটা দেশ দেখেছে আপনি অবশ্য ভিসার জন্য লালায়িত ছিলেন না। বরং আপনার গর্বিত ঘোষণা— আজ আমেরিকা ভিসা দিচ্ছে না কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন ভারতের ভিসা পাওয়ার জন্য লাইন পড়ে যাবে। কিন্তু সেই ‘আচ্ছে দিন’টা যে এত তাড়াতাড়ি আসবে সেটা ভাবা যায়নি। সত্যিই আপনি কুর্নিশ পাওয়ার যোগ্য।

এখনও নানা জায়গায় নানা জনের প্রশ্ন শুনি, মোদীজী তো অনেক বলেছিলেন কিন্তু আচ্ছে দিন এল কোথায়? তাদের জন্য বলি, ‘আচ্ছে দিন’ মানে শুধু ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠীর আরাম পাওয়ার দিন নয়। ভারতের আসল ‘আচ্ছে দিন’ হলো, জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন ফিরে পাওয়া। প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে অতিথি করে নিয়ে আসাটা সেই লক্ষ্যে এক বড় সাফল্য।

প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রতি বছরই কোনো রাষ্ট্রপ্রধানকে অতিথি করা হয়। তাদের সামনে প্রদর্শিত হয় ভারতীয় সেনার দক্ষতা ও শৌর্য। ১৯৫০ সালে প্রথমবার অতিথি হন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ। সাধারণত দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও বিশ্ব রাজনীতির গতিপ্রকৃতি অনুসারেই অতিথি-দেশ নির্বাচন হয়। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সাধারণত নন অ্যালাইনড মুভমেন্ট কিংবা ইস্টার্ন ব্লক বা ন্যাটো অন্তর্ভুক্ত দেশের প্রধানদের অতিথি করা হয়। গতবার আসেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু বিশ্ব রাজনীতিতে গত কয়েক দশকে বড় দাদা হয়ে ওঠা আমেরিকার কোনো অতিথি কখনোই আসেননি প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে। আপনি সেটা করে দেখালেন।

তবে সমালোচকের অভাব নেই এদেশে। অনেকে বলবেন এটা দাদাকে খুশি করার চেষ্টা নয়তো! তাঁদের মনে রাখা দরকার, একদিন ভিসা দিতে না চাওয়া আমেরিকা সবার আগে আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে যায়। এরপর সদ্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে ভারতের দাবি ‘বড় দাদা’ আমেরিকাকে মানতে বাধ্য করিয়েছেন আপনি। এবার সেদেশের প্রেসিডেন্টকে নিয়ে আসছেন। সত্যিই এক নাটকীয় বদলা। মাফ করবেন, আপনি না ভাবলেও অনেক ভারতবাসীর মতো আমিও এটাকে বদলাই ভাবছি।

শপথগ্রহণের দিন পাকিস্তান-সহ প্রতিবেশী দেশের প্রতিনিধিদের হাজির করেই আপনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কেমন হবে ‘আচ্ছে দিন’-এর বিদেশনীতি। আর তা যে সাফল্য পেয়েছে তার উদাহরণ তো আপনার একের পর এক বিদেশ সফরের সাফল্যই বুঝিয়ে দিচ্ছে।

সেদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে খুব ভালো জায়গায় নেই বারাক ওবামা। তাঁর মেয়াদ আর মেরেকেটে দু’বছর। আর তার রাজত্বের মধ্যেই আমেরিকার ম্যাডিসন স্কোয়ার যেভাবে আপনি মাতিয়ে দিয়ে এসেছেন তাতে আমেরিকার এখন বেশি তাগিদ ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরির। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার আগ্রহ তাদেরই বেশি। সেটা বুঝে সত্যিই আপনি মোক্ষম চাল দিয়েছেন। সেলাম নেবেন।

— **সুন্দর মৌলিক**

পশ্চিমবাংলার পাট চাষ ও পাটশিল্পের নাভিশ্বাস

এন. সি. দে

এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় ভারতবর্ষের পাট চাষ এবং পাট শিল্পের ইতিহাসে পশ্চিমবঙ্গের অবদান বিশ্ববিশ্রুত। পাট চাষ ও পাট শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ এখনও শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। যদিও এখন পাট চাষ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিহার, ওড়িশা, অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যেও হচ্ছে। তবে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে পশ্চিমবঙ্গই ভারতে পাট উৎপাদনে সিংহভাগের ভাগীদার। মোট উৎপাদনের ৭৫ শতাংশই হয় এই রাজ্যে। এটা যদিও এক বেদনাময় সত্য যে ভারত-ভূমি ভাগের সঙ্গে সঙ্গে পাট-চাষের ভূমিও ভাগ হয়ে গিয়েছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গের মধ্যে। এর ফলে মোট পাট উৎপাদনেই যে ভারত মার খেয়েছিল শুধু নয়, পাটের সূক্ষ্ম তন্তু উৎপাদনের গুণমানের দিক থেকেও ভারত মার খেয়েছিল। পূর্ববঙ্গ হলো নদীমাতৃক অঞ্চল। খরতোয়া নদীর জলে নিমজ্জিত পাট থেকে স্বর্ণালি তন্তু সহজেই পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে সেই পাট নিমজ্জিত করা হয় রাস্তার ধারের জলাভূমি বা পচা ডোবায় যেগুলিতে জল প্রবহমান নয়।

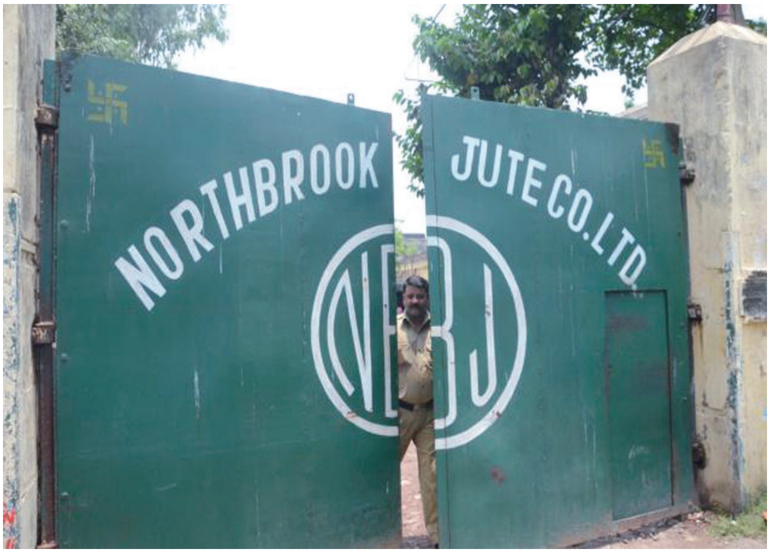

দেশভাগের পরের পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্প :

এটি একটি হৃদয়বিদারক লজ্জাকর সত্য যে ১৯৪৭ সালের পর থেকে প্রথম ৩০ বছরের কংগ্রেস শাসন, পরের ৩৪ বছরের বাম শাসন এবং বর্তমান তৃণমূল সরকারের আমলেও পাট চাষ এবং পাট শিল্প নিয়ে কোনো আধুনিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লেশ মাত্র প্রচেষ্টাও হয়নি। তবে সরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ার কার্পণ্য কিন্তু কেউই করেনি। তাই ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া, জুট মার্কেটিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল, এন. জে. এম. সি প্রভৃতি সরকারি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পাটজাত দ্রব্যকে আন্তর্জাতিক বাজারে যোগ্য প্রতিযোগী হিসাবে গড়ে তোলার শুভ উদ্যোগ কেন্দ্র বা রাজ্য কেউই দেখায়নি। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এই দীর্ঘ সময়কাল ধরে পাটশিল্পের সঙ্কট চলতে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আজ পর্যন্ত কিন্তু কোনো সদর্থক পাটশিল্প-নীতিই গ্রহণ করা হয়নি। কেন্দ্র কিংবা রাজ্য কোনো পক্ষ থেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটিকে শিল্পের মর্যাদাও দেওয়া হয়নি। উভয় সরকারই এই ক্ষেত্রটিকে মূলত শ্রম দপ্তরের অধীনেই রেখেছে। কারণ উভয়েরই ধারণা এই ক্ষেত্রটির সমস্যা শুধু শ্রম-বিরোধ সমস্যা। শিল্পোন্নয়নের কোনো সমস্যা নেই। কি কেন্দ্রে, কি রাজ্যে— পাট মন্ত্রক বা পৃথক পাট দপ্তরও নেই।

স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস সরকার তাদের শিল্প-নীতিতে রাশিয়া নির্দেশিত ভারী শিল্প বিকাশের উপরই অধিক গুরুত্ব দেয়। ফলে কৃষি ও কৃষি শিল্প হয় চরম অবহেলার শিকার। বছরের পর বছর ধরে চলে এই অবহেলা। প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিসংখ্যান তার প্রমাণ। প্রথম পরিকল্পনার দশক (১৯৫১-৬১) কৃষি উন্নয়ন হয় ৩.৩ শতাংশ, দ্বিতীয় দশকে (১৯৬১-৭১) হয় ২.২ শতাংশ এবং তৃতীয় দশকে (১৯৭১-৮১) কৃষি উন্নয়ন তলানিতে ঠেকে হয় ১.৭ শতাংশ।

ভারতীয় অর্থনীতির মূল শক্তি কৃষি। ভারতীয় অর্থনীতির উত্থান পতন কৃষির উত্থান-পতনের সঙ্গে যুক্ত। এই কৃষি অর্থাৎ পাটচাষ প্রথমে হয় রাজনীতির শিকার অর্থাৎ দেশভাগের ফলে পাট উৎপাদন পরিমাণগত এবং গুণমানগত উভয়ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরকারের অর্থনৈতিক অপদার্থতা। এই অপদার্থতার জন্য ভারতীয় পাট ও পাটশিল্প দ্রব্য হারিয়েছে রপ্তানি বাজার। তৃতীয় কারণ উদার অর্থনীতি গ্রহণ। এর ফলে একদিকে যেমন দেশীয় দ্রব্যের উপর থেকে ভরতুকি তুলে দিয়ে দাম বাড়ানো হয়েছে, অপরদিকে বাংলাদেশি পাট

ও পাটজাত দ্রব্যের উপর থেকেও তেমনি আমদানি শুল্ক তুলে দেওয়ায়, ভারতের বাজার বাংলাদেশি দ্রব্যে ভরে গেছে। শেষ আঘাতটি এসেছে সস্তা সিন্থেটিক বস্তা তৈরির ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। এদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে কেন্দ্রীয় সরকার যদিও জুট প্যাকেজিং ম্যাটিরিয়ালস (জে পি এম) অ্যাক্ট তৈরি করে ১৯৮৭ সালে— উদ্দেশ্য খাদ্যদ্রব্য প্যাকেজিং-এ চটের থলে ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা। কিন্তু সিন্থেটিক লবি তাদের প্রভাব খাটিয়ে নানান অজুহাত দেখিয়ে এই আইনকে পাশ কাটিয়ে আলু, পেঁয়াজ, চিনি, গম ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য প্যাকেজিং-এ দেদার সিন্থেটিক বস্তা ব্যবহার করাচ্ছে। পাটকলগুলোর যেখানে ১০০ শতাংশ চটের বস্তার বরাত পাওয়ার কথা, সেখানে তারা আজ মাত্র ২০ শতাংশ বরাত পাচ্ছে। এর ফলে পাটকলগুলো উৎপাদন কমাতে বাধ্য হচ্ছে। হচ্ছে কর্মী ছাঁটাই। এই উৎপাদন কমানোটাকেই আবার স্বার্থান্বেষী আমলার দল চটের বস্তার অভাবের কারণ দেখিয়ে সিন্থেটিক বস্তাকে বাজারে ঢোকানোর রাস্তা করে দিচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের জুট মিলগুলোর অবস্থা :

চটের থলের অভাব দেখিয়ে এভাবে পলিথিন ব্যাগের অর্ডার দিচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও। এর তীব্র প্রতিবাদ করেছে ইন্ডিয়ান জুট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা। তাঁরা বলেছেন, এসব মিথ্যে; পলিথিন ব্যাগ চালানোর অজুহাত মাত্র। ভারতীয় জুট মিলগুলির যথেষ্ট উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে ভারতের সমস্ত খাদ্যদ্রব্য প্যাকেজিংয়ের জন্য চটের বস্তা সরবরাহের। সারা ভারতে রয়েছে ৮৪টি কম্পোজিট জুট মিল, তার মধ্যে ৬৪টিই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এই মিলগুলোর সর্বমোট বাৎসরিক ব্যবসার পরিমাণ ১৪ হাজার কোটি টাকা; মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১৬ লক্ষ মেট্রিক টনের মতো। রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বার্ষিক ২০০০ কোটি টাকা। দীর্ঘ কংগ্রেসী শাসনে জাতীয় শিল্পনীতি-বিরোধী অবস্থানের জন্য দেশের রপ্তানি বাণিজ্য ধ্বংস হয়েছে। পাটশিল্পে তারই প্রভাব পড়েছে। আই জে এম-র মতে শুধুমাত্র ৮০ শতাংশ চটের বস্তার বরাত পলিথিন ব্যাগ কোম্পানিগুলো বাগিয়ে নেওয়ায় জুট মিলগুলোর ক্ষতি হয়েছে ১ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা। কংগ্রেস সরকারের শেষ ছ'মাসে চটের বস্তার বরাত প্রায় তলানিতে ঠেকেছিল।

পাট চাষি ও পাটকল শ্রমিকদের দুরবস্থা :

পাট চাষি ও পাটকল শ্রমিকদের অবস্থা আজ এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যে রাজ্য সরকারগুলি, বিশেষ করে পাঞ্জাব সরকার বরাত দেওয়া বন্ধ করে দিলেই এরা ভিখারিতে পরিণত হবে। কিন্তু সবকটি রাজনৈতিক দল চালিত রাজ্য সরকারগুলির কোনো হেলদোল নেই যে পাট কলগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সরাসরি প্রায় ৩.৭ লক্ষ কর্মচারী, তাদের পরিবার মিলিয়ে সংখ্যাটা ৪০ লক্ষ। চাষবাস কিংবা পাট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সংখ্যাটা দাঁড়াবে আরো কয়েক লক্ষ। বলা যেতে পারে পাট শিল্পই ভারতের বেকার যুবকদের, বিশেষ করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পিছিয়ে পড়া অশিক্ষিত, অদক্ষ যুবকদের বাঁচিয়ে রেখেছে। সুতরাং পাটশিল্পের সামাজিক গুরুত্ব গ্রাম্য অর্থনীতিতে অপরিসীম— একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

পাটশিল্পের পরিবেশ রক্ষার ভূমিকা :

পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে মারাত্মক যুক্তি হলো এটিই। পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে যেসব মান রক্ষার কথা বলা হয় তার সব ক'টিই জুট প্যাকেজিং-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; যেমন এটি প্রাকৃতিক কৃষিজাত দ্রব্য, পরিবর্তনশীল, পচনশীল, তাই পরিবেশ বান্ধব। পাটের ক্যালোরিফিক ভ্যালু কয়লার মতো। পাটের বস্তাতে রয়েছে ৪০ শতাংশ কার্বন। প্রতি হেক্টরে চাষ করা পাটগাছ ১৫ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুষে নিতে সক্ষম, আর এর ১২০ দিনের জীবন চক্রে দিতে পারে ৯.৯ মিলিয়ন টন অক্সিজেন। গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ধ্বজাধারী শক্তিধর প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত দেশগুলোর কার্বন-ডাই-অকসাইড দূষণের বিরুদ্ধে গলাবাজির পরিপ্রেক্ষিতে পাট চাষকে এবং পাটের বস্তা তৈরির শিল্পকে কার্বন-ফ্রি হিসাবে ঘোষণার দাবি করাই যেতে পারে। এছাড়াও পাটগাছের শুকনো পাতা থেকে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম পাওয়া যায়, যা দিয়ে তৈরি হতে পারে সার। এতে অজৈব সার তৈরির খরচ যেমন কমবে, তেমনি বাঁচবে আমাদের মাটি রাসায়নিক প্রয়োগ থেকে। পরিবেশ রক্ষায় চটের বস্তার পিছনে খরচ পলিথিন ব্যাগের চেয়ে ৯ গুণ কম। তাই পলিথিন ব্যাগ সস্তা এ যুক্তি সত্য নয়। পলিথিন ব্যাগের পরিবেশ দূষণের মাত্রা অনেক বেশি। পাটের ক্ষেত্রে শুধু জল ছাড়া আর কিছুই দূষিত হয় না।

পাটশিল্পের স্বর্ণালি ইতিহাস :

পাটশিল্পের ইতিহাসও শতাধিক বছরের পুরনো। ভারতে প্রথম জুট মিল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে। ১৯৪০ খৃস্টাব্দের মধ্যেই গড়ে ওঠে ৬৮,৩৭৭টি লুম, যার রপ্তানি ক্ষমতা ছিল এক কোটিরও বেশি বোনা কাপড় এবং ৪৫০ মিলিয়ন ব্যাগ।

হারানো গৌরবের ইতিহাস :

জাতীয় শিল্প গড়ার তীব্র বিরোধী সাম্রাজ্যবাদের দোসর কংগ্রেস দলের দীর্ঘ শাসনে ভারতীয় পাটশিল্প হারিয়েছে তার গৌরব। একদিকে কৃষিকে করেছে অবহেলা, যার ফলে পাট চাষে লাগেনি আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া। উল্টো দিকে, পাটশিল্পকে দেয়নি জাতীয় আত্মনির্ভরতার গ্যারান্টি। অন্যদিকে শ্রমিক নেতাদের নষ্টামি-ভ্রষ্টামি তো রয়েছে। একদিকে মালিকদের অত্যাচার, অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ঠগবাজি। শ্রমিক নেতার ছেলে উকিল সেজে জুট মিল শ্রমিকদের কেস নিয়েই বড় হয়। হতভাগ্য শ্রমিকদের যে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। ডাঙ্গায় আছে বাঘ, জলে আছে কুমির। তাইতো দেখা যায় ব্যারাকপুরের ১২টি জুট মিল আর হাওড়ার ১৫টি জুট মিলের মিলিত প্রভিডেন্ট ফান্ড বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০৫,৪৪,৩৮,০০০ টাকায়। এই হিসাব ৩০ আগস্ট, ২০১৩ পর্যন্ত। ■

ভূ-স্বর্গ বিজয়ে বিজেপি-র রণকৌশল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বর্তমানে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় আসন সংখ্যা ৮৭। এই মুহূর্তে ন্যাশনাল কনফারেন্সের হাতে ২৮টি, পিডিপি-র ২১টি, কংগ্রেসের ১৭টি ও বিজেপি-র হাতে ১১টি আসন রয়েছে। অন্যারা গতবারে পেয়েছিলেন ১০টি আসন। কিন্তু এই লোকসভা নির্বাচনে ছবিটা আমূল পালটে গেছে। সব মিলিয়ে জম্মু- কাশ্মীরে ৩২.৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে বিজেপি। অন্যদিকে ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস জোট ৩৪ শতাংশ এবং পিডিপি ২০.৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। বিধানসভা আসনের পরিপ্রেক্ষিতে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ২৫টিতে, ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস জোট ১৭টি-তে ও পিডিপি ৪১টি-তে এগিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে উগ্রপন্থী- কবলিত কাশ্মীর উপত্যকা বরাবরই বিজেপি-র মাথাব্যথার কারণ। গত লোকসভা নির্বাচনে শুধুমাত্র কাশ্মীরের নিরিখে বিজেপি পেয়েছিল ১.৪ শতাংশ ভোট। পাশাপাশি তাদের থেকে এক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে ছিল ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস এবং পিডিপি। এদের প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল যথাক্রমে ৩৪.৪ শতাংশ এবং ৪৬.৩ শতাংশ। বিধানসভা আসনের নিরিখে বিজেপি গত লোকসভা নির্বাচনে একটিতে এগিয়ে না থাকলেও পিডিপি ৩৯টি-তে এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস জোট ৫টি-তে এগিয়ে ছিল।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি পিপল কনফারেন্সের নেতা সাজ্জাদ লোন।

এই তথ্য-পরিসংখ্যান এবং সাম্প্রতিকতম পরিস্থিতি বিচার করে বিজেপি-র থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক যে হিসেব করেছেন তাতে জম্মুর ২৮টি আসনের মধ্যে ২৫টি পাওয়ার সম্ভাবনা। অন্যদিকে লাদাখে ৩টি আসনেই জয়ের আশা করছেন তাঁরা। পাশাপাশি কাশ্মীরেও বর্তমানে জাতীয়তাবাদী হাওয়া প্রবল বেগে বইলেও তিন-চারটির বেশি আসন জয়ের সম্ভাবনা তাঁরা দেখছেন না। এই সব মিলিয়ে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় অন্তত ৩১-৩২টি আসন জয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী বিজেপি। কিন্তু ৪৪ 'ম্যাজিক ফিগারে' পৌঁছতে আরো যে ১২-১৩টি আসনের প্রয়োজন সে ব্যাপারে বিজেপি পাশে পেতে পারে কিছু আঞ্চলিক দলকে। বর্তমানে জাতীয় উন্নয়নের শরিক হতে যারা ঐকান্তিক আগ্রহী।

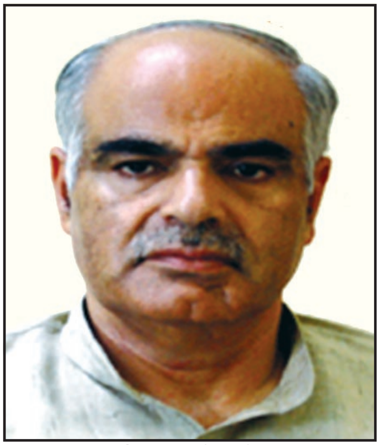

জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অশোক কাউল।

এই দলগুলির কিছু পরিচয় নিচে দেওয়া হলো :

আওয়ামি ইত্তেহাদ পার্টি : ২০১০-এ নির্দল বিধায়ক ইঞ্জিনিয়ার রশিদ এই দলটির প্রতিষ্ঠাতা। ল্যাংগেট ও সংলগ্ন এলাকায় এই দলটির বেশ প্রভাব রয়েছে।

পিপলস কনফারেন্স : সাতের দশকের শেষে এই দলটির জন্ম। বর্তমানে এর নেতা সাজ্জাদ গনি লোন। উত্তর-কাশ্মীরের কুপওয়াড়া জেলায় পাঁচটি বিধানসভা এলাকায় দলটির সমর্থন ভিত্তি রয়েছে।

পিপলস ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট : ২০০৮ সালে হাকিম ইয়াসিনের নেতৃত্বে এই দলের সূচনা। খান-সাহিব এবং তৎসংলগ্ন বেরওয়াহ ও বুদগামে এর প্রভাব আছে।

ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনালিস্ট পার্টি : ২০০৮-এ গুলাম হাসান মীর এই দলের জন্ম দেন। তনমার্গ বিধানসভায় এদের জনভিত্তি প্রশ্নাতীত।

কাশ্মীর ডেভলাপমেন্ট ফ্রন্ট : সদ্যোজাত এই দলটির প্রতিষ্ঠাতা প্রাক্তন আমলা ফারুখ রেনজু শাহ। প্রসঙ্গত, এর অন্যতম সহ-সভাপতি বরিষ্ঠ পিডিপি নেতা মুজফফর বেগের ভাই। বারামুল্লা জেলার তনংমার্গ-ক্যান্ডি এলাকায় ও শহরতলীতে এই রাজনৈতিক দলের প্রভাব যথেষ্ট পড়বে বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

জম্মু ও লাদাখে বিজেপি-র বিপুল

জম্মুতে বিজেপির জনসমাবেশের একাংশ।

জনপ্রিয়তা যেমন সন্দেহাতীত, উগ্রপন্থী কবলিত কাশ্মীরে বিজেপি-র জনপ্রিয়তা থাকলেও সাংগঠনিক দুর্বলতাও কিন্তু রয়েছে। উগ্রপন্থীদের হাত থেকে রেহাই পেতে সেখানকার শান্তিকামী নাগরিকরা এবার বিজেপি-র পাশেই দাঁড়াবেন বলে তথ্যাভিজ্ঞমহলের বক্তব্য। তাই রাজনৈতিকমহল মনে করছেন একদিকে যেমন এই নির্বাচন কাশ্মীর উপত্যকায় বিজেপি-র সাংগঠনিক শক্তি বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ ও ভালো জনভিত্তিকে কাজে লাগিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও এদের রাজনৈতিক মদতদাতাদের নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ারও সুবিধে রয়েছে। যার ওপরে রাজ্যের উন্নয়ন এবং সর্বোপরি দেশের নিরাপত্তা নির্ভরশীল বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। ■

সারণি-১

জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার বর্তমান চালচিত্র

মোট আসন—৮৭

দল	ন্যাশনাল কনফারেন্স	পিডিপি	কংগ্রেস	বিজেপি	অন্যান্য
আসনসংখ্যা	২৮	২১	১৭	১১	১০

সারণি-২

গত লোকসভার নিরিখে বিধানসভা : কাশ্মীর উপত্যকা

দল	বিজেপি	ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস	পিডিপি
ভোটের শতাংশ	১.৪	৩৪.৪	৪৬.৩
বিধানসভায় এগিয়ে	০	৫	৩৯

সারণি-৩

গত লোকসভার নিরিখে বিধানসভা : জম্মু ও কাশ্মীর

দল	বিজেপি	ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস	পিডিপি
ভোটের শতাংশ	৩২.৬	৩৪	২০.৫
বিধানসভায় এগিয়ে	২৫	১৭	৪১

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

‘বিজেপি ক্ষমতায় এলে জম্মু-র মানুষের উদ্বাস্তু তকমা মুছে দেবে’

> “একটি ইংরেজি দৈনিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানালেন বিজেপি-র রাজ্যসভার সাংসদ অবিনাশ রাই খান্না। দলের পক্ষ থেকে জম্মু-কাশ্মীর বিষয়ক দায়িত্বে তিনিই। সাক্ষাৎকারে বললেন জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার ৪৪ যাদু-সংখ্যা ছোঁয়ার লক্ষ্যের পরিকল্পনার কথাও।”

▯ **৪৪+ লক্ষ্য পূরণের পরিকল্পনা কীভাবে করেছেন?**

▯ আমরা ৪৪-এর থেকেও বেশি আসনে জিততে সমর্থ। ভারতবর্ষের মানুষের মতো জম্মু-কাশ্মীরের মানুষও বংশানুক্রমিক শাসন থেকে মুক্তি পেতে এবং উন্নয়ন চাইছেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই স্বল্প সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র মোদীর চার-চারটি জম্মু-কাশ্মীর সফর বুঝিয়ে দিয়েছে যে আমাদের দল এই রাজ্যকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে।

▯ **এই নির্বাচনে মুখ্যত কোন কোন বিষয়গুলিকে বিজেপি তুলে ধরছে?**

▯ প্রধানত দুর্নীতি এবং বাস্তবিক মাটিতে মানে কার্যক্ষেত্রে সরকারের অনুপস্থিতি। আমরা একই সঙ্গে মানুষকে বলবো যে বিজেপি সরকারে এলে রাজ্যবাসী শান্তি ও উন্নয়ন দেখতে পাবেন।

▯ **আপনি কি মনে করেন যে মুসলমানরা বিজেপি-কে ভোট দেবে?**

▯ অবশ্যই। শ’য়ে শ’য়ে মুসলমানেরা, তাঁদের মধ্যে অনেক বিখ্যাতও রয়েছেন, বিজেপি-তে যোগদান করছেন। কারণ মুসলমানেরা এখন বুঝেছেন যে অন্য রাজনৈতিক দলগুলি শুধুমাত্র ভোটের লোভে তাদেরকে ‘ব্যবহার’ করেছে এবং বিজেপি-ই একমাত্র দল যারা জাতি-বর্ণ-মত-কে প্রধান্য দেয় না।

▯ **সরকার গড়তে পারলে বিজেপি-র অ্যাজেন্ডা কি থাকবে?**

▯ আমরা পর্যটন শিল্পের উন্নতি ঘটাব এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াব। আমরা একইসঙ্গে জম্মুতে বসবাসকারী মানুষের ‘উদ্বাস্তু’ তকমা মুছে দেব। রাজ্যে দুর্নীতি-মুক্ত উন্নয়নের অংশীদার তারা হবে।

▯ **আপনারা তো এবারে ২০টির বেশি আসনে মুসলমানদের টিকিট দিয়েছেন?**

▯ এর মুখ্য কারণ হলো যে আমরা খুব ভালো সংখ্যায় মুসলমান-প্রধান আসনগুলিতে বিজয়ী হতে চাই। ■

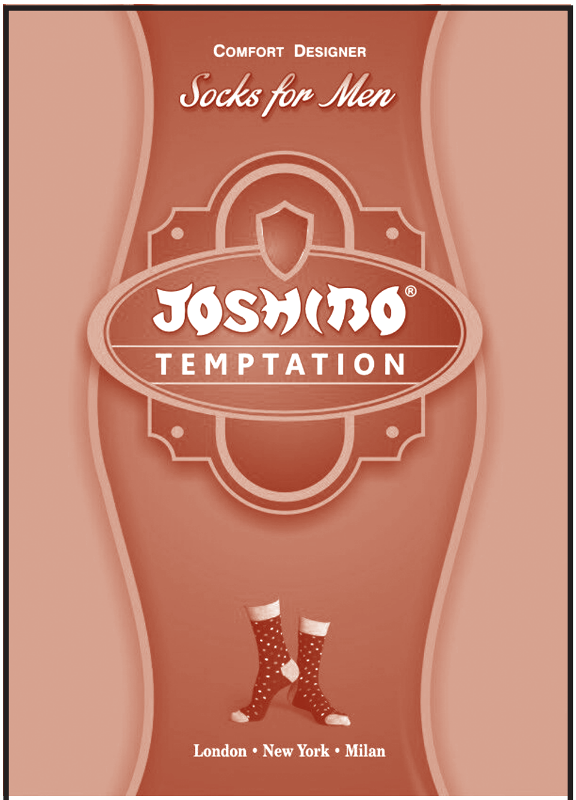

Sree Radhakrishna Store
Hosiery Manufacturers & Wholesellers
160, Mahatma Gandhi Road
Kolkata - 700 007
Mob. 9433013838, Ph. (033) 2268-4840

জাতীয় প্রয়োজনেই ‘মিশন কাশ্মীর’

হরি ওম

গত ২৩ জুন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শহীদ দিবসে ভারতীয় জনতা পার্টি নিজেদের একটি লক্ষ্য স্থির করে। সেই লক্ষ্য বা মহৎ আকাঙ্ক্ষাটি হলো ২০১৪-র জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে ৪৪+ আসনে জয়লাভ করতে হবে। জম্মুতে দলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এই লক্ষ্য স্থির করে দলের নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন যে জম্মু-কাশ্মীরের মতো স্পর্শকাতর সীমান্তবর্তী রাজ্যে চারটি মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিজেপি-র সরকার গঠন করা দরকার। প্রথমত, নেতিবাচক শক্তিগুলির যারা প্রতিনিধিত্ব করছে তাদের প্রভাব থেকে এই রাজ্যকে মুক্ত করতে হবে। যেমন, উপ-আঞ্চলিকতাবাদী, স্বায়ত্তশাসনপন্থী এবং নিশ্চিতরূপে সম্প্রদায়গত শাসনের ধ্বজাধারী এন সি (ন্যাশনাল কনফারেন্স), এদের মেকি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শরিক কংগ্রেস, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সওয়ালকারী ও জঙ্গিদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন পিপলস ডেমেক্রেটিক পার্টি (পিডিপি) এবং উপত্যকার বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলি। দ্বিতীয়ত, বিচ্ছিন্নতাবাদী, জনবিরোধী ও গণতন্ত্র বিরোধী ৩৭০ ধারা-সহ সংবিধান স্বীকৃত সকল শর্তগুলি যেগুলির কারণে সাংবিধানিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ভারতের সঙ্গে এই রাজ্যের সামগ্রিক সংহতির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলি বাতিল করা। তৃতীয়ত, জম্মু, কাশ্মীর ও লাদাখ— এই তিনটি অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ ঐক্যের সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং রাজ্যটি যাতে অটুট থাকে তা নিশ্চিত করা। আর চতুর্থটি হলো, জম্মু ও লাদাখের সঙ্গে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু, এস টি, ওবিসি এবং এস সি-র মতো অবহেলিত সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে শক্তিশালী করা এবং নিজদেশেই পরবাসী কাশ্মীরি হিন্দুদের তাদের নিজেদের বাসভূমিতে [ল্যান্ড অব বিতস্তা (ঝিলম্)] পুনর্বাসনের জন্য যথোপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

জম্মু-কাশ্মীরে বিজেপি-র জয়লাভ একটা জাতীয় প্রয়োজন এবং একই সঙ্গে সুশাসন ও সার্বিক উন্নয়নের জন্যও বটে। এগুলিই এখানে এবারের বিজেপি-র নির্বাচনী অভিযানের মূল ভাবনা। জম্মুর বিজেপি-র বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনার পরই এইরকম সামগ্রিক কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

₹15.00
Organiser
Vol. 66, No. 21, New Delhi: November 23, 2014 Margshirsh Shukla 1, Yugabd 5116
Know Your
Enemies
Restoring India's Crown
In J&K elections, the age old separatist and divisive politics is losing its credibility while issues of governance and development are taking the centre stage.

জম্মু-কাশ্মীরে পরবর্তী সরকার গঠনের ক্ষেত্রে বিজেপি-র ভাবনা-চিন্তার পেছনে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। জম্মু ও লাদাখে লোকসভার তিনটি আসনের তিনটিতেই জিতে এবং মোট প্রদত্ত ভোটের ৩২.৪ শতাংশ পেয়ে বিজেপি ইতিমধ্যেই একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। লোকসভা ভোটের নিরিখে ২৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে আর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আরও ১২টি বিধানসভা ক্ষেত্রে। অথচ গত ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের ৬টি লোকসভা আসনের ১টি-তেও বিজেপি জিততে পারেনি আর ২০০৮ এর বিধানসভা নির্বাচনে মাত্র ১২টি আসনে জিতেছিল এবং মোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ১২ শতাংশ পেয়েছিল।

কিন্তু ২০১৪-র নির্বাচনে বিজেপি বনাম বাকি সবাই। এছাড়াও এই নির্বাচনী অভিযানে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী ও দলের সভাপতি রাজনাথ সিং-কে তারা পাশে পেয়েছিল যাঁদের দূরদৃষ্টি, প্রেরণাযুক্ত, দক্ষ ও কার্যকর নেতৃত্ব জয়লাভের পথ সহজ করে দিয়েছিল। এই রাজ্যে বিজেপি-র সাফল্যের আরও একটি কারণ— দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো এখানেও কংগ্রেস ও তার শরিক এন সি এবং বিভিন্ন বিরোধীদলগুলির ক্রমহ্রাসমান জনপ্রিয়তা।

নির্বাচনে জেতার জন্য আটটি বিষয়ের প্রয়োজন— নেতৃত্ব, সংগঠন, আদর্শবাদ, দূরদৃষ্টি, ক্যাডার, পারস্পরিক বোঝাপড়া, কৌশল, পরিকল্পনা, দায়বদ্ধতা এবং জিতবই এই ভাবনা (killer's instinct)। ২০১৪-র যে নির্বাচনে বিজেপি অন্য সকলের তুলনায় অনেক বড় ব্যবধানে জয়লাভ করেছে তার কারণ এই বিষয়গুলির সুষ্ঠু সমন্বয়। সব ছদ্মবেশী ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিকে সম্পূর্ণরূপে হতাশ করে, এমনকী আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলিকে বিস্মিত করে বিজেপি ২৮২টি আসন দখল করল শুধু নয়, এই প্রথম একক শক্তিকে কেন্দ্রে সরকার গঠনও করল। বিজেপি-র এই জয়লাভ জম্মু-কাশ্মীরের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে শুধু হতবাক নয়, মনোকষ্টেরও কারণ হয়ে দাঁড়াল। এমনকী উপত্যকায় যারা বিধানসভার ৮৭টি আসনের মধ্যে ৪৬টি দখল করে আছে তাদের কপালেও চিন্তার ভাঁজ ফেলল।

এন সি যারা প্রদত্ত মোট ভোটের মাত্র ১১.১ শতাংশ (শরিক কংগ্রেস) এবং কংগ্রেস ২০ শতাংশেরও কম (শরিক এন সি) ভোট পেয়েছিল, এবারে বিধানসভা নির্বাচনে তারা আর নির্বাচন পূর্ববর্তী জোট বাধেনি। দু'টি দলই আজ জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। জনতার কাছে তাদের আর কোনো আকর্ষণ নেই। গত সেপ্টেম্বরে বন্যার সময়ে ও পরে এই জোট-সরকার যে চরম ব্যর্থতার নজির রেখেছে, তার ফলে এন সি এবং কংগ্রেস এই দুই দলের প্রভাব তলানিতে পৌঁছেছে। এটা যে বিজেপি-কে অনেকটাই সুবিধে করে দিয়েছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এর ফলে বিজেপি সম্ভবত জম্মু ও লাদাখের মোট ৪১টি আসনেই জয়লাভ করতে পারে।

রাজনৈতিক পণ্ডিতরা অবশ্য মনে করছেন, বিজেপি জম্মু ও লাদাখে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করলেও তাদের মিশন ৪৪+ অধরাই থেকে যেতে পারে। তাদের যুক্তি হলো কাশ্মীরের রাজনীতি জম্মু ও লাদাখের রাজনীতি থেকে ভিন্ন ধরনের। যেমন কাশ্মীর হলো মুসলমান অধ্যুষিত। কিন্তু ঘটনা হলো তাঁদের এই পর্যবেক্ষণ আজকের কাশ্মীরের বাস্তব অবস্থার দিকে তাকিয়ে নয়। মোদীর উপস্থিতি উপত্যকার নির্বাচনী গতিবিধিকে অনেকটাই পাল্টে দিয়েছে এবং তা এতটাই যে এন সি-র কার্যকরী সভাপতি তথা জম্মু-কাশ্মীরের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা, রাজ্যের গৃহ-দপ্তর যাঁর নিজের হাতেই আছে তিনিও প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে বিজেপি এবার উপত্যাকায় ৬টি আসনে জয়লাভ করতে পারে! তাহলে বিজেপি-র 'মিশন ৪৪+' আর বিস্ময়ের বলে মনে হবে না। সোপোর, আমির কাদাল, হাব্বা কাদাল, গণ্ডেরবাল, বীরওয়া, অনন্তনাগ, কারনাহ, কুলগাম, দেবসর-সহ কয়েকটি আসনে বিজেপি জয়লাভ করতে পারে।

উপত্যকায় এই ৬-৭টি আসনে বিজেপি-র জয়লাভের সম্ভাবনা ওমর আবদুল্লাকে এতটাই বিচলিত করেছে যে সৈয়দ আলি শাহ গিলানির মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের কাছে তিনি 'ভোট বয়কট' না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। ওমরের যুক্তি— ভোট বয়কট করলে প্রকারান্তরে তা বিজেপি-কেই সাহায্য করা হবে। আর তা যদি হয়, তবে উপত্যকায় বিজেপি-র উত্থানের জন্য তাঁরাই দায়ী থাকবেন। পিডিপি সভাপতি মেহেবুবা মুফতি প্রায় একই সুরে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানিয়েছেন। প্রকাশ্যেই বলেছেন, এবারে নির্বাচনী লড়াই হবে পিডিপি, বিজেপি, এন সি এবং কংগ্রেসের মধ্যে— অন্য আর কারোর সঙ্গে নয়। কাশ্মীর উপত্যকায় যে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে তা লক্ষণীয়। পিডিপি, উপত্যকার নাগরিকসমাজ, এমনকী সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী তথা কট্টর বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সাজ্জাদ লোন-এর বোন শবনম (Shabnam) লোন, বিলাল লোন জানিয়েছেন, উপত্যকায় বন্যাপীড়িতদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ যদি প্রধানমন্ত্রী মোদী স্বয়ং তদারকি করেন তাহলে ভালো হয়। এটা যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাবনা ও রাজ্যের কর্তৃত্বকেই অবজ্ঞা করা হবে— এই ভাবনাকে তাঁরা বাতিল করে দিয়েছেন। এ সবকিছুই সমগ্র বিষয়টাকে স্পষ্ট করে দেয় এবং হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের মতো জম্মু-কাশ্মীরেও বিজেপি-র জয়লাভের সম্ভাবনারই ইঙ্গিত করে।

(লেখক জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটি অব সোস্যাল সায়েন্সের প্রাক্তন ডিন এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ-এর প্রাক্তন সদস্য)

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই
ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর, মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

চিঠিপত্র

বৃদ্ধাশ্রম কি ভারতের সংস্কৃতি?

মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন তাদের আচরণটা শিশুসুলভ হয়ে যায়। তাঁরা তখন সকলের মাঝে হাসি, গল্প ও মজার সঙ্গে বাঁচতে চান। অন্ততপক্ষে তাঁদের সঙ্গে একটু ভালো করে কথা বলা, মাঝেমধ্যে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া এইটুকু করলেই তাঁরা খুশি। কারণ তাঁরাই তো আমাদের বাবা-মা, আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁরা কখনই সন্তানের কাছে অন্যায় আবদার করতে পারেন না। সন্তানের এতটুকু কষ্ট হোক তা তাঁরা কখনই চাইবেন না, বরং যতটা সম্ভব সাহায্য করতে চেষ্টা করেন। আর সেখানে আমরা তাঁদের বাড়তি বোঝা মনে করে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি।

বাড়ির বয়স্করা আমাদের ছাতার মতো। তাঁদের অসহায় অবস্থায় শুধুমাত্র কর্মব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে দূরে সরিয়ে দেওয়া কি ঠিক? যাঁদের হাত ধরে পথ চলতে শিখলাম, যাঁদের অনুসরণ করে বড় হলাম, আজ তাঁরাই কিনা বোঝা হয়ে দাঁড়ালেন? আমরা যে তাঁদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাচ্ছি, ভাবুন তো আমরাও কি বয়স্ক হব না? তখন কি আমাদের ভাগ্যেও কি এই একই ঘটনা ঘটতে পারে না?

কর্মব্যস্ততা কোনো সমস্যাই নয়, বৃদ্ধাশ্রমও নয়, একটু ভালোবাসা, একটু সহানুভূতি দিয়ে তাঁদেরকে নিজেদের কাছে রেখে একটু মানিয়ে নিতে পারলে ভালোই হবে। তাঁদের আশীর্বাদ সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

—**লক্ষ্মী দাস,**
মীরাট, উত্তরপ্রদেশ।

বাবুল সুপ্রিয় স্বাগতম

আসানসোল কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ সুপ্রিয় এখন কেন্দ্রের নগরোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারে বাংলার একমাত্র মন্ত্রী।

বাবুল সুপ্রিয় প্রখ্যাত গায়ক তথা 'সেলিব্রিটি'। গত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে দু'জন বিজেপি-র টিকিটে সাংসদ (এমপি) নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের একজন বাবুল সুপ্রিয় (আসানসোল)। তিনি প্রথম নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বলতে গেলে গানের আসর থেকে সরাসরি লোকসভায় এবং সেখান থেকে মন্ত্রিসভায়। এটা তাঁর কর্মজীবনে একটা বিরাট 'অ্যাচিভমেন্ট' নিঃসন্দেহে। যদিও তাঁর রাজনৈতিক জীবন বেশি দিনের নয়, তবুও তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা যে কোনো পোড়খাওয়া বা দুঁদে রাজনীতিকের থেকে কোনো অংশে কম নয়। রাজনৈতিক বক্তব্য রাখার রীতি, পদ্ধতি ও কৌশল তিনি স্বল্পদিনের মধ্যেই বেশ রপ্ত করে ফেলেছেন। তার প্রমাণ তাঁর নির্বাচনী প্রচার, সাংবাদিকদের কাছে এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের 'টক শো'-তে রাখা বক্তব্য।

২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন। এখনও বছর দেড়েক বাকি। সেই নির্বাচনে বিজেপি-র জয়ে একটা বড় ভূমিকা নিতে পারেন বাবুল সুপ্রিয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এ রাজ্যের রাজনৈতিক সচেতন বহু মানুষ এবং রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশের এমনই ধারণা। যুবক হওয়ার সুবাদে তিনি হয়ে উঠতে পারেন রাজ্যের যুব সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাছাড়া নগরোন্নয়নে ভালো কাজের সুযোগও রয়েছে। আর সেই কারণে শাসকদলের কাছে তিনি যে 'রাজনৈতিক আতঙ্ক' হয়ে উঠবেন ভবিষ্যতে তা বলাই বাহুল্য। মনে রাখতে হবে, শাসকদল আশ্রিত দুষ্কৃতী, সমাজবিরোধী ও সশস্ত্র বাহুবলীদের মাত্রাতিরিক্ত বাধা, ভীতি প্রদর্শন, হুমকি, ধমকি, বুথ জ্যাম, বুথ দখল, কারচুপি, ভোট ডাকাতি সত্ত্বেও তিনি তৃণমূল, সিপিএম ও কংগ্রেসের 'হেভিওয়েট' প্রার্থীদের হারিয়ে প্রায় সত্তর হাজার ভোটে জয়লাভ করেছেন। তাই তাঁর জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। স্বাগতম্ বাবুল সুপ্রিয়, সুস্বাগতম্!

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

ছোটদের থিয়েটার প্রসঙ্গে

'ছোটদের থিয়েটার' শিরোনামে বিকাশ ভট্টাচার্যের লেখা যে প্রতিবেদনটি (১৭ নভেম্বর ২০১৪) ছাপা হয়েছে তার মধ্যে এমন বেশ কিছু জরুরি কথা রয়েছে যা অভিভাবকদের গুরুমশাইদের এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মাতব্বরদের একটু বোঝা দরকার। উপর উপর পড়ে পাতা ওলটালে চলবে না। ছোটোদের নিয়ে আমাদের ভাবনা রয়েছে ঠিকই, তার মধ্যে আন্তরিকতাও কম নয়। কিন্তু কোথাও যেন গোলমাল ঘটে যাচ্ছে। অভাব, অশিক্ষা, অসুখ, অপুষ্টি ছোটদের জীবনকে ঘিরে ধরছে। সরকারি পক্ষ থেকে বড় গলায় যতই বলা হোক 'সুখী শিশু জাতির গর্ব' সেদিকে ঠিকমতো নজর নেই। কারণ ছোটরা তো ভোট দেয় না। আগামীদিনের নাগরিকদের ঠিকভাবে গড়ে তোলার বিভিন্নমুখী উদ্যোগে যদি ৬০ শতাংশ নিষ্ঠা, সততা, দক্ষতা ও ভালোবাসা থাকত তাহলে ছবিটা অন্যরকম হোত। সব শিশুর জন্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়নি। সমস্যাটা ছিল, তা বাড়ছে আমাদেরই দোষে অপদার্থতা অসততায়। আমরা প্রত্যেকে কম বেশি দায়ী। কিছু মানুষ চেতনা জাগাবার চেষ্টা করে, কিন্তু তা শেষপর্যন্ত গুরুত্ব বা মর্যাদা পায় না।

সারা দেশজুড়ে ছোটদের লেখাপড়া নিয়ে ভাবনা কম নয়। আমাদের বক্তব্য, ছোটদের সৃজনমূলক কাজের মধ্যে টেনে আনতে পারলে জীবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। আমরা প্রত্যেকে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলে সত্যিসত্যিই কাজের কাজ হবে। সরকারের ভাবনা নীতি স্পষ্ট স্বচ্ছ দ্রুত হওয়া দরকার এ ব্যাপারে।

—**রমাপ্রসাদ দত্ত,**
কলকাতা-৩।

মিউনিসিপ্যালিটিগুলি কর্পোরেশনে আনতে তৃণমূলের নয়া ফন্দি

দেবব্রত চৌধুরী

শোনা যাচ্ছে রাজ্য সরকার অনেক মিউনিসিপ্যালিটিকে এক ছাতার তলায় এনে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। আবার যেখানে কর্পোরেশন আছে তার সঙ্গে আশপাশের মিউনিসিপ্যালিটিকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, সল্টলেক ও রাজারহাট পুরসভাকে কলকাতা কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত করতে চলেছে। আবার বারাসাত, দমদম, ব্যারাকপুর, মহেশতলা, বালি, উত্তরপাড়া, রিষড়া, বৈদ্যবাটি, ভদ্রশ্বের, কোন্নগর, হুগলী, বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালগুলি হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও চন্দননগর কর্পোরেশনে ঢুকিয়ে দিতে চলেছে। উদ্দেশ্য কি? একদিকে বলছে জেলাগুলিকে ছোট করলে কাজ ভাল হয় তাই ভাগ করা হলো মেদিনীপুর, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি জেলাকে। অন্যদিকে আবার মিউনিসিপ্যালগুলিকে ভেঙে দিয়ে এক ছাতার নীচে অর্থাৎ কর্পোরেশনের মধ্যে আনতে চাইছে।

এই আনার পিছনে যুক্তি হচ্ছে কর্পোরেশন হলে অনুদান বাড়বে, উন্নয়নের জন্য আর্থিক লোন বেশি পাওয়া যাবে। এই লোনের সুদের হার কম হবে। কিন্তু কর্পোরেশন হয়ে গেলে ট্যাক্স অত্যধিক হয়ে যাবে। এখন মিউনিসিপ্যালিটিগুলির আয় অনেক কমে গেছে, প্রতিটি মিউনিসিপ্যালিটি আর্থিক অনটনে ভুগছে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসংস্থাগুলি মূলত এই মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যেই অবস্থিত। কিন্তু রাজ্যের শিল্প-সহ সংস্থাগুলি ধুঁকছে নয়তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মিউনিসিপ্যালিটির মূল আয় হোত শিল্পসংস্থাগুলি থেকে, আজ সেই আয় শূন্যতে গিয়ে ঠেকেছে। গঙ্গাতীরবর্তী হুগলীর অধিকাংশ পাটকল, কাপড়কল, হিন্দমোটরস্, ডানলপ, বেঙ্গলবেলটিং প্রভৃতি সংস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থার আয় প্রচুর কমে গেছে।

আজ রাস্তার ধারে বেআইনি ভাবে অস্থায়ী দোকান খুলে, গুমটিঘর তৈরি করে মানুষ চাকরি না পেয়ে সংসার চালাচ্ছে। এসব অস্থায়ী দোকান ও বাজার থেকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির কোনো আয় হয় না। তবে তাদের কর দিতে না হলেও পার্টির দাদাদের তোলা দিতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য এই তোলাবাজদের অনেকেই তাদের এলাকার মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলার। বাম আমলে চালু হওয়া এই ব্যবস্থা তৃণমূল আমলে আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন আর এক ব্যবস্থা চালু হয়েছে প্রমোটিং। এলাকার পুরনো বাড়িগুলো হাতিয়ে বা দখল করে বা কম ভাড়ার জন্য মালিকদের কাছ থেকে বাগিয়ে নিচ্ছে কিছু প্রমোটার। তৈরি করছে ফ্ল্যাট। কিন্তু ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি করতে হলে মিউনিসিপ্যালিটির আইন অনুযায়ী সামনে পিছনে কিছু জমি ছাড়তে হয় যাতে আগুন লাগলে বা কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে উদ্ধার কার্য ব্যাহত না হয়। কিন্তু প্রমোটার স্থানীয় কাউন্সিলারদের মোটা টাকা তোলা দিয়ে মিউনিসিপ্যাল আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জাঁকিয়ে ব্যবসা করছে। কাউন্সিলাররা মিউনিসিপ্যালগুলির আয়ের দিকে কোনো নজর না দিয়ে নিজেদের আয় বাড়িয়ে নিচ্ছে। একটি কাউন্সিলার যদি ৫ বৎসর থাকতে পারে তবে ২/৩ কোটি টাকা কামানো তার হবেই। বামফ্রন্ট আমলে এই ব্যবস্থার শুরু, তৃণমূল আমলে এই ব্যবসা এখন ফলে ফুলে রমরমা। মিউনিসিপ্যালিটিতে বিগত রাজ্য সরকার অনেক বাড়তি লোক নিয়োগ করে গেছে— তারা লাল পতাকা ছুঁড়ে ফেলে ঘাসফুল পতাকা উর্ধ্বে তুলে 'দিদি-দিদি' করছে, কিন্তু এদের পুষতে মিউনিসিপ্যালিটির উঠেছে নাভিশ্বাস। মিউনিসিপ্যালিটিগুলি এখন দেনার দায়ে দেউলিয়া হতে বসেছে। এগুলির দিকে নজর দিক তৃণমূল সরকার। প্রায় তিন বৎসর হয়ে গেল এই সরকারের রাজত্বে মিউনিসিপ্যাল এলাকার জনগণের কি উন্নতি হয়েছে? সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে কিছুই হয়নি। শুধু মাত্র কিছু এলাকায় (ত্রিফলা) লাইট লাগিয়ে কিছু আপনজন পোষা হয়েছে। কিন্তু এখন আর্থিক অবস্থায় মিউনিসিপ্যালগুলি খাদের কিনারায় পৌঁছে গেছে। উপায় বেরিয়েছে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে কর্পোরেশনে ঢুকিয়ে দেওয়া— অনেক লোন পাওয়া যাবে। সুদের হার কম হবে আর বাসিন্দাদের থেকে অনেক বেশি করে ট্যাক্স আদায় করা যাবে। এর ফলে নিম্নমধ্যবিত্ত যারা এই মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় থাকে, যাদের অধিকাংশ কর্মক্ষম যুবক-যুবতী বেকারের যন্ত্রণায় কাতর, যাদের বাড়িতে নুন আনতে পান্তা ফুরায় তারা এবার ট্যাক্সের জ্বালায় উদ্বাস্তু হয়ে তথাকথিত কর্পোরেশনের এলাকা ছেড়ে তিন পুরুষের বসতবাড়ি প্রমোটারদের হাতে সঁপে দিয়ে গ্রামের দিকে পালিয়ে বাঁচবে। ■

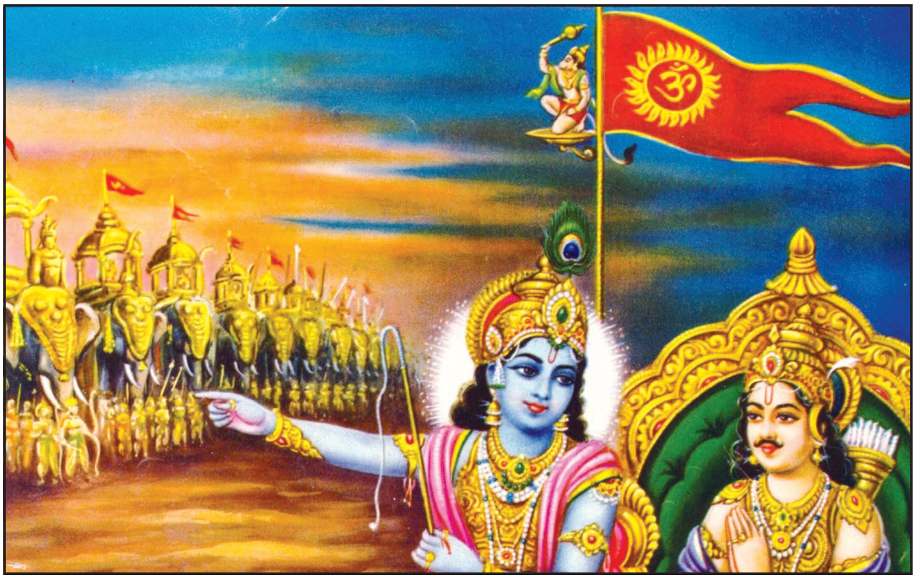

মনের প্রসন্নতার জন্য—গীতা

ডাঃ সুবোধ চৌধুরী

জীব মাত্রেই সুখ, শান্তি ও আনন্দ চায়। আর এগুলি পাবার জন্য জড় কামনা-বাসনা মনে বাসা বাঁধে। এবং দেবীর কাছে জড় বস্তুর কামনা করে— রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিযো জহি। আমায় রূপ দাও, জয় দাও আর শত্রু নাশ করো। মানুষ ভাবে এগুলি পেলে সুখী হবে।

সবাই বলে রূপং দেহি, ধনং দেহি; কেউ বলে না দুঃখং দেহি। দুঃখ কেউ চায় না কিন্তু অনিবার্যভাবে দুঃখ এসে যাচ্ছে। সবাই দীর্ঘ, অতিদীর্ঘ জীবন চায়, বিষণ্নতা কেউ চায় না। কিন্তু এই চাওয়ার সঙ্গে জীবনে যা পাওয়া যায় তার সঙ্গে অঙ্কের কোনো মিল পাওয়া যায় না। কিন্তু কেন? এর সঠিক উত্তরটা বা কি? কেউ বলে ওই লোকটা ভগবানকে এত ডাকে তবু দেখ ওর কত দুঃখ, কেউ বলে ভগবান- টগবান নেই। থাকলেও তাঁকে গালাগালি করে। দুঃখের কারণটা খুঁজে বের করার যথাযথ চেষ্টা করে না। মানুষের দুঃখের মূল কারণ হলো জড় কামনা-বাসনা। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির মাধ্যমে সুখ চাওয়া— যদিও তা স্থায়ী নয়। বিষয় ভোগ কখনও স্থায়ী সুখ দিতে পারে না। ভোগে দুর্ভোগ বাড়ে।

যদি আমাদের কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যত্ন সহকারে ভগবৎ সেবায় লাগাতে পারেন তবে আপনি প্রসন্ন হবেন।

ভগবদ্‌গীতায় ভগবান বলছেন—

‘কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।’

অথবা

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্তা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে।।

কর্ম করে কর্মফলের আশা না করলে শান্তি পাবেন। ফলের আশা করলে অশান্তি হবে। প্রকৃত শান্তি, সুখ ও আনন্দ পেতে গেলে আপনাকে কর্মের কৌশল জানতে হবে। কর্মের কৌশল না জেনে কর্ম করবেন--- দুঃখ অনিবার্য। আপনাদের চোখের সামনে কত ব্যক্তি দেখুন কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছে, এখন জেল খাটছে। কর্মের কৌশল না জেনে কর্ম করেছে— দুঃখের কারাগারে বন্দি।

ছোট একটা ঘটনা—

এক ব্যক্তি খুব কষ্ট করে তার সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। সন্তানের শিক্ষার জন্য বহুবার অসৎ পথে টাকাও উপার্জন করেছে। সন্তান বড় হয়েছে, চাকরি পেয়েছে। পিতা-মাতার কি আনন্দ! সন্তানের বিয়ে দিল--- আরও আনন্দ। আনন্দের এখানেই শেষ— বৌমা বাবা-মায়ের ভাঙা বাড়িতে থাকবে না। অশান্তি শুরু— বাধ্য হয়ে ছেলে- ছেলের বৌ অন্য জায়গায় বাড়ি ভাড়া করে থাকতে শুরু করলো। একদিন অফিস থেকে হঠাৎ বাড়ি ফিরে ছেলে দেখলো বৌ অন্য একজনের সঙ্গে আলাপনে রত। সেই অশান্তি শুরু ও একদিন ছেলে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল। এটা আমার জীবনে দেখা বাস্তব ঘটনা।

বাবা মার কি অবস্থা একবার ভাবুন! এগুলির মূল কারণ? কর্মের কৌশল না জানা।

গীতায় বলা হয়েছে—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতা পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ।।
কামাত্মনঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি।।

‘বিবেকবর্জিত লোকেরাই বেদের পুষ্পিত বাক্যে আসক্ত হয়ে কামনা ও ইন্দ্রিয় ভোগে ও বিষয় ভোগ ছাড়া আর কিছু নেই’— এইরূপ মনোহর বাক্য বলে। আর এই ভোগ ও ঐশ্বর্য প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ নানাপ্রকার ক্রিয়াকর্মের আয়োজন করে।

ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনর্থসঞ্চায়ান্— কামচরিতার্থ করার জন্য অন্যায়ভাবে অর্থ সঞ্চয় করে।

ভোগৈশ্বর্যের প্রতি আসক্ত হয়ে তাদের বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে যায়। বিষয় ভোগের তীব্র কামনা থেকে মানুষের কি বিপদ হতে পারে ভগবান গীতায় (২/৬২-৬৩) শ্লোকে অর্জুনকে সাবধান করেছেন এই বলে—

ধ্যয়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে।।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।

প্রতিনিয়ত বিষয় ভোগ নিয়ে চিন্তা করলে সেগুলির প্রতি মানুষের তীব্র আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে জন্ম নেয় সম্মোহ বা মূঢ়তা। মূঢ়তা থেকে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রষ্ট হলে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ থেকে বিনাশ বা ধ্বংস--- সমাজের সর্বস্তরে এই সত্য প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে ঘটে চলেছে।

বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি--- এই হলো দুঃখের মূল কারণ। তাহলে শান্তি, সুখ, আনন্দ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ কোথায়? কীভাবে পাব? ভগবান আমাদের তাঁর উপদেশবাণী দিয়ে গেছেন—

বিহায় কামান যঃ সর্বান পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।।

যে ব্যক্তি জড় কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে জড় বিষয়ের প্রতি নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমত্ববোধ রহিত হয়ে বিচরণ করেন তিনিই প্রকৃত শান্তি লাভ করেন।

এবং প্রসন্ন মনসো— সেটা কিভাবে সম্ভব? কীভাবে তা পাওয়া যাবে? ভগবান তারও পথ নির্দেশ দিয়েছেন।

যখন কেউ আত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারবেন তখনই প্রসন্ন মনসো বা প্রসন্ন আত্মা হবেন, আত্মানন্দ অনুভব করবেন। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি? এ জন্মায় না, মরে না, বারে বারে সৃষ্টি হয় না, বিনাশ হয় না, একে মারতে পারা যায় না বা এ কাউকে মারে না। কেবলমাত্র দেহ যখন জরাজীর্ণ হয় তখন জীর্ণ দেহ ছেড়ে দিয়ে কর্ম অনুসারে একটি নতুন দেহ গ্রহণ করে এবং এই আত্মা পরমাত্মা বা ভগবানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশমাত্র। তাই আমরা অমৃতস্য পুত্র। পুত্রের পরম ও পবিত্র কর্তব্য পিতার সেবা করা। তাই জীবন্ত স্বরূপ সে 'কারও নিত্য দাস'।

আত্মার পবিত্র কর্তব্য হলো পরমাত্মা বা ভগবানের সেবা করা। আত্মার স্বরূপ সে নিত্য ভগবানের দাস— ভগবৎ সেবার মাধ্যমে আপনাকে আনন্দ আহরণ করতে হবে। সেবা কীভাবে করবেন— এই সেবা মানুষের সেবার মতো নয়। মানুষের সেবা মানেই তো তোষণ আর উপঢৌকন। না না ভগবৎ সেবা তেমন নয়। প্রহ্লাদ মহারাজ ন'ভাবে ভগবৎ সেবার কথা উল্লেখ করেছেন—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনম্
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্য আত্মনিবেদনম্।

এর যে কোনো একটিকে অবলম্বন করে ভগবৎ সেবার চেষ্টা করা উচিত। অতি সহজ কাজ। তাহলে আপনি প্রসন্ন মনসো হবেন।

আত্মার সম্বন্ধে না জানা সবচেয়ে বড় অজ্ঞতা ও অশিক্ষা। আর অজ্ঞতাই হলো মনের সবচেয়ে বড় দুঃখ ও বিষণ্ণতা সৃষ্টিকারী। তাই তো বৈদিক ঋষিরা বলেছেন—

'অসতো মা সদগময়ঃ
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়
আবিরাবীর্ম এধি'— আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে, অসত্য থেকে সত্যের পথে, মৃত্যুলোকে থেকে অমৃতলোকের পথে এবং ব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ আমাদের কাছে প্রকাশিত হোক।

আপনি যদি মায়ার বন্ধনে কামনা-বাসনা ভোগের লিপ্সায় মত্ত থাকেন তবে দুঃখ আপনার অনিবার্য। কামনা-বাসনারূপ মায়ার অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে জ্ঞানের প্রদীপে আত্মার স্বরূপ যেই বুঝতে পারবেন তখন সদা আনন্দময় হবেন, তখন আপনি আর বিষণ্ণ থাকতে পারেন না, আপনি অসুখী হবেন না। আপনি অসুখী মানেই মায়া আপনাকে আক্রমণ করেছে। মায়ার কবলে পড়েছেন। তাইতো গীতায় ১৮/৫৪ শ্লোকে ভগবান বলছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমং সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তি লভতে পরাম্।।

আত্মজ্ঞানী প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি যিনি কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, কোনো কিছুর জন্য শোক করেন না, তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমদর্শী হবেন, হয়ে আমাকে লাভ করবেন। তখনই আপনি হবেন প্রসন্নাত্মা— প্রসন্ন মনসো— প্রসন্ন চিত্ত।

(গীতাজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত)

(সৌজন্যে : আলিপুর বার্তা)

সবার প্রিয়
বিল্লদা®
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

ব্যাসদেবের অষ্টাদশ প্রীতি

ধরণীধর মণ্ডল

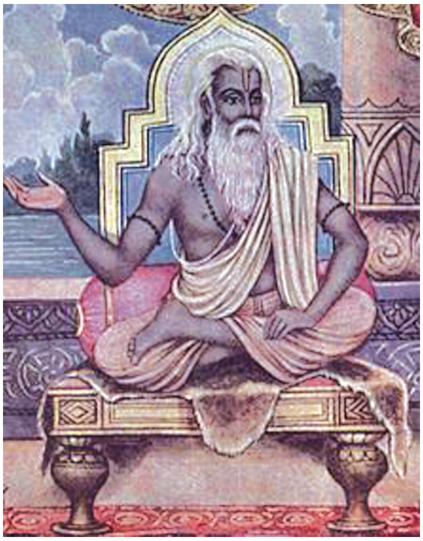

জ্যোতিষশাস্ত্র মতে কোন কোন রাশির জাতকের পক্ষে কোন কোন সংখ্যা শুভসূচক— সেই বিশ্বাসে অনেকে সেই শুভ সংখ্যা অনুযায়ী বার, তারিখ, মাস, নক্ষত্র, বৎসর প্রভৃতি গণনার মাধ্যমে তাঁরা শুভ কর্মাদি সুসম্পন্ন করে মানসিক তৃপ্তি বোধ করে থাকেন, হয়তো সুফলও পেয়ে থাকেন।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বা মহামুনি ব্যাসদেব জগতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে সর্বস্বীকৃত। তিনি শুধু মহা-মহাকবি-ই নন, একাধারে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, ইতিহাস প্রণেতা, মহাযোগী, ত্রিকালদর্শী, ধর্মোপদেষ্টা, সর্বশাস্ত্রবিশারদ, সমাজাদি সর্বপ্রকার নীতিজ্ঞ, মনস্তত্ত্ববিদ, শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ। মানব চরিত্রের এমন কোনো দিক নেই যা তাঁর নিকট অজ্ঞাত। তাঁর রচিত মহাকাব্য মহাভারত মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলেই তাঁর ‘বিশাল বুদ্ধি’র কিঞ্চিৎ পরিচয় অনুধাবন করা যায়। এহেন মহাপুরুষের নিকট ‘অষ্টাদশ’ (১৮) সংখ্যাটি অত্যন্ত শুভ ছিল। মহাভারতে বর্ণিত বহু বিষয়ে উক্ত সংখ্যাটির সার্থক প্রয়োগের নিরিখে তাঁর ‘অষ্টাদশ প্রীতি’র পরিচয় বহন করে। মহাভারতের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত এর নিদর্শন রয়েছে। যেমন—

(১) পাঠোদ্দেশ্যে মহাভারত খুলেই আমরা সর্বাগ্রে উচ্চারণ করি—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ।।(ক)

উভয় পঙ্‌ক্তিরই অক্ষরমালা ‘অষ্টাদশ’টি করে রয়েছে।

(২) মহাভারতে ‘অষ্টাদশ পর্ব’; হিন্দু মাত্রেই জানা।

(৩) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ‘অষ্টাদশ দিবস’ চলেছিল।

(৪) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উভয়পক্ষে ‘অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী’ সৈন্যের সমাবেশ।

(৫) যুদ্ধারম্ভক্ষণে কৌরব সেনাপতি ভীষ্মের যুদ্ধ ঘোষণার জবাবে পাণ্ডব পক্ষে ‘অষ্টাদশ মহারথী’(খ) একসঙ্গে শঙ্খনাদ করেন।

(৬) মহাভারতে অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় ‘অষ্টাদশ অধ্যায়’ রয়েছে।

(৭) শ্রীশ্রীগীতার আরম্ভই অর্থাৎ ১ম শ্লোকের ১ম পঙ্‌ক্তির (ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ) এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের শেষ পঙ্‌ক্তির (‘তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম’) অক্ষর মাত্রা ‘অষ্টাদশ’ করেই রয়েছে।

(৮) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে পাণ্ডবপক্ষে ‘১৮ জন’ জীবিত ছিলেন। যথা— শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকী, পঞ্চপাণ্ডব, যুযুৎসু (ধৃতরাষ্ট্র তনয়া), ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথী(গ) এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, শিখণ্ডী। (অবশ্য শেষোক্ত ন’ জন নিশীথ সময়ে নিদ্রিতাবস্থায় অশ্বথামা হস্তে নিহত হন।)

(৯) মহাভারতে ‘অষ্টাদশ নারী’র ভূমিকা অচ্ছেদ্য বলে বিবেচিত। যথা— গঙ্গা, সত্যবতী, অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা, গান্ধারী, কুন্তী, মাদ্রী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, হিড়িম্বা, উলুপী, উর্বশী, উত্তরা, সুদেষ্ণা, দুঃশলা, চিত্রাঙ্গদা ও শিখণ্ডিনী।

(১০) মহাভারত রচনায় সময় লেগেছিল ব্যাসদেবের ‘অষ্টাদশ ঋতু’ (৩ বৎসর)।

(১১) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় পাণ্ডববংশের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৮ জন। তাঁরা হলেন--- যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, যুধিষ্ঠির+দেবিকার পুত্র **যৌধেয়**,(ঘ) ভীম+**বলন্ধরা**’র পুত্র **সর্বগ**, ভীম+হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ, অর্জুন+সুভদ্রার=**অভিমন্যু**, চিত্রাঙ্গদার পুত্র **বভ্রুবাহন**, পরক্ষেত্রে অর্জুন পুত্র **ইরাবান**,(ঙ) নকুল+করেনুমতির পুত্র **নিরমিত্র**, সহদেব+বিজয়ার পুত্র **সুহোত্র**।

(১২) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধজয়ের পর পাণ্ডবগণ ‘দ্বি-অষ্টাদশ’ বৎসর রাজত্ব করেন।

(১৩) যুদ্ধের পর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর, সঞ্জয় ‘১৮ বৎসর’(চ) জীবিত ছিলেন।

(১৪) মহারাজ ভরতের নামানুসারে এদেশের নাম হয় ভারতবর্ষ। সেই ভরতবংশই তাঁর অধস্তন ‘অষ্টাদশতম’ প্রজন্মেই সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

(১৫) ব্যাসদেব ‘অষ্টাদশ পুরাণ’ রচনা করেছিলেন।

উপরোক্ত ঘটনা প্রবাহের সহিত সামঞ্জস্য রেখে মহাকাব্য রচনা একমাত্র মহা তপস্বীর তপঃ প্রভাবেই সম্ভব। তাই আমরা যে কোনো ধর্মগ্রন্থ পাঠারম্ভে নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীর সঙ্গে ব্যাসদেবকে প্রণাম করে জয় উচ্চারণ করি।

তথ্যসূত্র :

(ক) কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত।
(খ) শ্রীগীতা ১/১৫-১৮।
(গ) সৌপ্তিক পর্ব, ১০ম অধ্যায়।
(ঘ) আদিপর্ব, ৯৫তম অধ্যায়।
(ঙ) ভীষ্মপর্ব, ৯১তম অধ্যায়।
(চ) আশ্রমবাসিকপর্ব, ৩৯ অধ্যায়।

নবাঙ্কুর

একটি লোককাহিনী

ধূর্ত বিড়াল আর বোকা খরগোশ-চড়ুই

বট গাছটা খুব বড় নয়। একটা চড়ুই সেখানে থাকত। উড়ে উড়ে এখানে ওখানে যেত। আবার ফিরে আসত। একদিন সে উড়তে উড়তে এক ফসল ক্ষেত দেখতে পেলো। ভরে রয়েছে ফসল। দু' চারটে পাখি এসেছে। চড়ুই ক্ষেতে নামে মনের সুখে শস্য খেতে। আনন্দে খেয়ে চলল। সকাল গড়িয়ে দুপুর এলো। চড়ুই শুধু খাচ্ছে টুক টুক করে। কখনও আনন্দে একটু উড়ছে। দুপুর শেষে বিকেল। তারপর সন্ধে হলো। পাখি মেতে রয়েছে খাওয়ার মেজাজে। গাছে নিজের বাসায় ফেরার কথা ভুলে গেল।

এদিকে একটা খরগোস হাজির সেই গাছের নিচে। যেখানে চড়ুই-এর বাসা। গাছটা খুব বড় নয়। ঝট করে খরগোশ মুখ তুলে উপরে তাকাল। পাখির বাসা। খালি পড়ে আছে। খরগোস উঠে পড়ল গাছে। দেখল পাখির বাসাটা খাসা। বেশ বড়সড়। সে দিব্যি থাকতে পারবে আরামে নিশ্চিন্তে।

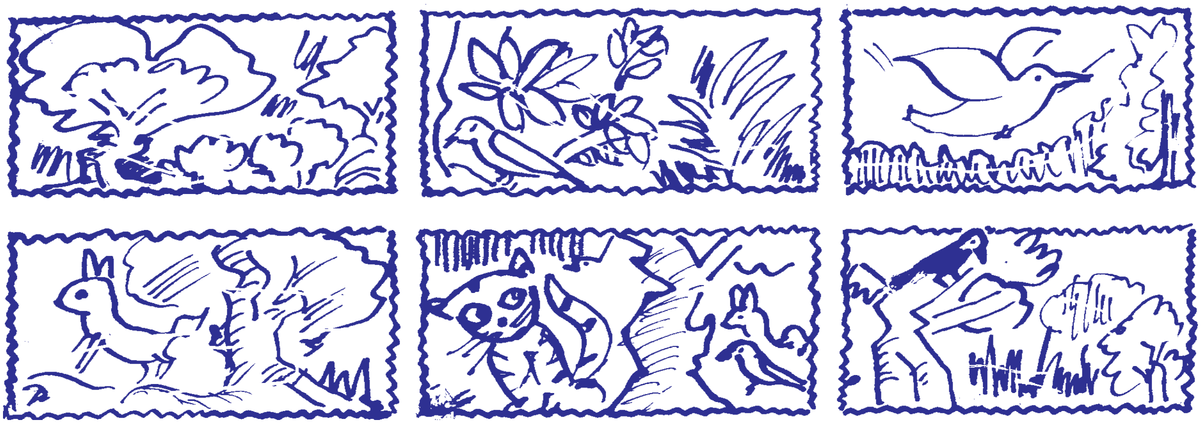

দিন কয়েক বাদে চড়ুই ফিরে এলো। দেখল তার বাসায় একটা খরগোস বসে আছে। পাখি ভাবল এ আবার জুটল কোথা থেকে! পাখি তো চটে গেছে। জবরদখল সহ্য করবে কেন! সে চেঁচাল, 'চোর কোথাকার! আমি নেই আর অমনি আমার ঘরে ঢুকে পড়েছিস?' খরগোশ শান্ত স্বরে জবাব দিল, 'কোথায় তোমার ঘর? এতো আমার ঘর। আরে বোকারাম, কুয়ো পুকুর গাছ ছেড়ে একবার যে যায় তার অধিকার চলে যায়। এখন এই ঘর আমার। মিছিমিছি ঝগড়া কোর না।'

চড়ুই বলল, 'এরকম কথা বললেই তা মানা যাবে না। অন্য কারো কাছে যাই যে এই সমস্যা মেটাতে পারবে।'

ওই গাছের কাছে বসেছিল একটা বিড়াল। দেখতে বেশ বড়সড়। খরগোশ আর চড়ুই-এর চিরশত্রু বিড়াল— এটা পাখিটা জানত না তা নয়। কিন্তু কি করা যাবে! ওখানে আর কেউ নেই যে বিচার করবে। সেজন্যে দুজনেই ভাবল ওই বিড়াল বাবাজি তাদের গোলমাল মেটাতে পারে। তারা একটু দূর থেকেই বিড়ালকে জানাল সব ব্যাপার। বিড়াল চোখ বড় বড় করে একবার দেখে নিয়ে জিভ চাটল। তারপর চোখ ছোট করে বলল, 'সমস্যা বেশ জটিল! একটু ভেবে দেখি কি করা যায়!' পাখি আর খরগোশ বলল, 'আপনি ভেবে যে সিদ্ধান্ত জানাবেন তাই আমরা মেনে নেবো। আপনি বলুন আমাদের মধ্যে কার দাবি ঠিক আর কার দাবি ভুল। যার দাবি ঠিক সে ঘর পাবে। আর দাবি ঠিক নয় তাকে আপনি খেয়ে নেবেন।'

বিড়াল তো পাখি আর খরগোশ দুটোকেই খেতে চায়। সামনে সুযোগ এসে গেছে। শুধু একটু কৌশল চাই। বিড়াল চোখ খুলল। আবার বন্ধ করল। তারপর বলল, 'আরে আরে, তোমরা কীরকম কথা বলছো! হিংসার মতো বড় পাপ পৃথিবীতে নেই। আমি তোমাদের সুবিচার পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবো। তবে মিথ্যে দাবিদারকে খাওয়ার কথা বললে কেন? সেটা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' একটু থেমে বলল, 'একটা কথা তোমাদের কানে কানে বলতে চাই। আমার কাছে একটু এসো।'

খরগোশ আর চড়ুই খুশি। তাদের ঘরের সমস্যা মিটে যাচ্ছে। ঝগড়া আর থাকবে না।

তারা দুজনে মনের আনন্দে বিড়ালের কাছে পৌঁছে গেল। তারপর কি হলো?

বিড়াল দেরি করল না এক মুহূর্ত। খরগোশকে জাপটে ধরল কাছে আসতেই। আর চড়ুইকে মুখে কামড়ে নিল।

দুজনের সব ঝগড়াঝাঁটি মিটিয়ে দিল।

সব ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল উঁচু ডালে বসা এক বুড়ো কাক। সে শুধু ভাবল, নিজেদের শত্রুকে চিনেও তার উপর বিশ্বাস রেখে ভুল করল খরগোশ আর চড়ুই। জীবনই চলে গেল।

কাকটার কিছু করার ছিল না। সে কিছু বললে শুনত না হয়তো চড়ুই আর খরগোশ।

অন্য গাছে যাবার জন্যে উড়ে গেল কাক।

সংকলন : কৌশিক গুহ
ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

রঙ ভরো

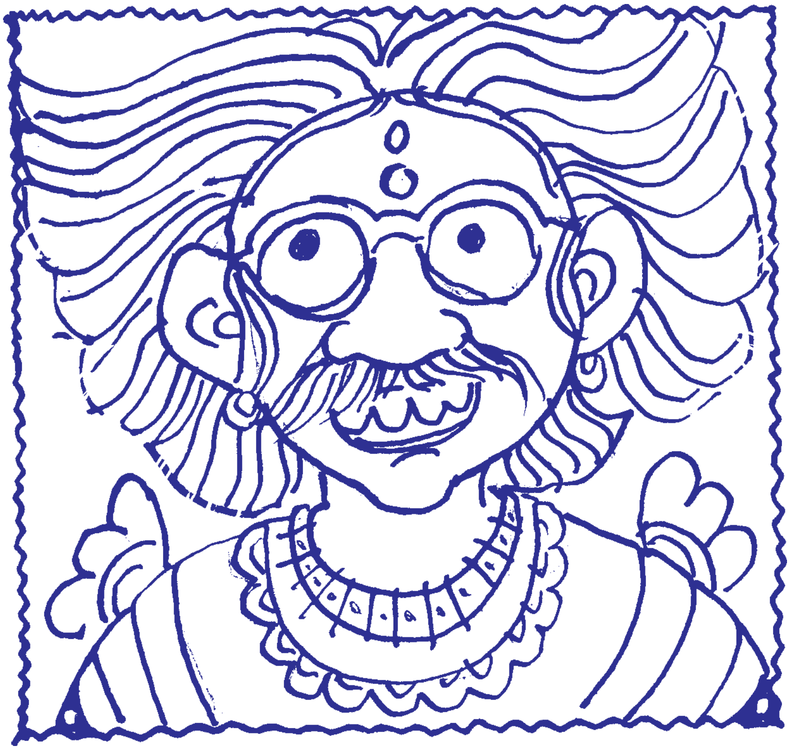

প্রশ্নবাণ

১. ভারতের প্রথম খবরের কাগজের নাম? প্রকাশ সাল? প্রকাশক?
২. লাল-বাল-পাল কোন তিনজনকে বলা হোত? তাঁরা কোন্ কোন্ প্রদেশের বাসিন্দা?
৩. আর্যসমাজ-এর প্রতিষ্ঠাতা? কোথায় কবে প্রতিষ্ঠিত?
৪. ‘আমার ঝাঁসি দেবো না’— কে বলেছিলেন?
৫. হায়দরাবাদের নিজাম বরাবর কোন্ পক্ষে ছিলেন?

উত্তর : ১. বেঙ্গল গেজেট। ১৭৮০। জেমস অগাস্টাস হিকি। ২. লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল। পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, বাংলা। ৩. দয়ানন্দ সরস্বতী। বোম্বাই (মুম্বাই) ১৮৭৫। ৪. ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ। ৫. বৃটিশ শাসকদের পক্ষে।

ফিরে পড়া

পথের মাঝে

নরেন্দ্র দেব
(১৮৮৮-১৯৭১)

বেরিয়ে যখন পড়েছি ভাই
থাম্‌লে তো আর চলবে না,
হিমালয়ের বরফ জেনো
ঘামবে তবু গল্‌বে না।

সামনে চেয়ে—এগিয়ে চলো
ভয় পেয়ো না বাদ্‌লাতে,
পয়সা যদি ফুরিয়ে থাকে
চালিয়ে নেবো আধ্‌লাতে।

উপোস করে চলব তবু
কিছুর ভয়ে টল্‌বো না,
মনের কথা লুকিয়ে মুখে
শত্রুকে আর ছল্‌ব না।

বিঁধছে কাঁটা? ফুটুক কাঁকর?
ফুটুক তবু ছুট্‌বো হে,
ইন্দ্রদেবের স্বর্গটাকে
সবাই মিলে লুট্‌বো হে।

চাঁদের ঘরে কী ধন আছে
উট্‌কে চলো দেখবো রে,
ধাক্কা দিয়ে তারায় তারায়
সূর্যে গিয়ে ঠেক্‌বো রে।

প্রকৃতির স্বাভাবিক ছন্দকে কি ভাঙতে চাইছে আজকের মেয়েরা?

শুভশ্রী দাস

ফেসবুক ও অ্যাপেলের মতো ইনফরমেশন টেকনোলজিভিত্তিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আমাদের কর্মরত মহিলাদের মাতৃত্বের সুখ বিলম্বিত করতে ওঠে পড়ে লেগেছে। তাদের ‘এগস্ ফ্রিজিং’ অর্থাৎ ডিম্বাণু সংরক্ষিত করার জন্য ২০ হাজার ডলার অর্থাৎ ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যাঙ্কে জমা করতে তারা রাজি হয়েছে। শুধু তাই নয়, ডিম্বাণু ‘ব্যাঙ্কে’ রাখার খরচ বাবদ বছরে ৫০০ ডলার অর্থাৎ ৩০ হাজার টাকাও তাঁর অ্যাকাউন্টে জমা রাখবে। কোম্পানিগুলির ভাবনা হচ্ছে, এর ফলে কর্মরত দক্ষ মহিলা টেকনিশিয়ানদের থেকে বেশি কাজ আদায় করা যাবে। অপরদিকে, মহিলারা পূর্ণভাবে কাজের দিকে মন দিতে পারবে। এসবের জন্য মহিলা কর্মচারী তাদের গর্ভধারণ প্রক্রিয়া কয়েক বছর পরে করতে পারবে। এভাবেই মহিলাদের জীবনচক্র বদলে ফেলা হচ্ছে। ফেসবুকে প্রচার শুরু হয়ে গেছে আর অ্যাপেল আগামী বছরের মধ্যেই চালু করবে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও তার ব্যবসায়িক উপযোগকারীরা (কিছু ব্যতিক্রম) স্ত্রী-পুরুষ সমানতার কথা যতই বলুক তারা পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে এবং সফলতাও পাচ্ছে। কন্যাভ্রূণ হত্যা, সারোগেসি, কৃত্রিম গর্ভাধান প্রক্রিয়া মূর্ত করার পর এখন এগস্ ফ্রিজিংকে ব্যবসায়িক স্বরূপ প্রদান করতে যাওয়াই এর প্রকৃষ্টতম প্রমাণ। একদিকে সারা পৃথিবীতে মাতৃত্বের অবকাশ ৬ থেকে বাড়িয়ে ৯ মাস করার দাবি উঠছে, অফিসে বেবি সিটিং বা দোলনা রাখার দাবি ও শিশুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য কাজের ফাঁকে ১ ঘণ্টা ছুটির দাবি উঠছে। অন্যদিকে, কোম্পানিগুলি এসব ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেতে মহিলাদের স্বাভাবিকভাবে মা না হওয়ার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছে। সর্বজনস্বীকৃত সত্য হলো, স্বাভাবিকভাবেই ২৭ বছর বয়সেই মেয়েদের ডিম্বাণু পুষ্ট হয়। তারপর গুণগতভাবে হ্রাস ঘটে। ভারত-সহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ক্যারিয়ারের নামে মাতৃত্বের বয়স বাড়ানো হচ্ছে। এর পরিণামে প্রসূতি সম্পর্কিত জটিলতা ভারতে বহুল পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে।

তথাকথিত পশ্চিমি খোলা সমাজও মহিলাদের নিয়ে কুসংস্কার থেকে মুক্ত নয়। ফেসবুকের মতো সংস্থাগুলিতে মহিলাদের নিয়ে উপহাস করার জন্য ‘ফ্রেট হাউস কালচার’ (প্রজনন সংক্রান্ত সংস্কৃতি) ও ‘বয়েজ ক্লাব’ সক্রিয় রয়েছে। আমেরিকাতে ৪০ থেকে ৪৪ বছর বয়সে মা হওয়া মহিলার সংখ্যা গত ১০ বছরে দ্বিগুণ হয়েছে— এই নতুন তথ্যের বিষয়ে সিনিয়র তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সুস্মিতা বলেন— এটা খুবই ভুল তথ্য যে, তথ্যপ্রযুক্তি-তে কাজ করা মহিলারা মাতৃত্বের দায়িত্ব নিতে ভয় পাচ্ছে। তাঁর মতে— আমেরিকাতেও মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি মা হতে চায় যাতে তাঁর সন্তান স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিমান হয়। তাঁরা তাঁদের সন্তানদের পড়াশুনোর ব্যাপারেও পুরো মনোযোগ দিতে চান। কেননা আমেরিকাতে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ পরীক্ষা দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। ভারতেও মহিলারা সকাল ৮টায় কাজে আসার আগে সন্তানের দেখভাল করে। ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি-তে কাজ করা মহিলারা শুধু সন্তানের জন্য নয়, স্বামীর জন্যও ছুটি নিতে সঙ্কোচ করেন না। সারা পৃথিবীর মেয়েরা এ বিষয়ে কমবেশি একইরকম। ব্যতিক্রম সব জায়গায় থাকে। নেতিবাচক তথ্যগুলিও হাতে গোনা মহিলা-প্রফেশনালদের নিয়ে তৈরি করা।

বস্তুতপক্ষে এ বিষয়টি কোনো বিশেষ শিল্প বা চাকুরিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটা সেই বিপজ্জনক ভাবনার পরিণাম যা মানুষকে এক সংবেদনহীন জীবন্ত কিছুতে পরিবর্তিত করতে চায়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা বুঝতে পারছেন যে, পরিবার নামক মূল্যবোধ সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংস করে দেওয়াই এই ব্যবসায়িক জগতের আসল উদ্দেশ্য। অত্যধিক উৎপাদনকে অন্তহীন উৎপাদনে পৌঁছনোর জন্য তাঁদের বিবেকহীন কর্মচারী ও উপভোক্তার প্রয়োজন পড়ে। এভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই মজবুত করা হচ্ছে।

মাতৃত্বের ফলে পেশাদারি মহিলাদের জীবনে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না। এ বিষয়ে মতামত জানাতে পুরুষরা চুপ থাকতে ভালোবাসেন। বরং তাঁরা মনে করেন কেবল মহিলাদেরই দায়িত্ব সন্তান মানুষ করার। নারীস্বাধীনতা বা মাতৃত্ব নিয়ে তাঁদের সমবেদনা এই ষড়যন্ত্রের অঙ্গ নয় তো? ক্যারিয়ারের দোহাই দেওয়া মহিলাদের সামনে মুষ্টিযোদ্ধা মেরি কমের উদাহরণ তো সবারই জানা। সন্তান হলে ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে— এটা তো ধোপে টিকছে না! তিনি দু’টি সন্তান হওয়ার পর অলিম্পিকে ব্রোঞ্জপদক এবং তৃতীয় সন্তান হওয়ার পর এশিয়াডে স্বর্ণপদক জিতেছেন। সুতরাং, মাতৃত্বকে অযথা বিলম্বিত করা প্রকৃতির স্বাভাবিক ছন্দকে ভাঙা নয়? ■

যৌথ জঙ্গি উদ্যোগ অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে

অতিথি কলম

সুবীর ভৌমিক

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে মমতা সরকারের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের সঙ্গে শিল্পপতি রতন টাটার তরজা চলতেই পারে, অথবা বিতর্ক হতে পারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর লগ্নি টানার জন্য প্রথম বিদেশ সফর সিঙ্গাপুর নিয়ে যেখান থেকে ক'টা বাণিজ্যতরী এ রাজ্যের বন্দরগুলিতে নোঙর ফেলল সেই বিষয়ে। কিংবা শাইলক যেমন সাত সমুদ্রে সাতটি জাহাজ পাঠিয়ে তাদের ফিরে আসার জন্য ব্যাগ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন ঠিক সেই রকমই প্রশ্ন উঠছে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নির্বাচিত অফিসারদের লগ্নি আনতে বিদেশে পাঠিয়ে কত টাকার লগ্নি এ রাজ্যে এ পর্যন্ত এলো তা নিয়ে। মানছি ২০১৬-র নির্বাচন মমতাদির এখন পাখির চোখ, আর এ নিয়েই দিদির আর্থিক তৎপরতা।

বাণিজ্যে না হোক, একটা বিষয়ে দিদির বাংলা বেশ এগিয়ে— তা হলো যৌথ উদ্যোগে এ রাজ্য আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের উৎসভূমি হিসেবে উঠে আসা। বর্ধমান জেলার খাগড়াগড় বিস্ফোরণ অবশ্যই শাপে বর, তা না হলে বোঝা যেত না তিন-চারটি ইসলামিক জঙ্গিগোষ্ঠীরা এ রাজ্যে কতটা তৎপর। জাতীয় তদন্ত সংস্থার আধিকারিকরা এখন নিশ্চিত যে, বাংলাদেশের জামাত-উল-মুজাহিদিন বা জে এম বি-র মতো ভয়ানক জঙ্গিসংস্থা এ বাংলায় তাদের নিশ্চিন্ত ঠাঁই খুঁজে পেয়েছে। শুধু তাই নয়, এ রাজ্যের মাটিতে বসে তারা অনায়াসে বাংলাদেশে সন্ত্রাস চালাতে অস্ত্র এবং বিস্ফোরক বানাচ্ছে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশের ৬৩টি জেলায় পর পর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জে এম বি বেআইনি ঘোষিত হয়। কিন্তু শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর সবরকম ইসলামিক কট্টর সংগঠনগুলি এবং ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের জঙ্গিরা প্রমাদ গুনতে শুরু করে। পুলিশ ব্যাপক হারে এদের ধরপাকড় শুরু করে এবং জঙ্গিদের অনেকেই সুরক্ষা বাহিনীর হাতে প্রাণ হারায়। এদের মধ্যে নেতা-কর্মী সবই ছিল। হাসিনার পরামর্শদাতা তাঁকে পরামর্শ দেন যে তাঁর সরকার এইসব জঙ্গিদের বাংলাদেশ থেকে সমূলে উৎখাত করুক। ফলস্বরূপ জে এম বি-র প্রধান 'বাংলা ভাই' শেখ আবদুর রহমান ধরা পড়ে, দ্রুততার সঙ্গে বিচার শেষ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে বাংলাদেশ।

> **বাণিজ্যে না হোক, একটা বিষয়ে দিদির বাংলা বেশ এগিয়ে— তা হলো যৌথ উদ্যোগে এ রাজ্য আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের উৎসভূমি হিসেবে উঠে আসা। বর্ধমান জেলার খাগড়াগড় বিস্ফোরণ অবশ্যই শাপে বর, তা না হলে বোঝা যেত না তিন-চারটি ইসলামিক জঙ্গিগোষ্ঠী এ রাজ্যে কতটা তৎপর।**

এই সেই দেশ যেখানে খালেদা জিয়ার বাংলাদেশ ন্যাশানালিস্ট পার্টির (বি এন পি) আমলে কট্টর মৌলবাদীদের বাড়বাড়ন্ত হয় এবং 'আল্লাহর সিপাহী' রূপে উঠে আসা এই সরকারের দৌলতে উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গিদের বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। নদীর জলপ্রবাহ যেভাবে অবাধ গতিতে প্রবহমান হয়, ঠিক সেরকমই বাংলাদেশের জঙ্গি তৈরির কারখানাগুলি অবাধে এপার বঙ্গে চলে আসে। রাজ্যের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থান এইসব জঙ্গিদের অবাধ করিডরে রূপান্তরিত হয়। রাজ্যকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশি 'জেহাদি তাঞ্জিম' মূল ভারত ভূখণ্ডে নাশকতা চালাবার ষড়যন্ত্র করে। উত্তর-পূর্ব অংশের জঙ্গিদের নেপাল-ভুটানে যাবার প্রবেশদ্বার হিসেবে ডুয়ার্স তাদের পছন্দের স্থান হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে যারা আবার গোপনে ব্যাঙ্কক অথবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির রাজধানীতে পৌঁছতে চায় তাদের কাছে ঢাকার বিমানবন্দরের চেয়ে কলকাতা বিমানবন্দর অনেক বেশি নিরাপদ হয়ে ওঠে। বিবিসি-র এক সাক্ষাৎকারে এ রাজ্যের ভূতপূর্ব পুলিশ প্রধান দাবি করেছিলেন এরাজ্য হলো শান্তির স্বর্গ। কিন্তু এটা সর্বৈব মিথ্যা, কারণ উলফা প্রধান প্রদীপ গগৈ নব্বুইয়ের দশকে কলকাতায় নিউ মার্কেট অঞ্চলে ধরা পড়ে, কিংবা ইউ এস ইনফর্মেশন সার্ভিস লাইব্রেরির সামনে সুরক্ষা কর্মীদের ওপর জঙ্গি হামলা প্রমাণ করে দেয় এ রাজ্য আর যাই হোক 'শান্তির স্বর্গ' নয়।

বাস্তবে অনেকেরই ধারণা বর্ধমান জেলা এই উপমহাদেশের জঙ্গি- মানচিত্রে নতুন কোনো বিষয় নয়। কারণ ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহম্মদ নাসিম তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সতর্ক করে দেন। তাঁর দেশের গোয়েন্দাদের তথ্য উদ্ধৃতি করে তিনি বুদ্ধবাবুকে বর্ধমান জেলার একটি নির্দিষ্ট

মসজিদের উল্লেখ করে বলেন, তাঁর দেশের জঙ্গি মুফতি আবদুল হান্নান মুনশি সেখানে লুকিয়ে রয়েছে। মুনশি কোটালীপাড়া বোমা মামলার মূলচক্রীরূপে অভিযুক্ত। কোটালীপাড়ায় এক সভায় শেখ হাসিনা ওয়াজেদের বক্তৃতা দেবার ঠিক আগেই মঞ্চের নীচে আবিষ্কার করা হয় এক শক্তিশালী বোমা। নাসিম বুদ্ধবাবুকে বলেন, ‘যে লোকটা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সে লুকিয়ে রয়েছে বর্ধমানে কোনো এক মসজিদে।’ তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদবানীকেও বিষয়টা জানান নাসিম। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী আদবানী মসজিদে পুলিশি নজরদারি চালাবার নির্দেশ দেন এবং মাদ্রাসাগুলি যে সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর তার নিন্দাও করেন তিনি। কিন্তু দলীয় চাপের কাছে বুদ্ধদেববাবু নতি স্বীকার করে পরে তাঁর কথা থেকে ফিরেও আসেন। যদিও ভট্টাচার্যের মাদ্রাসা-বিরোধী মনোভাব যখন বাড়ছিল তখনই নির্বাচনের তাগিদে তা ধামাচাপা পড়ে। আর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ভট্টাচার্য সর্বৈব ব্যর্থ যখন তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে ইসলামিক আক্রমণের ঘটনা ঘটে। পরে তসলিমাকে চুপচাপ কলকাতা ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়।

সমকালীন বাংলার দুর্ভাগ্য হলো যে, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তসলিমাকে সুরক্ষা দিতে অপারগ হলেন, তাঁকে নতজানু হতে হলো ইসলামিক মৌলবাদের কাছে। পরবর্তীকালে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তাদের পুরস্কৃত করেন যারা তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানায়। কারণ রাজ্যের ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক। এইসব ইসলামিক প্রচারকরা বাংলায় শাসকদলের ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী। এরাই আজ সুরক্ষা পাচ্ছে, আগে কোনোদিনই তারা এমন সুরক্ষা পায়নি। এরাই তাদের শক্তি জোগায় যারা বাংলাদেশে যুদ্ধোপরাধীদের বিচারের বিরুদ্ধাচারণ করে। অনেক বাংলাদেশি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষীরা হতাশ বোধ করে যখন তারা দেখে যে, এই সেই বাংলা ১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বতোভাবে সাহায্য দিয়েছে, এখন সেই পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭১ সালের যুদ্ধপরাধী সমর্থকদের মিছিলকে সুরক্ষা দিচ্ছে যখন বাংলাদেশ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

এইসব ইসলামিক সমর্থকদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের দলে ঠাঁই দিয়েছেন। তিনি পাকিস্তানি হাইকমিশনারকে রেডকার্পেট বিছিয়ে আহ্বান জানিয়েছেন, অথচ এই সেদিনও বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতকে তিনি স্বাগত জানাননি। তিস্তা জলবণ্টনে অসহযোগিতা কিংবা ইতিমধ্যেই স্বাক্ষরিত হওয়া সীমানা সমঝোতায় মমতার কার্যকলাপ এইসব ইসলামিক জঙ্গিদের খুশি করেছে যারা চায় না শেখ হাসিনা তাঁর নিজের দেশে রাজনৈতিক ফয়দা তুলুন। সুতরাং ভারতের এক আঞ্চলিক নেত্রীর এমন আচরণ দেখেশুনে হাসিনা যারপরনাই অবাক যে, মমতার মতো এক রাজনৈতিক নেত্রী পড়শি দেশের ধর্মনিরপেক্ষ এবং ভারতবন্ধু এক সরকারের সঙ্গে কেন এমন আচরণ করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন আচরণ অবশ্যই খুশি করবে বিএনপি- জামাতদের। টেলিভিশনের এক চ্যানেলে আলোচনায় টিএমসি নেতাদের বক্তব্য থেকে বেরিয়ে এসেছে যে ঢাকায় কোন সরকার রয়েছে সে বিষয় নিয়ে তাঁরা আদৌ ভাবিত নন। হঠাৎই টিএমসি-র আচরণ দেখে মনে হচ্ছে যে, তারা গুজরাল তত্ত্বে বিশ্বাসী, যে তত্ত্বে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিষয়ে নাক না গলানোর কথা বলা হয়েছে।

তবে কি পূর্বতন মনমোহন সরকার কিংবা অধুনা নরেন্দ্র মোদী সরকার হাসিনাকে সমর্থন করে ভুল করেছে? যে হাসিনা সরকার বর্তমানে তথ্য দিয়ে ভারতের সুরক্ষাকে মজবুত করছে। ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সালে বাঙালি প্রীতির জন্য পাকিস্তান ভাগ করেননি। ইন্দিরা পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করে জাতীয় নিরাপত্তাকে আরো মজবুত করতে চেয়েছিলেন। মোদীও তাঁর মতো করে বাংলাদেশের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন গড়ে তুলে নিরাপত্তাকে আরো সুদৃঢ় করবেন। বাস্তবিকই মোদী তিস্তা জল বণ্টন এবং জমি সীমানা চুক্তির মাধ্যমে হাসিনার হাত আরও পোক্ত করবেন যাতে সে দেশের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে হাসিনার গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পায়। সম্প্রতি *দ্য হিন্দু এবং সেন্টার ফর দ্য স্টাডিজ অব ডেভেলপিং সোসাইটিজ* এক জনমত সমীক্ষা চলায়। তাতে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ ভারতের ভরসাস্থল— এই বাংলাদেশ ভারতের পুরনো বন্ধু রাশিয়ায় থেকেও বড় ভরসার জায়গা। এই বিশ্বাস গড়ে উঠেছে হাসিনার বর্তমান পাঁচ-ছয় বছরের রাজত্বকালে।

স্পষ্টত, বর্ধমান পরবর্তী তদন্তে উঠে এসেছে যে এরাজ্য জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। ভারতের ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সঙ্গে বাংলাদেশি জে এম বি এবং সম্ভবত কাশ্মীরকেন্দ্রিক পাকিস্তানি জঙ্গিদের এক গোপন আঁতাত গড়ে উঠেছে এই রাজ্যে। কল রেকর্ড থেকে এমনই তথ্য পাওয়া গেছে যে এইসব জঙ্গিরা তলে তলে যোগাযোগ রাখত পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রাজ্যের শিহোক জঙ্গি গোষ্ঠী ‘আলজিহাদের’ সঙ্গে। দক্ষিণ এশিয়ায় এই যৌথ জঙ্গি উদ্যোগের সমূলে বিনাশ দরকার। সমস্ত মুসলমানদের সন্ত্রাসবাদী তক্‌মা দেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করতে পারেন, আবার তাঁর সম্যক অধিকার রয়েছে মজফ্‌ফরনগরের মতো দাঙ্গা যাতে না লাগে সে বিষয়ে সজাগ থাকা। তবে সেই সঙ্গে তাঁর দলের মতো এক আঞ্চলিক দল পড়শি দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে কেন সৌহার্দ্যমূলক আচরণ করবেন না যখন সেই দেশ ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার প্রয়াস চালাচ্ছে। তাঁর উচিত ইসলামিক মৌলবাদকে রুখতে এ রাজ্যকে জঙ্গিদের বিচারভূমি না করে ঢাকার সঙ্গে সহযোগিতা করা।

এই তোষণ নীতি মুসলমান অধ্যুষিত সীমান্ত অঞ্চলে জেলাগুলিকে তাঁর দলকে বিশেষ রাজনৈতিক সুবিধা করে দেয়নি। বরং মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর দিনাজপুরে কংগ্রেস ও বামেরা কিছু অঞ্চলে ভাল ফল করেছে গত নির্বাচনে যখন অবশিষ্ট রাজ্যের অঞ্চলগুলি কংগ্রেস তথা বামেদের ধুয়ে মুছে দিয়েছে। খুব দ্রুত বাংলাদেশ আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এবং তাতে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিও সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের সঙ্গে গ্রাম উন্নয়নে মালদায় আম প্রসেসিং কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারেন অনেকটা ত্রিপুরার আদলে। ত্রিপুরায় গড়ে উঠেছে আনারস প্রসেসিং ইউনিট। পাকিস্তান থেকে সন্ত্রাস আমদানি করা ছাড়া সেই দেশ থেকে প্রাপ্তির আর কিছুই নেই।

(সৌজন্যে : দি টেলিগ্রাফ)

কাশ্মীর : সমস্যা ও সমাধান

ও পি গুপ্তা

‘মিশন কাশ্মীর’ শুধু জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে ক্ষমতা দখলই নয়, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ— এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই লক্ষ্য। দলের প্রতিষ্ঠাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই আত্মবলিদান দিয়েছিলেন। ‘মিশন কাশ্মীর’ প্রসঙ্গে লেখাটি যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় তা পুনর্মুদ্রিত হলো। —স্ব: স:

দীর্ঘতম কাশ্মীর সমস্যার মূলানুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে ভারতবর্ষে এমন একজন প্রধানমন্ত্রীকেও পাওয়া যায়নি যিনি বুক ঠুকে বলতে পারতেন--- গিলগিট ও বালটিস্তানের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া অঞ্চল-সহ সমগ্র জম্মু-কাশ্মীরই ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সংবিধানগতভাবে ভারতের এই প্রতিষ্ঠিত অধিকারকে জোর গলায় ঘোষণা করতে গেলে যে সাহস, ধৈর্য, কৌশল ও দূরদৃষ্টির প্রয়োজন হয়, দুঃখের বিষয় তার যথেষ্টই অভাব ছিল তাঁদের।

পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কাশ্মীর সমস্যাকে দীর্ঘায়িত করতে অনান্য যে ঘটনাগুলি সবচেয়ে বেশি দায়ী— (১) জম্মু ও কাশ্মীরের উপর্যুপরি সরকারসমূহের হিন্দু-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারগুলির ক্রমিক মদতদান ও নিস্পৃহ থাকা। (২) ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তর এবং বিদেশ মন্ত্রণালয়ের বরাবর ভারতীয় নাগরিকদের ও বিদেশের উৎসাহী মানুষজনকে কাশ্মীরের বিষয়গুলি নিয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখা অর্থাৎ প্রকৃত পরিস্থিতি না জানানো। (৩) ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ভোটাররা কোনওদিনই তাঁদের নির্বাচিত স্থানীয় লোকসভা সদস্যদের কাছে কৈফিয়ত চাননি কেন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য-সরকার যে রাজ্যে হিন্দু-বিরোধী নীতি চালিয়ে যাচ্ছে, এ সম্পর্কে তাঁদের ভূমিকা কি?

যুদ্ধের ফল ও তারপর :

মনে রাখতে হবে, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত লালবাহাদুর শাস্ত্রী জম্মু-কাশ্মীরের অন্তর্গত ‘হাজী পীর’ অঞ্চল অবলীলায় পাকিস্তানকে হস্তান্তরিত করেন। এমনটা কী ভাবা যায়, একজন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের অংশ পাকিস্তানকে উপঢৌকন দেবেন! ১৯৭১-এর যুদ্ধে ভারত পশ্চিম পাকিস্তানের ভেতর ছ’ হাজার কিলোমিটার অঞ্চল অধিকার ও ৯৩ হাজার পাক-সেনা বন্দী করে। এবারেও কোনও দীর্ঘকালীন সুবিধে আদায় ছাড়াই সিমলা চুক্তির নামে মানুষ, জমি সবই পাকিস্তানকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ভাবলে শিউরে উঠতে হয়, ১৯৭২ সালে সিমলা চুক্তির খসড়া তৈরি করতে গিয়ে যুদ্ধবিজয়ী ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে প্রস্তাব দেন ও যুদ্ধবিরতি সীমারেখাকেই আন্তর্জাতিকভাবে ভারত পাকিস্তানের মান্য সীমানা বলে চিহ্নিত করেন। নিজে কাশ্মীরি পরিবারের সন্তান হয়েও শ্রীমতী গান্ধী সম্পূর্ণ একক ইচ্ছায় পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ওপর ভারতীয় ন্যায্য দাবিকে অস্বীকার করে ভারতীয় ভূমিকে এক কথায় পাকিস্তানের হাতে সমর্পণ করেন। ভারতের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণই উত্তরকালে বিশ্বের কূটনৈতিক মহলের কাছে পাকিস্তান ও চীন অধিকৃত অঞ্চলের ভারতভূমি ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে ভারতের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা সম্বন্ধেই সন্ধিহান করে তুলেছে। ভারতীয় নেতৃকুল যত তাড়াতাড়ি এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন ততই মঙ্গল।

(বাঁ দিক থেকে) সর্দার বলদেব সিং (তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী), মহারাজা হরি সিং, শেখ আবদুল্লা ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু।

১৯৮২ সালে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় গৃহীত পুনর্বাসন বিল (Resettlement) অনুযায়ী রাজ্য সরকার পাক অধিকৃত

কাশ্মীরে বসবাস করা নাগরিকদের কাশ্মীরের ভারতীয় অংশে ফিরে তাদের সম্পত্তি পুনর্দখল করে বসবাস করার আহ্বান জানায়। মজার কথা, কেবলমাত্র পাক অধিকৃত কাশ্মীরে থাকা মুসলমানদেরই এই আবেদন করার যোগ্য বলে মানা হয়। জম্মু-কাশ্মীর সরকার পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে আসা হিন্দুদের এই সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। যদিও তারা ১৯৪৮ সাল থেকেই জম্মু- কাশ্মীরের অধিবাসী ছিল।

আরও আশ্চর্যের বিষয়, রাজ্য সরকার ফিরে আসতে উদগ্রীব হিন্দুদের নাগরিক হিসেবে গণ্য করতেই শুধু অস্বীকার করেনি, 'হিন্দু অচ্ছুৎ' নীতি অনুসরণ করে তাদের ভোটাধিকারও সরাসরি কেড়ে নেয়। পরিতাপের বিষয়, দেশের অতীত ও বর্তমান কোনও প্রধানমন্ত্রীই জম্মু-কাশ্মীর সরকারের এমন প্রকাশ্য হিন্দু-বিরোধী অবস্থান সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করেননি।

কাশ্মীর ও নেহরু :

এটা অবশ্যই সত্যি যে কাশ্মীর সমস্যা জওহরলাল নেহরুর সৃষ্টি। কেননা, (১) ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে ভারতীয় সেনারা যখন একের পর এক পাকিস্তানি ঘাঁটি জয় করে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি একতরফাভাবে যুদ্ধ থামিয়ে দেন। অপ্রয়োজনীয়ভাবে গোটা বিষয়টিকে ইউ এন ও-তে পাঠিয়ে গণভোট করার প্রস্তাব রাখেন। তিনি গণভোট প্রক্রিয়াটিকে অবশ্য ইউ এন ও'র তত্ত্বাবধানে করার সুপারিশ করেছিলেন। তবু মনে রাখতে হবে এই ধরনের মর্জিমাফিক কাজ করার কোনও সাংবিধানিক বৈধতা তাঁর ছিল না।

(২) ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে হঠাৎ করে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে (অথচ ইউ এন ও প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি ১৯৪৯ সালে কার্যকর হওয়ার কথা) ভারতীয় বাহিনীকে জম্মু-কাশ্মীরের মাটিতে ঘাঁটি গেড়ে থাকা পাকিস্তানি সৈন্যদের বিতাড়নের জন্য সমস্ত রকম সামরিক আক্রমণ বন্ধ রাখার একতরফা আদেশ দেন।

(৩) বন্ধু শেখ আবদুল্লাকে খুশি করতে তিনি মহারাজা হরি সিং-এর ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে করা ভারতভুক্তির দু'দুটি ইচ্ছাপত্রকে বাতিল করেন। ('লস্ট উই ফরগেট'—ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং)

কাশ্মীর, হরি সিং ও জওহরলাল :

কংগ্রেসের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং-এর লেখা অনুযায়ী কাশ্মীরের ভারতভুক্তি অতি নিরুপদ্রবে ও বিনা রক্তপাতে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই মিটে যেত যদি শুধুমাত্র নেহরু তাঁর অনর্থক একগুঁয়ে মনোভাব না দেখাতেন। সময়োচিত ভারতভুক্তি হলে কেবলমাত্র হাজার হাজার কাশ্মীরিদের জীবনই শুধু রক্ষা পেত না, বিগত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে চলা চরম অস্থিরতা ও অশান্তির পরিবেশ থেকেও জম্মু-কাশ্মীরের জনগণ রেহাই পেতেন। সবচেয়ে বড় কথা পাকিস্তানের সঙ্গে হোত না তিন তিনটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও।

ইতিহাসবোদ্ধারা সবসময়ই কাশ্মীর সমস্যার কথা উঠলেই মহারাজা হরি সিং-কে দুর্বলচিত্ত, দোদুল্যমান ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা একজন মানুষ হিসেবেই ছাপ মেরে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা পরিস্থিতি একটু নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখলেই বুঝতে পারতেন যে যদি সত্যিই কাউকে এই অবস্থার জন্য কাঠগড়ায় তুলতে হয় তবে তিনি হরি সিং নন— জওহরলাল নেহরু।

সাম্প্রতিক বিদেশ মন্ত্রণালয় (এম ই এ)-এর প্রকাশিত ওয়েবসাইট সঠিকভাবেই জানাচ্ছে— ১৯৩৫ সালের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট (১৯৪৭) ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে মহারাজা হরি সিং-এর স্বাক্ষরিত ইচ্ছাপত্রের ভিত্তিতে জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পূর্ণভাবে বৈধ ও আইনানুগভাবে সিদ্ধ। এই ভারতভুক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অলঙ্ঘনীয়। লক্ষণীয় এই সংযুক্তি জম্মু-কাশ্মীরের সর্বপ্রধান রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল কনফারেন্স দ্বারাও সমর্থিত। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যের কোনও শর্তসাপেক্ষ সংযুক্তিকরণ হয় না। ভারতের অন্যান্য ৫০০টি দেশীয় রাজ্যের ভারতভুক্তির সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির কোনও তফাত নেই।

আজকের পরিস্থিতি :

২০১০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মন্ত্রীপরিষদের এক সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের কাশ্মীরে মূল সমস্যা দু'টি— (১) বিশ্বাস ঘাটতি (Trust Deficit) ও (২) প্রশাসন ঘাটতি (Governance Deficit)।

অথচ প্রধানমন্ত্রীর মূল্যায়নের ভিত্তিতে বলা যায় কাশ্মীরিরা যখন 'আজাদি'র জন্য গলা ফাটায় তখন বাস্তবে তারা দুর্নীতি, স্থানীয় রাজনীতিকদের মধ্যে ঘুষের রমরমা থেকে 'আজাদি' পাওয়ার কথাই বলে। তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য চাকরির মতো প্রাথমিক প্রাপ্য অধিকারগুলিই দাবি করে। শ্রীনগর ও দিল্লীতে অবস্থানকারী জালিয়াত রাজনীতিকরা এই ন্যায্য আওয়াজকেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা বলে গুলিয়ে দেন।

প্রশাসনিক ঘাটতি :

কাশ্মীরি ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবককুল চান সেখানকার বিদ্যালয় ও কলেজগুলি যেন ঠিকঠাক খোলা থাকে, যাতে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট না হয়। এই প্রসঙ্গে সরকার যেন কড়া হাতে সেই সমস্ত চক্রান্তকারীদের বিনাশ করে যারা তরুণ-তরুণীদের গণভোট, আজাদি, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আরও স্বাধিকার ইত্যাদি অলীক ও হিংসাত্মক বিষয়গুলির দিকে বিপথচালিত করছে। পরিণামে তাদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ হয়ে পড়ছে অনিশ্চিত। সংবিধানের বৈষম্যমূলক ৩৭০ ধারা উপর্যুপরি সরকারগুলি বলবৎ রাখাই প্রশাসনিক ঘাটতির জন্য দায়ী। যে কারণে অ্যাকাউন্টেবেলিটি কমিশন, ভিজিল্যান্স কমিশন, আর টি আই-এর মতো নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থাগুলি নিজেদের এক্তিয়ার অনুযায়ী কাজই করতে পারেনি। ফলে প্রশাসনিক আধিকারিক ও রাজ্য রাজনীতিকদের দুর্নীতি লাগামছাড়া মাত্রা পেয়েছে।

৩৭০ ধারা জারি থাকার সব থেকে বিষময় প্রতিক্রিয়া হয়েছে শিল্পক্ষেত্রে। জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কোনও নাগরিক জমির মালিকানা না পাওয়ার জঘন্য শর্ত বলবৎ থাকায় দেশের

কোনও বড় শিল্পপতিই সেখানে পুঁজি বিনিয়োগ করেনি। জমি কেনা সম্ভব না হওয়ার পরিণতিতে শিল্প স্থাপন ভীষণভাবে মার খেয়েছে। যার ফলে বেড়েছে শিক্ষিত কাশ্মীরিদের বেকারত্ব। কাশ্মীরের যথার্থ উন্নতি করতে হলে অবশ্যই রাষ্ট্রপতির আদেশ মোতাবেক ৩৭০ ধারার বিলুপ্তিকরণ অবিলম্বে প্রয়োজন।

বিশ্বাস ঘাটতি :

বিশ্বাস ঘাটতির মূল আসামি জওহরলাল নেহরুর সন্তান-সন্ততি ও পরের প্রজন্ম। যারা শুধু শাসনকর্তা হিসেবে ক্ষীরটুকুই খেয়ে এসেছে। সঙ্গে আছে ভারতীয় মিডিয়া। উভয়ের কেউই নেহরুর সমর্থনে এগিয়ে আসেনি। কেউই জোর গলায় সঠিক সত্যটা বিশ্ববাসী ও কাশ্মীরিদের বোঝাবার চেষ্টা করেনি যে নেহরু গণভোটের প্রতিশ্রুতি থেকে পিছিয়ে যাননি। নেহরু রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে কাশ্মীরে গণভোটের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননি। একথা তুলে ধরতে না পারায় জঙ্গি হুরিয়ত নেতারা ও অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি বারবার নেহরু ও ভারতকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে জনতাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক দুনিয়াও সমস্যাটির প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে অন্ধকারেই থেকে গেছে।

প্রকৃত সত্য হলো ভারত নয়---পাকিস্তানই ১৯৪৮ সালের ১৩ আগস্ট ইউ এন সি আই পি-তে গৃহীত ‘গণভোট’ গ্রহণ করার পূর্ব শর্তগুলিকে সম্পূর্ণ অমান্য করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের শর্ত অনুযায়ী—

(১) গণভোট হওয়ার আগে পাকিস্তান কাশ্মীর থেকে তার সমস্ত নাগরিক ও সামরিক বাহিনীকে সরিয়ে নেবে।

(২) সেনাবাহিনী ও নাগরিক সরিয়ে নেওয়া সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা এই মর্মে রাষ্ট্রসঙ্ঘ লিখিত অনুমোদন দেবে যে শর্তগুলি যথাযথ ভাবে পাকিস্তানের দ্বারা পালিত হয়েছে।

(৩) কেবলমাত্র তখনই গণভোট নেওয়ার চূড়ান্ত প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রকৃত পরিস্থিতির দিকে নজর করলেই দেখা যাবে পাকিস্তান আজ পর্যন্ত এক নম্বর শর্তটি মানবার কোনও চেষ্টাই করেনি। রাষ্ট্রসঙ্ঘও আবশ্যিক শর্তটি পাকিস্তানকে পালন করানোর কোনও তাগিদ দেখায়নি। ফলে ‘গণভোট’ বাস্তবায়িত হওয়ার কোনও পরিস্থিতিই তৈরি হয়নি। এ থেকে এটা পরিষ্কার কাশ্মীরে ‘গণভোট’ না হওয়ার জন্য নেহরু বা ভারতের কোনও কেন্দ্রীয় সরকারই দায়ী নয়। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান খুঁজতে ভারত সরকার ও মিডিয়াকে পুরোদমে এই বাস্তব সত্যকে বিশ্ববাসীর কাছে বারবার তুলে ধরতে হবে।

ROOTS IN KASHMIR
WHAT ABOUT OUR HUMAN RIGHTS?
ROOTS IN KASHMIR
WHAT ABOUT OUR HUMAN RIGHTS?

পুনর্বাসনের দাবিতে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বিক্ষোভ।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, পাকিস্তানের ভারতস্থ রাষ্ট্রদূতরা পর্যায়ক্রমে আমাকে প্রশ্ন করে এসেছে কেন ভারত পাকিস্তানের ‘গণভোট’ প্রস্তাব মানছে না। আমাকেও বারবার একই উত্তর দিতে হয়েছে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শর্তগুলি মেনে পাকিস্তান কবে ভারত সরকারকে ‘গণভোট’ নেওয়ার চূড়ান্ত প্রক্রিয়া চালু করার অনুরোধ জানাবে। আমার এই প্রশ্নের কোনও উত্তর আজও পাইনি। পক্ষান্তরে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতেরা কুঁকড়ে গেছে। তাই আবার বলছি ব্যাপারটা নিয়ে ভারত সরকার সংবাদ সংস্থাগুলিকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুক।

ইতিহাস ও বর্তমান :

১৯৪৮ সালের ১৩ আগস্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রসঙ্ঘ জম্মু-কাশ্মীরে ভারতের পূর্ণ অধিকার ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়ে সেখানে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি মেনে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কথাও ঘোষণা করে যে কাশ্মীর থেকে পাকিস্তান তার নাগরিকদের ও সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে নেবে।

এই শর্ত পুরোপুরি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান বর্তমানে জম্মু-কাশ্মীরের ৮৬, ০২৩ বর্গ কিলোমিটার ভারতীয় জমি জবরদখল করে রয়েছে। এর মধ্যে ১৩,৫২৮ বর্গ কিলোমিটার আজাদ কাশ্মীর নামে মুখ্যত উত্তর দিকে, ৭২,৪৯৫ বর্গ কিলোমিটার অধিকৃত জমির মধ্যে রয়েছে গিলগিট, স্কার্দু, ডায়ামির, খিজার, খাঞ্চা ও হুনজা অঞ্চলের অংশ বিশেষ। ১৯৬৩ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রত্যক্ষ নির্দেশ লঙ্ঘন করে স্কাসগান-মুজতাগ উপত্যকার ৫,১৮০ বর্গ কিলোমিটার জমি পাকিস্তান চীন সরকারকে দিয়ে দিয়েছে। এদিকে ‘আকসাই চীন’ অঞ্চলে ৪২,৭৩৫ বর্গ কিলোমিটারের মতো একটা দীর্ঘ অঞ্চল চীন সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে দখল করে বসে আছে। এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুমোদিত সিদ্ধান্তের সময় চীন কোনওভাবেই জম্মু-কাশ্মীরের কোনও অঞ্চলেরই অধিকারী ছিল না বা কোনও জমিই তার দখলে ছিল না। তাহলে, ১৯৪৮ সাল-পূর্ববর্তী

অবস্থানকে পাকিস্তান ও চীন দু'জনে মিলেই ধ্বংস করেছে। বর্তমানে ১১ হাজার চীনা নির্মাণ সেনা গিলগিট ও বালটিস্তানে অবস্থান করে ১৯৪৮ পূর্ব স্থিতাবস্থাকে আরও ধ্বংস করে ফেলছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর অনুযায়ী বর্তমানে পাকিস্তান গিলগিট ও বালটিস্তান পাকাপাকিভাবে চীনকে ৫০ বছরের লিজ চুক্তিতে দিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এই বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সমস্যার সমাধানে আন্তরিক হতে গেলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে কাশ্মীরের যুব সম্প্রদায়কে সবিস্তারে পরিস্থিতি বোঝাতে হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের শর্ত অনুযায়ী গণভোট সমগ্র জম্মু-কাশ্মীরে করতে হবে। সেখানে যদি পাকিস্তান ও চীন বিভিন্ন অঞ্চল বেআইনিভাবে দখল করে বসে থাকে তাহলে গণভোট তো দিবাস্বপ্ন মাত্র। তা কোনওদিনই সম্ভব নয়। এই বাস্তব সত্যটিকে কাশ্মীরি যুবকদেরকে পরিষ্কার করে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পাকিস্তানের হীনপন্থাগুলি :

জম্মু-কাশ্মীরের গিলানীগোষ্ঠী পাকিস্তানের সঙ্গে যেতে চায়। কিন্তু জম্মু, কারগিল, লাদাখের গরিষ্ঠাংশ ভারতের সঙ্গে থাকতে ইচ্ছুক। কাশ্মীর উপত্যকার কিছু বাসিন্দা আবার ভারত, পাকিস্তান দু'য়ের বাইরে স্বাধীন কাশ্মীরের ধারণায় বিশ্বাসী। কিন্তু তারা জানে না, একান্ত নির্বোধ ধারণার বশবর্তী হয়ে রয়েছে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের ১৯৭৪ সালের সংবিধানের ৭নং ধারা অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীরের পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর ও উত্তরের গিলগিট, হানজা ইত্যাদি অঞ্চলের অধিবাসীদের এই সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার কোনও অধিকারই নেই। এখানে বলা হয়েছে অধিকৃত কাশ্মীরে— 'No person or political party in occupied J & K shall be permitted to propagate against'... বা তারা এমন কোনও কাজে অংশ নিতে পারবে না যা এই অঞ্চলের পূর্ব নির্ধারিত পাকিস্তান অন্তর্ভুক্তির আদর্শের পরিপন্থী হতে পারে।

অর্থাৎ 'অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরের' সমস্ত অধিবাসীই আইনত অঙ্গীকার করতে বাধ্য যে তারা পাকিস্তানেই অঙ্গীভূত হয়ে যাবে। পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি মেনে না নিলে কোনও রাজনৈতিক দলই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। অধিকৃত কাশ্মীরের পাকিস্তান ভুক্তি মেনে নেওয়ার মুচলেখা না দিলে কোনও নাগরিক কোনও চাকরি পারে না। কোনও গররাজি অভিভাবক তার ছেলেমেয়েদের স্কুল বা কলেজে ভর্তি করতে পারবে না। উপরে আলোচিত বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত অবস্থানগুলি (১) গণভোটের অসারতা, (২) নিজস্ব অঞ্চল না হলেও অন্য দেশকে হস্তান্তর করা, (৩) অধিকৃত অঞ্চলে জোর করে নাগরিক অধিকার হরণ করা, (৪) শিয়া-সুন্নি ভিত্তিতে অধিকৃত কাশ্মীর ও উত্তরের গিলগিট ও বালটিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যাওয়া (৫) চীনের মতো তৃতীয় দেশকে ঢুকিয়ে দিয়ে গোটা সমস্যাটিকে ত্রিপাক্ষিক করে দেওয়ার সম্পূর্ণ অবৈধ কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে উপর্যুপরি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীদের বৈদেশিক নীতিতে শিথিলতার কারণে সমস্যা আজ বিপদসীমা ছুঁয়েছে।

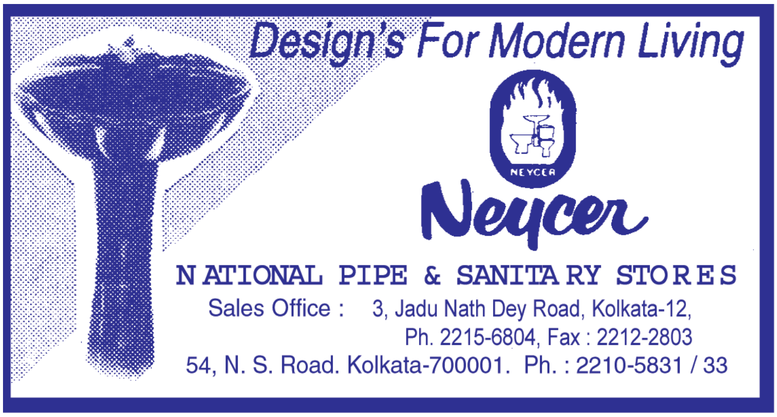

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12,
Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

দোলাচলচিত্ত প্রধানমন্ত্রীদের ব্যর্থতা বিশ্বের বহু দেশকেই কাশ্মীরে ভারতের পূর্ণ স্বাধিকারের নিরঙ্কুশ অবস্থানটিকেই আজ সন্দেহের মুখে ফেলে দিয়েছে। পরিতাপের বিষয়, ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন বহুদেশই আজ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে জম্মু ও কাশ্মীর আজ একটি বিতর্কিত অঞ্চল। এর মালিকানা সন্দেহাতীত নয়। এই তালিকায় আমেরিকাও রয়েছে।

এমন একটি দীর্ঘদিনের গেঁজিয়ে ওঠা বিষয়কে আরও ফেলে রাখলে সেটি বিশ্বের চোখে একটি তামাদি সমস্যায় পরিণত হওয়ার রাস্তায় যেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে কিছু সম্ভাব্য সমাধানের কথা আমাদের ভাবতেই হবে।

সম্ভাব্য সমাধান ভাবনা :

(১) সমস্ত রাজ্যে হিন্দু ভোটদাতারা অবিলম্বে তাঁদের দ্বারা নির্যাতিত পৌর নিগম বা পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি থেকে শুরু করে বিধানসভা সদস্য ও লোকসভা সদস্যদের কাছে সরাসরি জম্মুতে কাশ্মীরে হিন্দুদের ওপর সেখানকার সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ চাইবেন।

(২) ভারতীয় মন্ত্রী, কূটনীতিক, প্রচারমাধ্যম, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় একযোগে সত্যি কথাটা বলুন। বলুন পাকিস্তান রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঘোষিত প্রস্তাব অমান্য করে পাকিস্তানে 'গণভোটের' পরিস্থিতি তৈরিই করতে দেয়নি। তাই পাকিস্তানের ইচ্ছাকৃত অপচেষ্টায় ভারত ১৯৪৮ সালে গণভোট করতে পারেনি। মনে রাখতে হবে, ১৯৫২ সাল থেকে জম্মু- কাশ্মীরে নিয়মিত নির্বাচন হয়ে আসছে। কিন্তু পাকিস্তান ও চীন জম্মু-কাশ্মীরের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড জবরদখল করে থাকায় ১৯৪৮ সালের থেকে সীমানা পরিস্থিতি আমূল বদলে গেছে। তাই রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে গণভোটের প্রস্তাব আজ অর্থহীন ও অসার। এই পরিস্থিতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জন্য একটিই রাস্তা খোলা

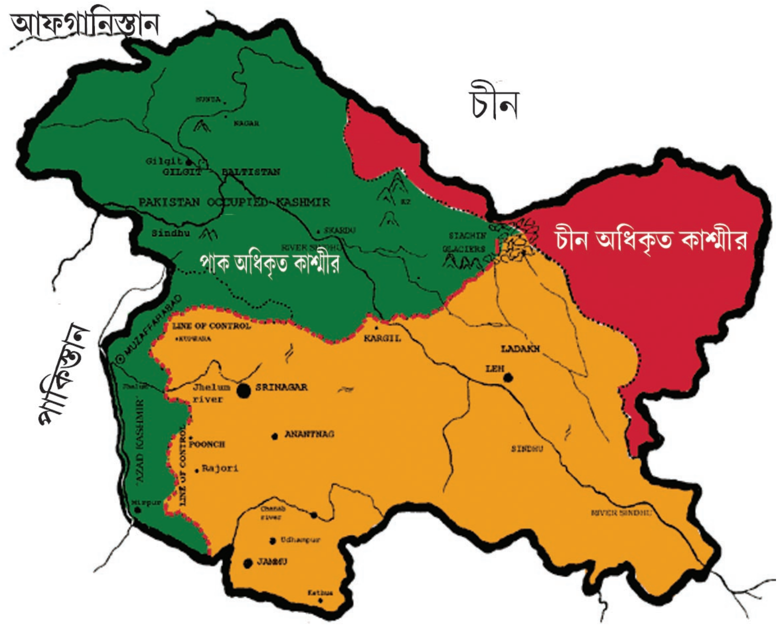
আফগানিস্তান
চীন
পাকিস্তান
HUNZA
NAGAR
Gilgit
GILGIT BALTISTAN
PAKISTAN OCCUPIED KASHMIR
Sindhu
SKARDU
K2
RIVER SINDHU
পাক অধিকৃত কাশ্মীর
SIACHIN GLACIERS
চীন অধিকৃত কাশ্মীর
MUZAFFARABAD
LINE OF CONTROL
KUPWARA
KARGIL
LADAKH
LEH
Jhelum
Jhelum river
SRINAGAR
'AZAD KASHMIR'
POONCH
ANANTNAG
LINE OF CONTROL
Rajori
SINDHU
Mirpur
Chenab river
RIVER SINDHU
Udhampur
JAMMU
Kathua

আছে,— হয় তারা পাকিস্তানে চলে যাবে, নয় ভারতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে থাকবে। ভারতীয় নেতাদের এটা বোঝার সময় অনেকদিনই হয়ে গেছে যে 'আজাদি'র জন্য জেহাদ আসলে দুর্নীতি ও স্থানীয় নেতাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার মরিয়া আবেদন।

(৩) জওহরলাল নেহরুর ওপর অন্যায় দোষারোপ করে গণভোট গণভোট করে আওয়াজ তোলা বিচ্ছিন্নতাবাদী ভণ্ডদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে।

(৪) পাকিস্তানের সঙ্গে কথা বলা সর্বাপেক্ষা জরুরি। তাদের সরাসরি দাবি জানানো, জবরদখল করা 'কাশ্মীর' থেকে তারা কবে পাততাড়ি গুটোবে? আলোচনার অভিমুখ থাকবে একটিই— কব্জায় রাখা সমস্ত অঞ্চল আগে আলোচিত উত্তরের ভূখণ্ড সমেত একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাদের ছাড়তে হবে।

(৫) অধিকৃত কাশ্মীর এবং গিলগিট থেকে ফিরে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুদের জম্মু ও কাশ্মীরে পূর্ণ ভোটাধিকার দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারের চাকরিতেও থাকবে তাদের ন্যায্য দাবি। জমি কেনার শতকরা ১০০ ভাগ অধিকার। এছাড়া রাজ্য বিধানসভায় অধিকৃত কাশ্মীরের অধিবাসীদের জন্য ছেড়ে রাখা ২৪টি আসনের মধ্যে কমকরে ১২টি আসন অধিকৃত কাশ্মীর ছেড়ে আসা হিন্দু ও শিখদের মধ্যে থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। এদের উন্নতি ও প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে একটি পৃথক বোর্ড (সংস্থা) তৈরি করা আবশ্যক।

(৬) জম্মু, লাদাখ ও কারগিলের সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকার ক্ষেত্রীয় বৈষম্য মেটানো ভীষণ জরুরি, এটিকে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে সমাধান করতে হবে। একটি উদাহরণ দিলে দেখা যাবে— জম্মুতে বসবাসকারী ৩০ লক্ষ মানুষ বিধানসভায় মাত্র ৩৭ জন প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকারী হলেও ২৮ লক্ষ জনসংখ্যার উপত্যকাবাসী ৪৬ জন বিধায়ককে নিয়মিত জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় পাঠাচ্ছেন। আবার দেখুন, জম্মুর জন্য দু'টি লোকসভা আসন বরাদ্দ হলেও উপত্যকার জন্য তিনটি আসন। বৈষম্যের বিষফল : জম্মুতে বেকারত্ব ৭০ শতাংশ, উপত্যকায় তা ৩০ শতাংশ মাত্র। লক্ষণীয় জম্মু-কাশ্মীরের কোষাগারে রাজস্বের ৭০ শতাংশ আসে জম্মু থেকেই। এ প্রসঙ্গে ৩৭০ ধারা অবিলম্বে বিলোপ করে রাজ্যে ব্যক্তিগত পুঁজির বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা, যাতে নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

(৭) ১৯৮৮ সাল থেকে জিহাদি অত্যাচারে বিতাড়িত হিন্দুদের নিরাপদ পুনর্বাসন দিতে হবে। সেটা হবে ইউনিয়ন টেরিটরির মতো নিরাপত্তা সমন্বিত উপত্যকায় একটি আলাদা অঞ্চল। অন্যান্য জায়গায়ও তাঁরা ইচ্ছেমতো বসবাস করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্ধারিত 'অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত মানুষদের' জন্য নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ দিয়েই তাঁদের ফেরাতে হবে।

(৮) ভারতের জাতীয় দলগুলি জম্মু-কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী, পুলিশ ও এমনকী নাগরিক যাঁরা প্রশাসনের কাজে লিপ্ত থেকে জঙ্গি আক্রমণে নিহত হয়েছেন সেই সব শহীদদের নিহত পরিবারগুলির হাতে নিষ্কর জমি ও পরিবার পিছু একটি করে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করুক। জম্মু-কাশ্মীর যে ভারত প্রজাতন্ত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা তত্ত্বে ও বাস্তবে প্রমাণ করতে গেলে জেহাদি সংঘর্ষে নিহত মানুষদের প্রতি এই শ্রদ্ধাঞ্জলিই হবে সেরা প্রমাণ।

(৯) মনে রাখতে হবে, যেহেতু জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিভাজ্য অংশ তাই এরই অঞ্চল বিশেষ পাকিস্তান ও চীনের বেআইনি অধিকারে থাকলেও সেখানকার নাগরিকরা আইনত ভারতেরই নাগরিক। সেই কারণে দেশের সুপ্রিম কোর্ট ও মানবাধিকার কমিশন সর্বশক্তি দিয়ে তাদের অধিকারকে সুরক্ষিত রাখবে এমনটাই হওয়া উচিত।

পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু আসন ভারত সরকার তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থাও নেবে। কারণ এর ফল সুদূরপ্রসারি। আর দেরি নয়, চক্রান্তকারীরা কিন্তু শক্তি বাড়াচ্ছে। □

(লেখক বর্তমানে ভারত রক্ষা মঞ্চের জাতীয় কার্যনিবাহী সভাপতি। ১৯৭১ সালের ব্যাচের আই এফ এস আধিকারিক। বিভিন্ন দেশে ভারতের দূত এবং হাইকমিশনারের দায়িত্ব সামলে বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত)

সৌজন্যে : অর্গানাইজার

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda
সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room
—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—
GEETANJALI FURNITURE
Jhaljhalia, Station Road, Malda
Phone : 03512-266063,
Mobile : 9733387091

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS
4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

“ধর্মবিষয়ে একজন হিন্দু-কৃষকের মনে হবে জগতের সংস্কৃতিবান শিক্ষিতদের মধ্যে অন্যতম, অপরপক্ষে এবিষয়ে একজন য়ুরোপীয় পণ্ডিত শিশুতুল্য।’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

নজরুল চর্চায় নিবেদিত একটি পত্রিকা এবং কালজয়ী কবিতা ও গানের সংকলন

রমাপ্রসাদ দত্ত

রবীন্দ্রনাথের গানে রয়েছে ‘দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা ফাগুনবাতাসে।’ রবীন্দ্রনাথের প্রবল অনুরাগী নজরুল ইসলাম তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বইয়ের নাম রেখেছিলেন : ‘দোলন চাঁপা’। ৯৯ বছর আগে তা প্রকাশ পায়। নজরুল চর্চায় নিবেদিত একটি পত্রিকার নাম দেওয়া হয়েছে : ‘দোলন চাঁপা’। ঘোষণা রয়েছে তিনমাস অন্তর প্রকাশিত হবে। প্রথম সংখ্যা আমাদের কাছে এসেছে। নজরুল বর্ধমানের চুরুলিয়ায় বড় হয়েছেন। তাঁর জীবন ও কর্মধারায় কখনও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রশ্রয় পায়নি। আবেগে উত্তাল হয়েছে তাঁর কলম। মেতে উঠেছেন। মাতিয়ে দিয়েছেন। দেশভাগ হওয়ার কয়েকবছর আগেই তিনি গুরুতর অসুস্থ হন। সেই অসুস্থতা বাকি জীবনজুড়ে ছিল। স্বাভাবিক সৃজনীশক্তি তাঁর থাকলে হয়তো কোনোভাবেই দেশ ভাগকে সমর্থন করতেন না। হিন্দু মুসলমান বাঙালি তাঁকে আপনজন মনে করেছে বরাবর। পূর্ব পাকিস্তান ‘বাংলাদেশ’-এ রূপান্তরিত হলো ১৯৭১ সালে। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার নজরুলকে পরম সমাদরে সে দেশে নিয়ে যায়। নির্বাক কবিকে নিয়ে উন্মাদনা আবেগ ছিল। কবিকে তাঁর নিজের দেশে ফেরত পাঠানো হয়নি। অথচ নিয়ে যাওয়ার সময় একবারও বলা হয়নি, ‘আমরা নজরুলকে পেয়েছি আর দেবো না।’ তলে তলে সেরকম অভিপ্রায় ছিল। এমনকী নজরুলের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কাজী সব্যসাচী মরদেহ আনার জন্যে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে বা অনুমতি ছাড়াই মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। নজরুলের স্ত্রী প্রমীলা ইসলামের মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয় চুরুলিয়ায়। অসুস্থ নজরুল কি চেয়েছিলেন জানা নেই। তবে তাঁর আত্মীয়রা চেয়েছিলেন চুরুলিয়ার মাটিতেই নজরুলের শেষ শয্যা হোক। প্রমীলা ইসলামের কবরের পাশে। বাংলাদেশ থেকে কাজী সব্যসাচী ফিরে এসেছিলেন পিতার সমাধির মাটি নিয়ে। সেই মাটি রাখা হয় চুরুলিয়ায়। এই ঘটনাটায় এদেশের নজরুল অনুরাগীরা গভীর দুঃখ পান। রাষ্ট্রীয় স্তরে বাংলাদেশকে কোনরকম কড়াবার্তা পাঠানো হয়নি ওই ধরনের আচরণের জন্যে। বাংলাদেশ নজরুলকে নিয়ে কি করছে না করছে তা নিয়ে আমাদের আদৌ মাথাব্যথা নেই। আমাদের দেশে নজরুলচর্চা কমবেশি চলেছে বহু বছর ধরে এটা মানতেই হবে। মীরাতুন নাহারের সম্পাদনায় নজরুল চর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে ‘দোলন চাঁপা’ প্রকাশিত হয়েছে। অভিনন্দনযোগ্য প্রয়াস। প্রথম সংখ্যার মধ্যে আন্তরিক যত্ন ভাবনার পরিচয় রয়েছে। অনেকে মিলে একটা ভালো কাজে ব্রতী হওয়ার প্রয়াস। উদ্দেশ্য স্পষ্ট বলা : ‘সমগ্র জাতির গর্ব এই মানুষটিকে বোঝার ব্যর্থতা থেকে নিজেদের উদ্ধার করা।’

পুরোনো দিনের কিছু কালজয়ী কবিতা ও গানের সংকলন
ঃ সম্পাদনায় ঃ
শ্রী অনিলবরণ নায়ক
এম.এ. বি.টি.

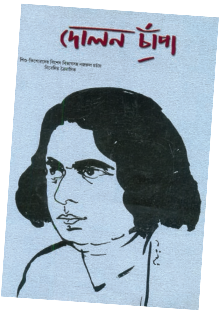

পত্রিকাটির দু’টি বিভাগ। প্রথমে রয়েছে নজরুলচর্চা। তারপর শিশু- কিশোরদের বিভাগ। একটি কবিতায় লেখা হয়েছে নজরুলকে নিয়ে : ‘তাঁকে মাপার সঠিক যোগ্যতা আমাদের নেই। তাঁকে আমরা কি দিয়েছি? কিছুই না। / চুরুলিয়ার একমুঠো মাটি, এক চামচ পানিও না।’ অনেকগুলি লেখাই বার বার পড়ার মতো। আমাদের আশা, দোলন চাঁপা নির্দিষ্ট ব্যবধানে নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

বইয়ের মলাটে সম্পাদকের নাম এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যা সচরাচর স্কুলপাঠ্য বইয়ের মধ্যে থাকে। লেখক আত্মপরিচয় দিয়েছেন ভালোভাবে। পিছনে রয়েছে তাঁর পূর্ণাবয়ব ছবি। গাছ ফুল এসব ভালোবাসেন— এই পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। ‘পুরনো দিনের কিছু কালজয়ী কবিতা ও গানের সংকলন’ ৬৪ পৃষ্ঠার বইটির নাম। ‘পুরনো দিন’ উল্লেখ করে কালজয়ী শব্দটা বসানো হয়েছে। যা কালজয়ী তা চিরদিনের। গতদিনের, আজকের এবং আগামীদিনের। ক্ষণকালের গণ্ডীতে সেসব সৃষ্টিকে বেঁধে রাখা যায় না। ফিরে ফিরে তা নতুনভাবে পড়তে বা শুনতে হয়। অনুভব বা উপলব্ধিকেও কোনোরকম ছাঁচে ঢালা সম্ভব নয়। বিভিন্ন পাঠক বা শ্রোতার কাছে সম্পূর্ণ অন্যরকমভাবে ধরা দেয়।

সংকলিত হয়েছে ৭৩টি কবিতা। কোনোটি শুধুই কবিতা, কোনোটি গান। শুরুর লেখা মধুসূদন দত্ত-র বঙ্গভাষা’। ‘মাতৃ-ভাষা-রূপখানি, পূর্ণ মণিজালে’— একথা লেখা। সংকলিত লেখার মধ্যে আবেগ স্পষ্ট। কবিতার সঙ্গে কবির জন্ম মৃত্যু তারিখ উল্লেখ করলে ভালো হোত। অনেক লেখার মধ্যে কিছু ছাপার ভুল রয়ে গেছে। পাঠকরা যে বয়সেরই হোক না কেন তাদের সবসময় মর্যাদা দেওয়া দরকার। সেজন্যে প্রকাশ কর্মে যত্ন থাকা চাই সবসময়। ‘শ্রদ্ধাঞ্জলি’ শব্দটা ‘শ্রদ্ধাঞ্জলী’ ছাপা হয়েছে। এতে শ্রদ্ধার প্রকাশে ঘাটতি না পড়ুক ছাপার অক্ষরে ভুলগুলো থেকে যায়— এটাই ভাবনার এবং দুঃখের।

দোলন চাঁপা।। সম্পাদক মীরাতুন নাহার। ৬৪জি, লিন্টন স্ট্রিট কলকাতা ১৪। দাম : ৪০ টাকা।

পুরনো দিনের কিছু কালজয়ী কবিতা ও গানের সংকলন। অনিলবরণ নায়ক। মাঠকুঠি, পাইকপাড়া, সিউড়ি, বীরভূম। দাম : ২৫ টাকা।

ফঃ৫

সমাবেশ সমাচার

‘সক্ষম’-এর জাতীয় অধিবেশন

গত ৭, ৮, ৯ নভেম্বর ‘সক্ষম’-এর সপ্তম জাতীয় অধিবেশন হয় মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে। অধিবেশনে সারাদেশ থেকে ৮০১ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। এর মধ্যে ‘বিশেষ যোগ্য জন’ (বিকলাঙ্গ) প্রতিনিধি ২৪৫ জন এবং মহিলা ১৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৭ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অধিবেশনের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী। সংগঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন সক্ষম-এর সংগঠন সম্পাদক কমলেশ কুমার। অধিবেশনে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সেবাপ্রমুখ সুহাসরাও হিরেমঠ। অধিবেশনে অখিল ভারতীয় সহ-সম্পাদক হিসেবে সুকুমারজীর নাম ঘোষিত হয়।

सक्षम
ष्ट्रीय अधिवेशन, जबलपु

মঞ্চে বাঁ দিক থেকে সীতারাম গুপ্তা, মিলিন্দ কাসবেকর, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং অখিল ভারতীয় সেবা প্রমুখ সুহাসরাও হিরেমঠ।

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের জেলা সম্মেলন

গত ৬ নভেম্বর হুগলী জেলার আরামবাগে বালিবেলা সরস্বতী শিশু মন্দিরে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের বিজয়া ও দীপাবলি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নবকুমার ধাড়া ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জয়রামবাটী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দজী মহারাজ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য। সম্মেলনে হুগলী জেলায় শিক্ষক সঙ্ঘের কাজ পরিচালনার জন্যে কমিটি ঘোষিত হয়। সভাপতি— দেবাশিস বেজ, সম্পাদক— সুজন কুমার সাঁতরা এবং কোষাধ্যক্ষ হিসাবে তারাশঙ্কর চক্রবর্তী নির্বাচিত হন। বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের কাজের জন্য একটি আহ্বায়ক গোষ্ঠী ঘোষিত হয়। শিক্ষক সনাতন বৈরাগী, অরূপ সাহা এবং উত্তম সাহাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

গত ৯ নভেম্বর উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জ শহরে সরস্বতী শিশুমন্দিরে সরস্বতী বন্দনা ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক সুনীল সরকার এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক গোপেশ সরকার। আগত শিক্ষক প্রতিনিধিদের উদ্দেশে স্বাগত ভাষণ দেন সুব্রত সরকার। সম্মেলনে জেলা কমিটি ঘোষিত হয়। সভাপতি পুলকপতি ত্রিবেদী, সম্পাদক বাপী প্রামাণিক ও কোষাধ্যক্ষ তুষারকান্তি সাহা সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। সম্মেলনে বঙ্গীয় নব উন্মেষের প্রাথমিক শিক্ষকরাও উপস্থিত ছিলেন। জেলার কাজের জন্য সভাপতি রাজনারায়ণ দাস, সম্পাদক সুব্রত সরকার ও কোষাধ্যক্ষ সঞ্চয় হালদার নির্বাচিত হন।

গত ১৬ নভেম্বর বর্ধমান শহরে সরস্বতী শিশুমন্দিরে বর্ধমান জেলার বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক বনমালী পাল। বিজয়া ও দীপাবলির প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শাশ্বত জীবন মূল্যের উপরে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলার সভাপতি শিবমুনি সাউ। উল্লেখ্য, সর্বভারতীয় শিক্ষক সঙ্ঘের দাবির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পশ্চিমবঙ্গের আটটি জেলা থেকে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি সংশোধন ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়। তিনটি সম্মেলনেই বঙ্গীয় শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের সংগঠন সম্পাদক নারায়ণ পাল উপস্থিত ছিলেন।

আন্দামানে বালাসাহেব দেশপাণ্ডের জন্মশতবর্ষ পালন

वनवासी कल्याण आश्रम मायाबंदर

বক্তব্য রাখছেন অতুল জোগ।

वनवासी कल्याण आश्रम M.ANDAMAN
15 नवम्बर, 2014 (SATURDAY)
जिला परिषद सामुदायिक सभागार, RANGAT

অনুষ্ঠানে বনবাসী নৃত্য।

গত ১৫ অক্টোবর শনিবার আন্দামানের রঙ্গত জেলায় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বনযোগী বালাসাহেব দেশপাণ্ডের জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা সভাপতি কন্দস্বামী। বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সর্বভারতীয় সহ-সংগঠন সম্পাদক অতুল জোগ বনযোগী বালাসাহেব দেশপাণ্ডের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুণ্ডার প্রেরণাদায়ী জীবন আলোচনা করেন চরণ সিং। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার ত্রিবেদীজী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এক্সিউটিভ ইঞ্জিনিয়র সৌমিত চৌধুরী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ত্রিবেদীজী সারাদেশ ব্যাপী বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কাজকে সাধুবাদ জানান। ৭০০ জন নাগরিক এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শেষে জনজাতি সমাজের নৃত্যগীত পরিবেশিত হয়। এখানে ছাড়াও বালাসাহেব দেশপাণ্ডের জন্মশতবর্ষ গত ৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় পোর্ট ব্লেয়ারে এবং ৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় মায়াবন্দরে।

‘শ্রদ্ধা’র শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান

গত ৯ নভেম্বর সিউড়ি শহরের শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ মন্দিরে ‘শ্রদ্ধা’ বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে ৯৫ বছরের ভানুমতী দাসকে। তিনি ওই মন্দির ও পার্শ্বস্থিত মা মনসা মন্দিরের সেবিকা মা। এলাকায় তিনি কাটি পিসি নামে পরিচিত। মন্দির পরিচালন সমিতির সম্পাদক ননীগোপাল ঘোষ অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কাকলি দাস। প্রাস্তাবিক বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বেণীমাধব উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য। শ্রদ্ধার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু মন্দির কর্তৃপক্ষ-সহ উপস্থিত সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানান।

শ্রদ্ধা
প্রণবানন্দ পল্লী, সিউড়ী, বীরভূম

নাগপুরে ধর্মজাগরণ অভ্যাস বর্গ

ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা অভ্যাস বর্গ গত ৭, ৮, ৯ নভেম্বর নাগপুর রেশমবাগে অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশ থেকে ১২২৭ জন কার্যকর্তা এই বর্গে উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত এবং সহ- সরকার্যবাহ ড. কৃষ্ণগোপাল অভ্যাস বর্গে উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণবঙ্গের ১৫ জন ও উত্তরবঙ্গের ১২ জন কার্যকর্তা অভ্যাস বর্গে অংশগ্রহণ করেন।

বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের মনজীভাই প্যাটেল। ভাবনগর জেলায় বিগত ৪০ বছর ধরে ধর্মজাগরণ ও সেবা কাজের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে ৭০০ গ্রামের হাজার হাজার নর-নারীকে সক্রিয় করেছেন।

সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের চারটি ধ্যেয়বাক্যের উল্লেখ করে সুস্পষ্ট দিশা নির্দেশ করেন— (১) হিন্দু জাগাও, (২) হিন্দু বাঁচাও, (৩) হিন্দু বাড়াও, (৪) হিন্দু সামলাও।

তিনদিন ব্যাপী এই অভ্যাস বর্গে দ্বিতীয় দিন বিভিন্ন চর্চাগট অনুসারে প্রান্ত, বিভাগ ও জেলাস্তরের কার্যকর্তার সঙ্গে বিভিন্ন অধিবেশনে শ্রীভাগবত পথনির্দেশ করেন।

ভারতবর্ষের প্রমুখ ধর্মাচার্যরা হিন্দুসমাজকে ধর্মান্তরকরণের বিপদ থেকে কীভাবে রক্ষা করেছিলেন সে বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন সহ-সরকার্যবাহ ড. কৃষ্ণগোপাল।

দেশের পূজ্য সাধুসন্তরা ভারতীয় জীবন মূল্যবোধের আদর্শ এবং তার বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিষয়ে আলোকপাত করেন পূজ্য মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজী, স্বামী পরমাত্মানন্দজী ও স্বামী জীতেন্দ্রনাথজী মহারাজ।

সারাদেশের পরাবর্তন কাজে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য সম্মান জানানো হয় দিল্লীর বিশিষ্ট লেখক ও হিন্দু রাইটার্স ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা কে. ভি. পালিওয়াল, ছত্রিশগড়ের যশপুর নগরের যুবরাজ প্রতাপ সিং, রাজস্থানের বংশাবলি সংরক্ষণ ও সম্বর্ধন সংস্থানের অখিল ভারতীয় সভাপতি রাও মহেন্দ্র সিং বরোজ-সহ দশ ব্যক্তিত্বকে।

ইতিহাসের বিভিন্ন কালখণ্ডে ভারতের পুজ্য সন্ত মহাত্মা, জাতীয় মনীষী ও রাজন্যবর্গ যাঁরা পরাবর্তনের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত বন্ধুদের হিন্দু সমাজে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন তাঁদের সচিত্র প্রদর্শনী এবং তথ্যাত্মক বিবরণ সকল কার্যকর্তার মনকে উৎসাহিত করেছে।

সব মিলিয়ে নাগপুরে অনুষ্ঠিত এই ধর্মজাগরণের প্রশিক্ষণ বর্গ যে উৎসাহপূর্ণ ছিল, যোগদানকারীদের বক্তব্যেই তা প্রকাশ পেয়েছে।

পরলোকে স্নেহলতাদেবী

গত ২৩ নভেম্বর রাতে স্নেহলতা দাশ পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮৩ বৎসর। বার্ধক্যজনিত রোগে তিনি অসুস্থ ছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের প্রবীণ প্রচারক তথা পূর্বক্ষেত্রের প্রজ্ঞাপ্রবাহের সংগঠন সম্পাদক অরবিন্দ দাশের তিনি মাতৃদেবী। তিনি ৬ পুত্র ও ১ কন্যা এবং নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন। কাঁথি মহকুমার বামুনিয়া গ্রামের প্রয়াত শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণ দাশের তিনি ধর্মপত্নী। হরেকৃষ্ণবাবু সঙ্ঘের একজন শুভানুধ্যায়ী। তাঁরই প্রচেষ্টায় ওই অঞ্চলে সঙ্ঘের কাজ শুরু হয়। ওই গ্রামের শাখা থেকেই চারজন স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে বেরিয়েছেন। তাঁর পরিবারের সকলেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক।

স্নেহলতা দেবীর প্রয়াণে আমরা একজন মাতৃসমা-কে হারালাম। শ্রীভগবানের কাছে আমরা তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করছি।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ
গঙ্গাসাগর জেলা

ফলতায় বুকস্টল

গত ১৫ থেকে ২২ নভেম্বর সপ্তাহব্যাপী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ফলতা থানার ফতেপুর গ্রামে রাসমেলা উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে বুকস্টল দেওয়া হয়। জেলা প্রচারক তন্ময় ভুঁই একদিন বুকস্টল পরিদর্শন করেন।

শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম রূপকার শম্ভু মিত্র

বিকাশ ভট্টাচার্য

আধুনিক বাংলা নাটকের অন্যতম রূপকার শম্ভু মিত্রের দোহারা চেহারা, তীক্ষ্ম নাক ও চোখ, শ্যামলা গায়ের রঙ তাঁকে সব ধরনের চরিত্রে অভিনয়ের উপযোগী করেছিল। স্পষ্ট, মার্জিত ও অর্থবহ সংলাপ বলা, স্বরক্ষেপণ ও মডিউলেশন এতটাই পরিশীলিত ছিল যে, গড়পড়তা অভিনেতাদের তাঁর ধারে কাছে যাওয়ার উপায় ছিল না।

গ্রুপ থিয়েটারের এই পুরোধা পুরুষের অভিনয় জীবনের সূচনা হয় কিন্তু তথাকথিত বাণিজ্যিক থিয়েটারেই। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে রঙমহল থিয়েটারে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মালা রায়' নাটকে এক ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করেন। পরিচালক নরেশ মিত্র। এরপর একে একে 'রত্নদীপ', অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় 'ঘূর্ণী', বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় 'জয়ন্তী', নাট্যনিকেতনে 'কালিন্দী' এবং 'মাটির ঘর' নাটকেও অংশ নেন। শিশির কুমার ভাদুড়ির শ্রীরঙ্গম মঞ্চেও অভিনয় করেছেন। খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কোনো চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ কখনও পাননি বটে তবে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরী এবং অবশ্যই শিশির কুমার ভাদুড়ির মতো দিকপাল অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনয় করে সফল অভিনেতা রূপে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। বিশেষত, শিশির ভাদুড়ির স্বরক্ষেপণ ও স্পষ্ট উচ্চারণের প্রভাব তাঁর মধ্যে থেকে গিয়েছিল। এর পরে গণনাট্য সঙ্ঘের হয়ে 'জবানবন্দী', 'ল্যাবরেটরি' এবং বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে যৌথ পরিচালনায় 'নবান্ন' নাটক করেন এবং অসম্ভব সাফল্য পান। 'নবান্ন' সর্বঅর্থেই নবনাট্য আন্দোলনের এক মাইলস্টোন। স্বাধীনতার পর কমিউনিস্ট পার্টি গণনাট্য সঙ্ঘের ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে নানারকম ফরমায়েস দিতে থাকে। শম্ভু মিত্র বুঝতে পারলেন বড় বেশি মাপজোকের মধ্যে কাজ করতে হবে। শিল্প, সৃজনশীলতা কখনও অর্ডারমাফিক হয় না। শম্ভু মিত্র কিছু সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে গণনাট্য সঙ্ঘ ছেড়ে চলে এসে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু প্রমুখ নিয়ে গড়ে তোলেন 'বহুরূপী'। ১৯৪৮-এ সূত্রপাত আর ১৯৫০-এর ১ মে তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। শম্ভু মিত্র কোনো পদাধিকারী ছিলেন না, কিন্তু তিনিই সর্বেসর্বা। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বহুরূপীর একের পর এক সফল প্রযোজনা। তখন সব নাট্যমঞ্চেই বাণিজ্যিক থিয়েটারে দাপট। বহুরূপী বা অন্যান্য গ্রুপ থিয়েটার সকালে নিউ এম্পায়ারে নাটক করত। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী, রাজা, চার অধ্যায়, ঘরে বাইরে, ইবসনের ডলস হাউস অবলম্বনে পুতুল খেলা এবং দশচক্র, সোফোক্লেশ অবলম্বনে রাজা ওয়াদিপাউস এবং বিজয় তেন্ডুলকার অবলম্বনে চুপ! আদালত চলছে। এই সমস্ত নাটকই এই প্রতিবেদকের দেখা। তখন বাংলা আধুনিক থিয়েটার মানেই শম্ভু মিত্র। নান্দীকারের অজিতেশ, রুদ্রপ্রসাদ, লিটল থিয়েটার গ্রুপের উৎপল দত্ত— সবাই মন্ত্রমুগ্ধ! উৎপল দত্ত লিখেছেন, 'কোনো দ্বিধা সংশয় ব্যতিরেকেই বলা যায় বর্তমান ভারতীয় থিয়েটারে শম্ভু মিত্র আমাদের মহত্তম অভিনেতা। বাক্ প্রক্ষেপে ও আঙ্গিক অভিব্যক্তিতে তাঁর পরিমিতি বোধে তাঁর কয়েক মাইলের মধ্যে কেউ দাঁড়াতে পারবেন না।'

শিশির কুমার চেয়েছিলেন, জাতীয় নাট্যশালা যেখানে তিনি নতুন প্রজন্মকে নিয়ে নাটকের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। রাষ্ট্র তা তাঁকে দেয়নি। অভিমানে 'পদ্মশ্রী' প্রত্যাখ্যান করেন। শম্ভু মিত্রও চেয়েছিলেন একটি জাতীয় নাট্যশালা। কিছু গ্রুপ থিয়েটারকে সঙ্গে নিয়ে বেশ কিছু নাট্য উৎসব করে অর্থও সংগ্রহ করেছিলেন। সরকার দেয়নি তাঁকে এক টুকরো জমি। অভিমানে সংগৃহীত অর্থ সরোজ গুপ্তর ক্যান্সার হসপিটালে দান করে দেন।

প্রচণ্ড অভিমানে বহুরূপী ত্যাগ করেন ১৯৭৩ সালে। তাঁর স্ত্রী তৃপ্তি মিত্র তখন বহুরূপীর হাল ধরেন। একরকম ঘরের মধ্যে বন্দীই থাকতেন। কন্যা শাঁওলি সঙ্গে থাকতেন। কন্যার পঞ্চম বৈদিকের হয়ে তাঁর শেষ অভিনয় ১৯৮৫-তে। নিজের নির্দেশনায় 'দশচক্র' নাটকে ডাঃ পূর্ণেন্দু গুহের চরিত্রে। যে চরিত্রে তিনি ১৯৫২ খৃস্টাব্দে অভিনয় করেছিলেন। বয়সের ভার তাঁর অভিনয়কে তাঁর কণ্ঠকে এতটুকুও নিষ্প্রভ করতে পারেনি। শেষ জীবনে চোখে খুব কম দেখলেও কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতায় মঞ্চে স্বাভাবিক ছিল তাঁর চলাফেরা।

তাঁর বেতার অভিনয় আজও শোনা যায়। বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাহার নামটি রঞ্জনা', বুদ্ধদেব বসুর বেশ কিছু কাব্যনাটকে তিনি অসামান্য অভিনয় করেছেন। তাঁর মঞ্চনাটক আজকের প্রজন্ম দেখতে না পেলেও— তাঁর বেতার নাটক এখনও শুনতে পায়। শম্ভু মিত্র বহু চলচ্চিত্রে অভিনয় ও পরিচালনা করেছেন। বাংলায় মানিক, শুভবিবাহ এবং হিন্দীতে রাজকাপুর অভিনীত 'জাগতে রহো'। ১৯৮৭-র ১৮ মে মধ্যরাত্রে তাঁর মৃত্যু। তাঁর নির্দেশে সকলের অজান্তে সিরিটি শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য হয়।

শব্দরূপ-৭২৯ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

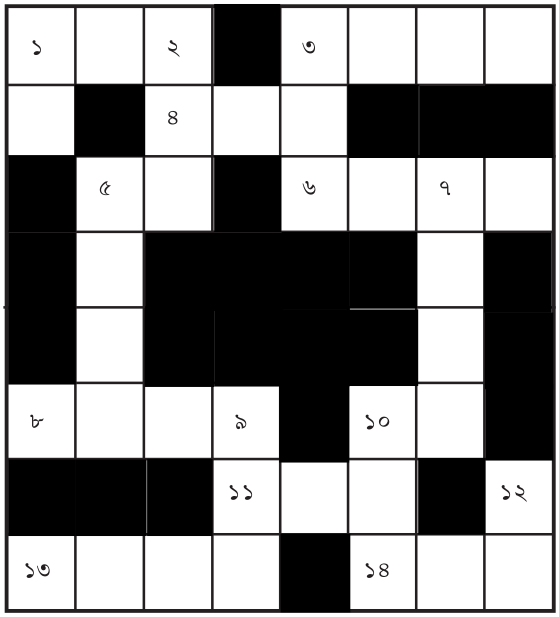

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** বিশ্বামিত্র; কুশিকের পুত্র, **৩.** বিষ্ণুর গদা, **৪.** দেবতার দ্বারা আবিষ্ট হইয়া যে কথা বলে; যে বেশি কথা বলে, **৫.** দৃষ্টিহীন, **৬.** ঘটা করিয়া আরম্ভ, **৮.** কড়ে আঙুল, **১০.** হস্তী, **১১.** তৃণধান্য, **১৩.** বৃন্দাবনের পর্বত বিশেষ যাহা কৃষ্ণ তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, **১৪.** ইক্ষ্বাকুবংশের কুলগুরু ঋষিবিশেষ।

উপর-নীচ : **১.** তান্ত্রিক বামাচার, **২.** কন্ধকাটা, মাথাকাটা ভূতবিশেষ, **৩.** কুরুবংশীয়, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, **৫.** প্রেতোদ্দিষ্ট-দান গ্রহণকারী পতিত ব্রাহ্মণ, **৭.** অসুরবিশেষ যাহার এক বিন্দু রক্ত ভূমিতে পড়িলে আর একটি ওইরূপ অসুর জন্মিত, **৯.** অবিবাহিত কন্যার গর্ভজাত, **১০.** ‘মোদের—, মোদের আশা/আ মরি বাংলাভাষা’, **১২.** গোরু চরাইবার মাঠ।

সমাধান
শব্দরূপ-৭২৬
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুবীর মাহাত
ঝালদা, পুরুলিয়া

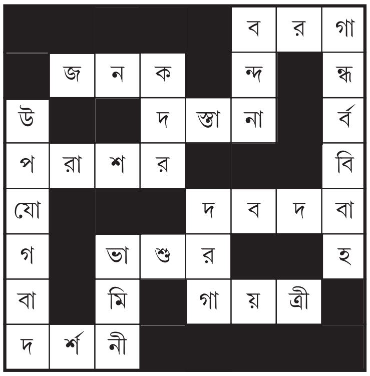

■	■	■	■	■	ব	র	গা
■	জ	ন	ক	■	ন্দ	■	ন্ধ
উ	■	■	দ	স্তা	না	■	র্ব
প	রা	শ	র	■	■	■	বি
যো	■	■	■	দ	ব	দ	বা
গ	■	ভা	শু	র	■	■	হ
বা	■	মি	■	গা	য়	ত্রী	■
দ	র্শ	নী	■	■	■	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

□ ৭২৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৯ ডিসেম্বর ২০১৪ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু’দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর ‘চিঠিপত্র’ কথাটি অবশ্যই লিখবেন। ‘চিঠিপত্র’ **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর ‘শব্দরূপ’ লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু’টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

SURYA

EVERY CITY EVERY HOME

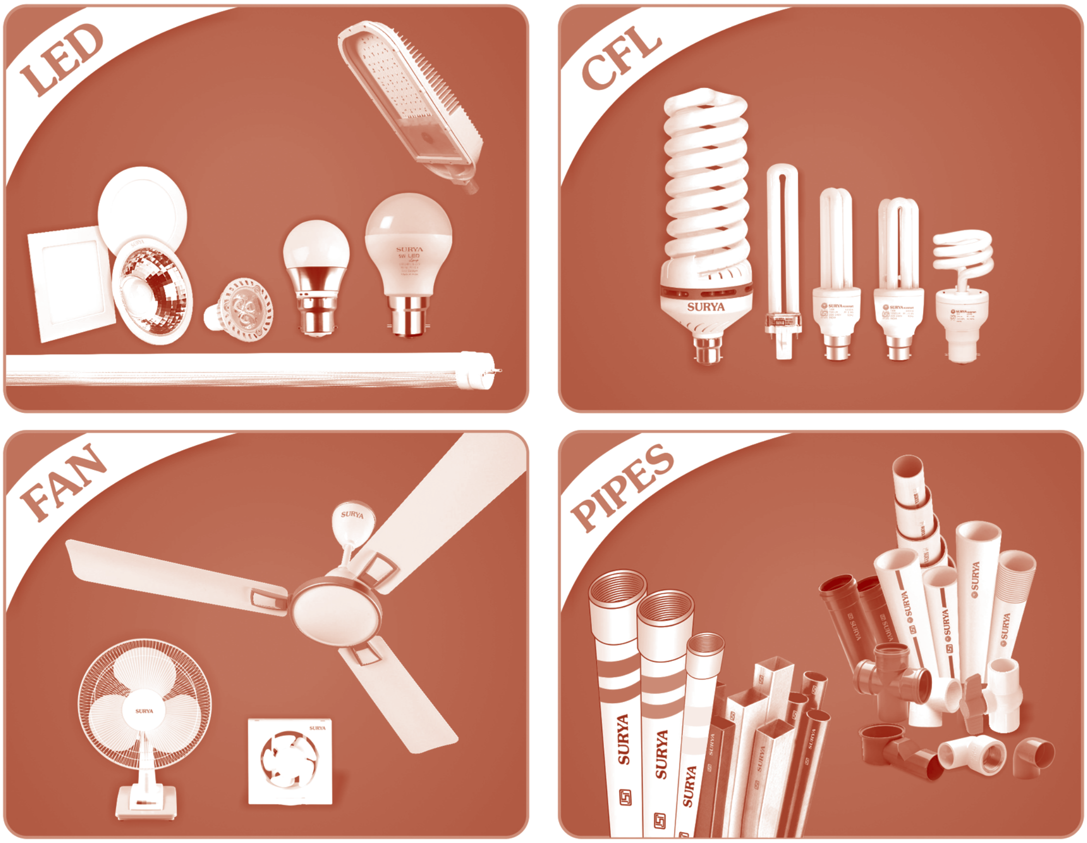

The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from

EVERY CITY EVERY HOME

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

সঙ্ঘের শাখার বৈঠকে পুলিশি তাণ্ডব বারুইপুরে

সংবাদাদাতা॥ বারুইপুরের জয়তলা গ্রামে গত ১৬ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্থানীয় শাখার এক ঘরোয়া বৈঠকে বারুইপুর থানার ওসি-র নেতৃত্বে পুলিশ তাণ্ডব চালায়। বৈঠকে প্রায় ১৫০ জন স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন। ওসি কংস বণিক পুলিশবাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে সঙ্ঘের সেই ঘরোয়া বৈঠক বন্ধ করতে বলেন। ঘরোয়া বৈঠক কেন বন্ধ করা হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি আর এস এসের কোনো বৈঠক করতে দেবো না। তারপর বলেন, ‘আমি খুব চাপে আছি’। এস আই সুব্রত দাস ভারতমাতার ছবি ভেঙে দেন এবং বৈঠক বন্ধ করতে বাধ্য করেন। স্থানীয় জনসাধারণের বক্তব্য, পুলিশ রাজনৈতিক চাপে এসব করতে বাধ্য হচ্ছে। উল্লেখ্য, এলাকায় কৃষক স্বয়ংসেবকদের জমিতে তৃণমূল ঝাণ্ডা পুঁতে দিয়ে ধান কাটতে বাধা দিচ্ছে।

গোসাবায় পুলিশি তাণ্ডব

সংবাদাদাতা॥ গত ৯ নভেম্বর গোসাবায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রভাত শাখা চলাকালীন গোসাবা থানার ও সি বজলুর রহমান, এস আই প্রদীপ পাল সঙ্ঘস্থানে প্রবেশ করে স্বয়ংসেবকদের শাখা বন্ধ করতে বলেন। স্বয়ংসেবকরা যুক্তি দেখান, সারা দেশে ৪৪ হাজার শাখা চলছে এবং শাখা চালানো সংবিধান বিরোধী নয়। কিন্তু এস আই প্রদীপ পাল জোর খাটিয়ে স্বয়ংসেবকদের শাখার মাঠ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। পরে কার্যকর্তারা থানায় ওসি-র সঙ্গে দেখা করতে গেলে ওসি বলেন, থানার অনুমতি নিয়ে শাখা করতে হবে। যত শাখা চলছে তার তথ্য তাঁকে দিতে হবে।

স্বয়ংসেবকরা অবশ্য দৃঢ়ভাবে আগের মতোই শাখা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্থানীয় লোকেদের বক্তব্য, তৃণমূল নেতাদের চাপে পুলিশ এসব করছে।

ইস্পাত উৎপাদনে ভারত চতুর্থ স্থানে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত এখন ইস্পাত উৎপাদনে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে। চীন, জাপান ও আমেরিকার পরই পৃথিবীতে এখন ভারতের স্থান। বিশ্ব ইস্পাত সঙ্ঘের পরিসংখ্যান অনুসারে এখন বিশ্বে ইস্পাত উৎপাদনে ১.৮ শতাংশ বেড়েছে। গত বছর এসময় ভারতে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬.১ কোটি টন। শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে, এখন চীন প্রথম স্থানে আছে। তাদের উৎপাদন বছরে ৬১.৮ কোটি টন।

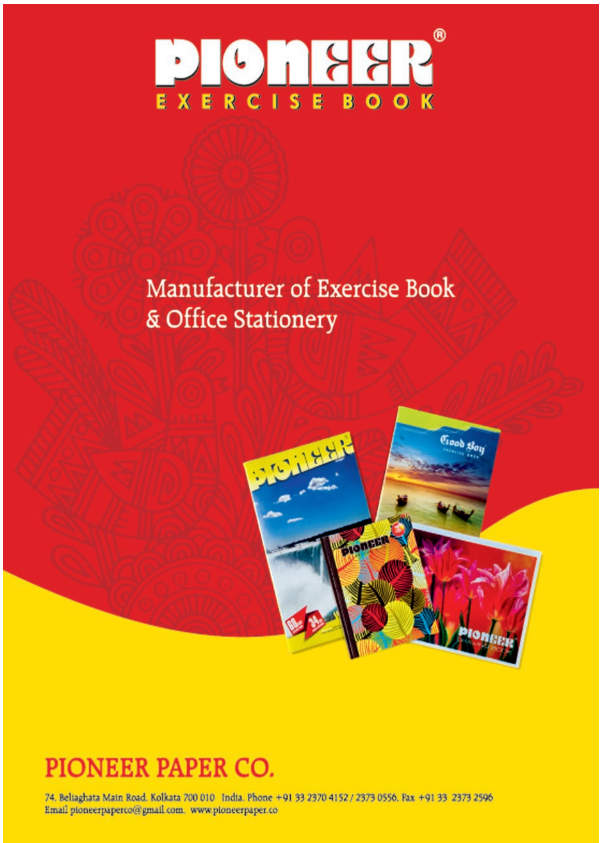
PIONEER®
EXERCISE BOOK

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নেত্রদান মহাদান

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
1 December - 2014

INTERNATIONAL INTELLECTUAL FORUM OF BENGALI HINDUS

(A worldwide organization for the Justice of Bengali Hindus)

KNOWLEDGE **UNITY** **ACTION**

WE DEMAND

Home Land for Bengali Hindus in Bangladesh.

Revival of Jute Industry of West Bengal by increasing the demand of Jute at domestic market by banning the use of synthetic bag for packaging of food grains and vegetables in in cold storage.

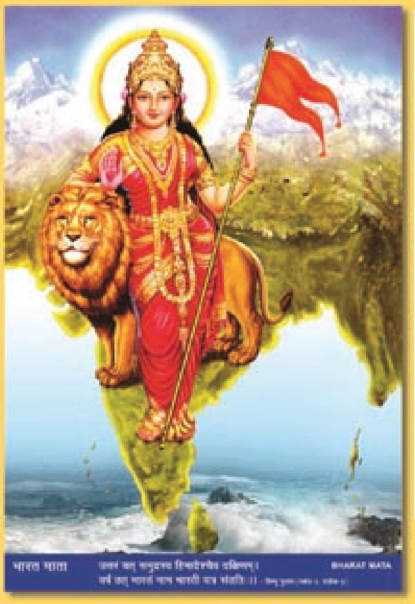

WE DEMAND

Formation of village defense force at border districts of West Bengal. Distribution of free licensed firearms for the retaliation with illegal migrant.

Cleansing of foreigners' name from the voter list before 2016 Assembly Election in WB. Recruitment of presiding officers from other states for free and fair election.

Our Mentors

Dr. Gautam Sen, prof. London School of Economics , **Dr. Saradindu Mukherjee**, Reader, University of Delhi, **Shri** Ranendralal Banerjee, member of NEC,RSS, **Shri Ashim Kumar Mitra** Sr. Journalist and Lecturer CU, **Dr. Priyadarshi Dutta**. Writer and Journalist, **The Pioneer. Shri Tapan Kumar Ghosh,** President, HS, **Shri Amalendu Chattopadhyay** General Secretary (Org.)BJP, WB

Working Committee

Convener & Gen. Secretary: Himadri Das. **President.** Dr. Jaydeep Banerjee, **Vice- President**: Sangeeta Miglani, Sri Suresh jigale Mane, Shovan Agarwal, **Joint General Secretary**: Sakuntala Iyer, Dr. Dhruva Mahajan, RaviKumar Mazi, **Treasurer**: Amitabha Ghosh

We are reachable on

+91-9620206218, +91-9945157261, +919845428813 e-mail: IIFOBHS@gmail.com

We are in

http://www.**internationalintellectualforumofbengalihindus**.wordpress.com

দাম : ১০.০০ টাকা